মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ

(Determining the Advantages and Disadvantages of Using the Bangla Terminology Used in the Text Books for the Students of Business Studies Group at Secondary Level in Teaching Learning Activities)

মাস্টার অব ফিলসফি (এম.ফিল) ডিগ্রি অর্জনের আংশিক শর্ত পূরণার্থে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

আক্তার জাহান রুবী

রেজিনং: ০২০/২০১৭-২০১৮

ক্রমিক নং: ১৮-৯০২

শিক্ষবর্ষ: ২০১৭-২০১৮

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।

জমাদান: মে, ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ

মাস্টার অব ফিলসফি (এম.ফিল) ডিগ্রি অর্জনের আংশিক শর্ত পূরণার্থে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

স্বাক্ষর: ....

পরিচালক
ড. মো. আবদুল হালিম
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রত্যয়নপত্র		i
ঘোষণাপত্র		ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		iii
গবেষণার সারমর্ম		v
প্রথম অধ্যায়		১-৯
অবতরণিকা		
১.১	ভূমিকা	২
১.২	গবেষণার যৌক্তিকতা	৫
১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য	৬
১.৪	গবেষণার প্রশ্ন	৬
১.৫	সমস্যার বিবরণ	৬
১.৬	গবেষণার শিরোনামে ব্যবহৃত শব্দাবলীর ব্যাখ্যা	৬
১.৭	বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৭
১.৮	উপসংহার	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়		১০-৬৭
২.১	সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা	
তৃতীয় অধ্যায়		৬৮-৭৩
৩.১	সূচনা	৬৯
৩.২	সমস্যা নির্বাচন	৬৯
৩.৩	প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা	৬৯
৩.৪	গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল	৬৯
৩.৫	গবেষণার ক্ষেত্র	৬৯
৩.৬	নমুনা নির্বাচন	৭০
৩.৭	বিদ্যালয় নির্বাচন	৭০
৩.৮	শ্রেণি নির্বাচন	৭০
৩.৯	শিক্ষক নির্বাচন	৭০
৩.১০	শিক্ষার্থী নির্বাচন	৭০
৩.১১	পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন	৭০
৩.১২	নমুনা ও নমুনার আকৃতি	৭০
৩.১৩	উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি	৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৪ উপাত্ত বিশ্লেষণ ৭২
৩.১৫ নৈতিক বিবেচনা ৭২
৩.১৬ উপসংহার ৭২

চতুর্থ অধ্যায় ৭৪-১১৮

উপাত্ত বিশ্লেষণ, উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা

পঞ্চম অধ্যায় ১১৯-৯২

৫.১ সূচনা ১১৯

৫.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ ১১৯

৫.৩ গবেষণালব্ধ ফলাফল ১২২

৫.৪ সুপারিশ ১২৩

৫.৫ উপসংহার ১২৩

গ্রন্থপঞ্জী ১২৫

পরিশিষ্ট-১: অনুমতি পত্র ১২৮

পরিশিষ্ট-২: অনুমতি পত্র ১২৯

পরিশিষ্ট-৩: শিক্ষকদের জন্য প্রশ্নমালা ১৩০

পরিশিষ্ট-৪: শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্নমালা ১৩৫

পরিশিষ্ট-৫: শ্রেণি পর্যবেক্ষণ তালিকা ১৪০

পরিশিষ্ট-৬: নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ ১৪১

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অধীনে এম. ফিল গবেষক আক্তার জাহান রুবী (রেজি নং: ০২০, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮) কর্তৃক এম. ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত– মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ (Determining the Advantages and Disadvantage of Using the Bangla Terminology Used in the Text Books for the Students of Business Studies Group at Secondary Level in Teaching Learning Activities) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই গবেষণা কর্মে Plagiarism নেই এবং অভিসন্দর্ভটি (থিসিসটির) কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে প্রকাশ কিংবা ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এর চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

অধ্যাপক শ্যামলী আকবর
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে, ২০২৩

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ (Determining the Advantages and Disadvantage of Using the Bangla Terminology Used in the Text Books for the Students of Business Studies Group at Secondary Level in Teaching Learning Activities) অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শ্যামলী আকবরের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটির (থিসিসটির) সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এই মর্মে আরও অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোন Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

গবেষক

আক্তার জাহান রুবী
রেজিনং: ০২০/২০১৭-২০১৮
রোল নং: ১৮-৯০২
শিক্ষবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
যোগদান: ৬/৩/২০১৮
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে, ২০২৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য যা এই গবেষণাটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। আমি আক্তার জাহান রুবী, এম.ফিল গবেষক, রেজিনং ও সেশন -০২০/২০১৭-২০১৮ হল শামসুন নাহার, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

এই গবেষণা রূপায়নের কাজ করতে গিয়ে যার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছি এবং যিনি গবেষণাটি রূপায়নের ক্ষেত্রে সব সময় তাঁর অকৃপণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যার সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণার কাজটি করা সম্ভব হতো না। তিনি হচ্ছেন এ গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শ্যামলী আকবর। গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কাজ। যার সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা মূল্যবান উপদেশ, নির্দেশনা ও সুপরিচালনায় গবেষণা কার্যটি শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। গবেষক তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। কেননা তিনি তার ব্যস্ত সময়ের মাঝেও নিয়মিতভাবেই গবেষককে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছেন। তিনি গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে অকৃপণ সহযোগিতা, পরামর্শ ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করছেন।

অধ্যাপক ড.এস.এম হাফিজুর রহমান, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কর্মটি দ্রুত সম্পাদনের জন্য নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, মূল্যবান উপদেশ দান করেছেন। গবেষক তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার, উম্মে মুস্তারী তিথী, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁদের আন্তরিক নির্দেশনা ও পরামর্শের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গবেষক বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চায়, ড. এ. কে. এম মোজাহিদ ইসলাম, পরিচালক, প্রশাসন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা। রোকসানা পারভীন স্মৃতি, উপ-পরিচালক, বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) এর প্রফেসর মো: মশিউজ্জামান, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, মো: ইকরামুজ্জামান খান, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর লুৎফর রহমান, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ যারা গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে উদার মনে সহায়তা দিয়েছেন।

একইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, বিজনেজ স্টাডিজ অনুষদ লাইব্রেরি, আই ই আর লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি এই সকল গ্রন্থাগারসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারা সময়ে অসময়ে আমার গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে যথাসাধ্য চেষ্ঠা করেছেন।

এই অধ্যয়নের সময় ক্রমাগত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য গবেষক বিশেষভাবে তার এম.ফিল সহপাঠীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের কাজে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেছেন গবেষক তাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। কৃতজ্ঞতা

জানাচ্ছি ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ যারা কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন তাদের প্রতিষ্ঠানে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি বিষয় শিক্ষকগণ যারা আমার প্রশ্নের উত্তর, বিভিন্ন পরামর্শ, ধৈর্য্য ও সময় দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি সেই সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি যারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, প্রশ্নগুলো বিতরণ, জমাসহ সকল কিছুতে সাহায্য করেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১২ জন শিক্ষক যাদের ক্লাস পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। আমার গবেষণায় অংশগ্রহণকারীগণ আমাকে তথ্য সংগ্রহে সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন।

আমি আমার বাবা-মা, ভাই, বোন এবং আমার সঙ্গীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। কারণ তাদের নিরন্তর সমর্থন এবং অনুপ্রেরণা আমার কাজ যথাসময়ে শেষ করার জন্য সহযোগিতা করেছে যা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজে আমার কিছু সহকর্মীদের যারা আমাকে তাদের বই, পরামর্শ বিভিন্ন কিছুতে সাহায্য করেছেন। গবেষক তার পরিবারের সদস্যগণ, সহপাঠীগণ এবং যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই গবেষণার কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছে।

গবেষক

আক্তার জাহান রুবী
মে, ২০২৩

গবেষণার সারমর্ম

আক্তার জাহান রুবী "মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ" শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য গবেষণাপত্র, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, মে, ২০২৩ ইং।

গবেষণার শিরোনাম: মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ

গবেষণার উদ্দেশ্য: এই গবেষণার উদ্দেশ্য:

১) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধাসমূহ শনাক্ত করা।
২) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা।
৩) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা নিরূপণ।

গবেষণা পদ্ধতি:

গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল : এই গবেষণায় পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য পরিমাণগত পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট। আর যেহেতু শিক্ষার্থীদের শিখন- শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ করা হয়েছে, সেহেতু পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করাই যৌক্তিক। পরিমাণগত উপাত্ত একত্রে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এই গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল গবেষক কাজের সুবিধার্থে নির্ধারণ করেছেন।

গবেষণার ক্ষেত্র: ঢাকা শহরের মাধ্যমিক স্তরের ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে ধরা হয়েছে।

নমুনা নির্বাচন: গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এটিকে সার্থক করার জন্য ক) বিদ্যালয় নির্বাচন, খ) শ্রেণি নির্বাচন, গ) ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক নির্বাচন, ঘ) ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থী নির্বাচন, ঙ) পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ/ নির্বাচন করা হয়েছে।

বিদ্যালয় নির্বাচন: কাজের সুবিধার্থে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ঢাকা শহরের মাধ্যমিক স্তরের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

শ্রেণি নির্বাচন : মাধ্যমিক স্তরে তিন স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। নিম্ন মাধ্যমিক স্তর , মাধ্যমিক স্তর ,উচ্চ মাধ্যমিক স্তর । মাধ্যমিক স্তর (নবম,দশম শ্রেণি), উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণি) পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় অর্ন্তভুক্ত আছে।তাই নবম, দশম,একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণি নির্বাচন করা হয়েছে।

শিক্ষক নির্বাচন: মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পড়ান এসকল শিক্ষক নির্বাচন করা হয়েছে। পরিমাণগত পদ্ধতির জন্য সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতিতে (১২ x ৪)= ৪৮ জন শিক্ষক বাছাই করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী নির্বাচন: পরিমাণগত পদ্ধতির জন্য সম্ভাবনা নমুনা থেকে সরল দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতিতে (১২ x ৪৫)= ৫৪০ জন বাছাই করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীকে ১০ দিয়ে ভাগ করে রোল নম্বর ডেকে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন: মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণে নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি:

গবেষণাটিতে পরিমাণগত উপাত্তের জন্য জরিপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে ও শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ তালিকা ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ এবং শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। একসেট হলো শিক্ষকগণের জন্য আর একসেট শিক্ষার্থীদের জন্য এই প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করেই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন প্রণয়নে বদ্ধ, উন্মুক্ত এবং মিশ্র ধরনের প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্নোত্তরিকা বিষয় শিক্ষকদের (কিছু শিক্ষকদের ক্ষেত্রে) দিয়ে আসা হয় এবং পরে আবার তা সংগ্রহ করা হয়। কোন কোন শিক্ষক তার পেশাগত কাজের ব্যস্ততার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিতে অপারগ হলে গবেষক শিক্ষকের ব্যস্ততা বিবেচনা করে তাঁকে পর্যাপ্ত সময় দিতে কার্পণ্য করেন নি। তথ্যের যথাযথ ও সঠিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে গবেষক যথাসাধ্য সচেষ্ট থেকেছেন। প্রশ্নোত্তরিকায় উপস্থাপিত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে শিক্ষক যাতে যথাযথ মতামত প্রদান করেন গবেষক তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজে বসে থেকে শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহ করেছেন। শিক্ষার্থীদের থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষক সরাসরি শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো দিয়ে তা সংগ্রহ করেন। উত্তরদাতা কোন প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলে গবেষক উত্তরদাতার সুবিধা মতো সময়ে তাদের সাথে আলোচনা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

পাঠ্যবই পর্যালোচনা : পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়। পাঠ্যপুস্তক লেখা হয় শিক্ষানবীশদের উপযোগী করে। শিক্ষক নির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শিখানো প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। বর্তমান গবেষণায় ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহকে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। তথ্যবিশ্লেষণ (Documentary Analysis) এর মাধ্যমে প্রথমে পাঠ্যবইয়ের বাংলা পরিভাষাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে কারণ কতটুকু সুবিধা ও অসুবিধা তৈরি করছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ: এই গবেষণার জন্য গবেষক নিজেই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ এবং শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহে গবেষককে সাহায্য করেছেন। শিখন-শেখানো কার্যাবলী ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপন করার জন্য শিক্ষকদের শ্রেণিতে শিক্ষাদান তাৎক্ষনিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ১২ টা প্রতিষ্ঠান থেকে ১২ জন শিক্ষক এর ক্লাস পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেয়া হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১ জন করে শিক্ষক এর ক্লাস পর্যবেক্ষণের আওতায় নেত্তয়া হয়েছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ:

ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালা, পাঠ্যবই পর্যালোচনা, শ্রেণিকক্ষে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উত্তরসমূহ পরিসংখ্যানিক কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রশ্নমালা ব্যবহার করার সময় যথাসম্ভব সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রতিটি প্রশ্নের বিপরীতে প্রাপ্ত তথ্যের সুস্পষ্টতা নিশ্চিত করতে সংখ্যার পাশাপাশি শতকরা হার প্রতিটি সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণ যাতে সকলের কাছে সহজ ও স্পস্ট বলে প্রতীয়মান হয় এ জন্য বিন্যাসিত উপাত্তের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সহজ ভাষায় এবং তথ্যের শতকরা হার প্রতি ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। খোলা প্রশ্নের (Opened Questions) আওতায় প্রদত্ত সমপর্যায়ের উত্তরগুলো একই ক্যাটাগরির অধীনে এনে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই পর্যালোচনায় প্রথমে ব্যবসায় শিক্ষায় ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা গুলোর নিচে দাগ দিয়ে তারপর প্রতিটি অধ্যায় পৃথক ভাবে ট্যালি করে পরিভাষা চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তু কতটা বোধগম্যভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে তা দেখা গবেষকের উদ্দেশ্য । এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে ব্যবসার বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা কতটা অনুধাবন করতে পারছে। বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা কি রকম সুবিধা-অসুবিধার সম্মুখিন হচ্ছে তা নির্ণয় করার জন্য গবেষক পাঠ্যবইয়ের বাংলা পরিভাষার তালিকা তৈরি করেছেন। প্রথমে চিহ্নিত করা হয়েছে কারণ এই পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য কতটুকু উপযোগী এবং কতটুকু সুবিধা ও অসুবিধা তৈরী করছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পরিভাষাগুলো চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য হলো ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের ভাববস্তু বোঝার জন্য পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা অন্তর্ভুক্ত আছে কি না। এই পরিভাষাগুলোর সাথে শিক্ষার্থীরা কতটুকু পরিচিত এবং ব্যবসার ভাববস্তুর জানার জন্য কতটা প্রাসঙ্গিক। তা জানার জন্য গবেষক ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার তালিকা তৈরি করেছেন।

উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের জন্য গড় এবং শতাংশ ব্যবহার করে এর মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্ন ধরে তা বিশ্লেষণ এবং প্রদানকৃত তথ্যগুলো উত্তর প্রদানের ধরন অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ এবং উপাত্তসমূহ সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিমাণগত গবেষণা হওয়ায় উপাত্তসমূহ বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন-গ্রাফিক্স চিত্রের মাধ্যমে শতকরা দেখানো হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত ফলাফল সমন্বয় করা হয়েছে।

নৈতিক বিবেচনা: প্রতিটি গবেষণাকর্মে এমন কিছু বিষয় থাকে যা নৈতিকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাঁদের পরিচয় ও প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে।

গবেষণালব্দ ফলাফল:

বর্তমান গবেষণায় শিক্ষার্থীদের মতামত, শিক্ষকগণ এর মতামত, শ্রেণি পর্যবেক্ষণ করে এবং পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে গবেষক মনে করেন নিম্নলিখিত ধারণা লাভ করা যায়:

সুবিধা:

১) মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

২) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই।

৩) মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সুবিধা রয়েছে।

৪) ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে।

৫) ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী।

৬) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে আকষর্ণীয় করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগ সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে।

৮) ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে।

৯) শিক্ষার্থীরা বাংলা পরিভাষাগুলো ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে।

১০) ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে।

অসুবিধা:

এই গবেষণার শিরোনাম "মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ।"-এই গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে কোন অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে প্রতিটি বইয়ের শেষে বিষয়ভিত্তিক পরিভাষা ও ইংরেজি শব্দ দেয়া থাকলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পেতো।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা:

১) মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেন।

২) পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ ব্যবসার ভাববস্তু সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরেন।

৩) ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরেন।

৪) মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করেন।

৫) মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেণিতে ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শিক্ষার্থীদের পরিবেশ তৈরি করে দেয়।

সুপারিশ:

১) "মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ" শীর্ষক গবেষণাকার্যটি ঢাকা শহরের ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য উপাত্ত

সংগ্রহ করে গবেষণাটি করা হয়েছে। সারাদেশ থেকে আরও ব্যপকভিত্তিক নমুনা নিয়ে ব্যপক আকারে গবেষণাটি করা যেতে পারে।

২) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের কাছে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করে ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা কতটুকু তৈরি হচ্ছে তা গবেষণার মাধ্যমে দেখা যেতে পারে।

৩) প্রতিটি বইয়ের শেষে বিষয়ভিত্তিক পরিভাষা দেয়া থাকলে শিক্ষার্থীদের শিখনে আরও প্রভাব থাকতো।

৪) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই-এটা বৃহৎ আকারে গবেষণা করা যেতে পারে।

৫) ঢাকা শহরের ন্যায় সারা দেশে একই রকম ফলাফল দেখা যায় কিনা ব্যাপকভিত্তিক নমুনা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

৬) উদ্যোক্তা তৈরিতে শিক্ষক কতটা ভূমিকা রাখছে নতুন উদ্যোক্তদের কাছে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করা যেতে পারে।

৭) উদ্যোক্তা তৈরিতে মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা কতটা অবদান রাখছে নতুন উদ্যোক্তদের কাছে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করা যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা পৃষ্ঠা

অবতরণিকা	পৃষ্ঠা
১.১ ভূমিকা	২
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা	৫
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	৬
১.৪ গবেষণার প্রশ্ন	৬
১.৫ সমস্যার বিবরণ	৬
১.৬ গবেষণার শিরোনামে ব্যবহৃত শব্দাবলীর ব্যাখ্যা	৬
১.৭ বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৭
১.৮ উপসংহার	৭

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

১.১ ভূমিকা:

বাংলাদেশের শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল মাধ্যমিক স্তর। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উপর পরবর্তী ধাপগুলোর উন্নতি ও ধারাবাহিকতা বহুলাংশে নির্ভর করে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ তে বলা হয়েছে- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে সকল স্তরের শিক্ষার মূল ভিত বলা হয়। "মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে মূলত শিক্ষার্থীদের মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ, শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিকত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতুহলবোধ, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করবে।" [১] (জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, ব্যবসায় উদ্যোগ, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০১২, নাহিদ এড, এন্ড প্রিন্টিং, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। পৃ: ৮,৯) মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের যথাযথ প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন হবে সেভাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ তৈরি করা হয়েছে।

ব্যবসায় শিক্ষা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে যথাযথ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সফলতার সাথে প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জন করা সম্ভব । কিন্তু সেক্ষেত্রে যোগাযোগ মাধ্যম অবশ্যই সহজ ও বোধগম্য হতে হবে। পরিভাষা শব্দের অর্থ হল কোনো ভাষার মধ্যে বিশেষ অর্থে ব্যবহারযোগ্য শব্দ। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইগুলোতে অনেক বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

> যেমন- প্রশিক্ষণ- Training, ব্যবস্থাপক- Manager, বিপণন- Marketing , সমাপ্তি- Final , সমীকরণ- Equation, হিসাববিজ্ঞান- Accounting, সহকারি- Assistant, সহযোগি- Associate, বিনিময়- Barter, লেনদেন- Deal, ইত্যাদি পরিভাষাগুলো শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত হচ্ছে। [২] (আফরোজা অদিতি, ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৪২৭/জুন২০২০ প্রকাশক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পরিচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জতিক সংযোগ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০।, পৃ: ৯, ৩০, ৯৬, ১২৮।)

উপরোক্ত পরিভাষাগুলো আফরোজা অদিতির লেখা "ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা" বই থেকে নেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত অনেক বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে। এই পরিভাষাগুলো পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু আত্মস্থ করতে সাহায্য করে থাকে।

> বিশ্বের প্রতিটি সমৃদ্ধ ভাষা নিজস্ব ভাষার শব্দসম্ভারের সঙ্গে বিদেশি ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ ও উপাদান ব্যবহার করে নিজস্ব পারিভাষিক শব্দসম্ভার গড়ে তোলে। বাংলা ভাষা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারের চেষ্টা শুরু হয়। দেড়শ বছরের ইতিহাসে বাংলা ভাষায় পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিভাষা প্রণয়নের কাজে বাংলাদেশ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, প্রশাসনিক পরিভাষা, প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি, আইন, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পল্লীউন্নয়ন, বাণিজ্য, সঙ্গীত, সাহিত্য সমালোচনা, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পরিভাষা প্রণীত হয়ে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সাধনে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। [৩] (অধ্যাপক ড. এস.এম. মাহফুজুর রহমান, ব্যবসায় পরিভাষা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ: মাঘ

১৪২১/জানুয়ারি ২০১৫। প্রকাশক: ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক, বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০। পৃ: iii,)

সুতরাং এ থেকে বলা যায় প্রতিটি বিষয়ের নিজস্ব পরিভাষা ব্যবহার হচ্ছে। পরিভাষা বিষয়ভিত্তিক বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট করে ঐ ভাষার মানুষের কাছে তুলে ধরে।

ভাষা মানুষের এক অত্যাশ্চার্য আবিষ্কার। মানব জাতির সবচেয়ে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হচ্ছে তার ভাষা। ভাষা মানুষের ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। শিক্ষা ক্ষেত্রেও ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। "ভাষার যথার্থের উপর জ্ঞানের নির্ভরতা সর্বজন স্বীকৃত। সেজন্য সব দেশের শিক্ষাক্রমে ভাষাকে বিশেষ করে মাতৃভাষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্বের কথা শিক্ষাবিদ দার্শনিক মনীষী সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন।" [৪] (ড. হায়াৎ মামুদ, প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস,বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, জুন ২০১৭, পৃ:২০৬) । কারণ ভাষা হচ্ছে সকল জ্ঞানেরই বাহন এবং সহজ যোগাযোগের মাধ্যম। এ জন্য সব দেশে মাতৃভাষাকে প্রধান্য দেয়া হয়। বাংলাদেশেও মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যবই রচনায় মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

মানুষ সামাজিক জীব তাই তাকে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। ড. হায়াৎ মামুদের "বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি" বই থেকে পাওয়া যায়, ড. সুকুমার সেন বলেন, " ভাষার মধ্য দিয়ে আদিম মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তির প্রথম অঙ্কুর প্রকাশ পেয়েছিল। ভাষার মধ্য দিয়েই সেই সামাজিক প্রবৃত্তি নানাদিক নানাভাবে প্রসারিত হয়ে আদিম নরকে পশুত্বের অন্ধজড়তা হতে উদ্ধার করে তাকে মননশীল করেছে। প্রকৃতির দাসত্ব হতে মুক্তি পেয়ে মানুষ প্রকৃতির প্রভুত্বের অধিকারি হয়েছে। ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয় চিন্তার প্রসূতিও"। [৫] (ড. হায়াৎ মামুদ, প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস,বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, জুন ২০১৭, পৃ:৪।) ড. সুকুমার সেনের কথা থেকে ধারণা পাই যে, ভাষা হচ্ছে যোগাযোগের শক্তিশালী মাধ্যম। ভাষা সৃষ্টি না হলে আমরা আদিম নর পশুর মত থাকতাম। আমরা যা বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করি সবই ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করি। মহাম্মদ দানীউল হক বলেছেন- "মানুষ যে কথা বলে বা ভাষা ব্যবহার করে তা বিশেষ সমাজে ব্যবহৃত হতে হবে। পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষা আছে। যেমন: ইংরেজি, ফরাসি, গ্রিক, বাংলা, উর্দু, হিন্দি ইত্যাদি ভাষা। বর্তমানে বাংলাদেশে বাংলা প্রায় একমাত্র এবং ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরায় ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত প্রধান ভাষা।" [৬] (বাংলাপিডিয়া (খণ্ড: ৬ ভুক্তি: বাংলাভাষা, পবিত্র সরকার এবং মহাম্মদ দানীউল হক), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃ:২৪।)

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষা কোনো না কোনোভাবে অন্য ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়। এই সংগৃহীত উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পরিভাষা। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই তাদের দৈনন্দিন কাজে কম-বেশি পরিভাষা ব্যবহার করে থাকে। পৃথিবীর কোন ভাষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে বাংলা পরিভাষা মনের ভাব প্রকাশকে আরও সহজ করে দেয়। তাই দেখা যায় প্রয়োজনীয় শব্দ সব সময় সকল ভাষাতে পাওয়া যায় না। এ কারণে দেশি বা বিদেশি ভাষা থেকে প্রয়োজনীয় শব্দ গ্রহণ করার দরকার পড়ে। এ প্রসঙ্গে ড. হায়াৎ মামুদ বলেছেন, " মাতৃভাষার প্রয়োজন ও অর্থগত সামঞ্জস্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ বা রূপান্তর করা হয়ে থাকে। সৃষ্ট পরিভাষা হতে হবে সহজবোধ্য, অর্থাৎ বিশেষ অর্থজ্ঞাপক ও প্রায়োগিক। " [৭] (ড. হায়াৎ মামুদ, প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, "বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি", দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস,বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, জুন ২০১৭, পৃ:২০৬।) তাই বলা যায়, ভাষা ভাবের বাহন আর ভাষার বাহন হলো পরিভাষা। আর ভাষা ও পরিভাষার মাধ্যমেই সহজ যোগাযোগ সম্ভব। যে ভাষায় যত বেশি পরিভাষা থাকবে সে ভাষা দিয়ে তত বেশি যোগাযোগ সহজ হয়। ভাষার প্রয়োজনেই পরিভাষা আনা হয়। পরিভাষা হতে হবে সহজ, সরল ও ব্যবহার উপযোগী।

মহাম্মদ দানীউল হক বলেছেন, " বিশেষ অর্থজ্ঞাপক শব্দ বা সংজ্ঞা সম্বন্ধীয় এই যৌগিক বিশেষ্য পদটি গঠিত হয়েছে ' ভাষা ' বিশেষ্য পদের সঙ্গে ' পরি ' উপসর্গ যোগে। ' পরি ' উপসর্গের অর্থ সর্বতোভাবে, লক্ষণ, বীপ্সা, চিহ্ন, বিশেষায়ণ আতিশয্য ইত্যাদি। পরিভাষা বিশেষ অর্থ প্রকাশকারী শব্দ বা শব্দরাশি। " [৮] (বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৫, মার্চ, ২০০৩ প্রকাশক, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ৫ ওল্ড সেক্রেটারিয়েট রোড, নিমতলী, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, পৃ: ২৫৮।) এ থেকে ধারণা পাওয়া যায় পরিভাষা বিশেষ অর্থ বা বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে। ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ও বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বাংলা পরিভাষা সাহায্য করে। ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষা দিয়ে ব্যবসায় শিক্ষার বিষয় উঠে আসে।

পরিভাষা বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। অধিক শব্দ ভাণ্ডারের মাধ্যমেই সহজ যোগাযোগ সম্ভব। বাংলা পরিভাষা বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করে। পরিভাষা যে কোন ভাষার অভাব পূরণ করতে সহায়তা করে। পরিভাষা বাংলা ভাষার সম্পদ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. এস.এম. মাহফুজুর রহমানের লেখা- " ব্যবসায় পরিভাষা" বইতে-

> ব্যবসায় শাস্ত্র সম্প্রতি এত বিশাল বিস্তৃতি লাভ করেছে যে এককালের শুধু কমার্স এখন ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান, অর্থসংস্থান, ব্যাংকিং, বিমা, বিপনন ইত্যাদি নানাখাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিটি খাতেও ঘটেছে নিজস্ব ধারায় ব্যাপক সম্প্রসারণ। এর ফলে ব্যবসায় শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিশব্দসমূহ যেমন সংখ্যায় বেড়েছে তেমনি তাদের ব্যবহারে যোগ হয়েছে নতুন নতুন মাত্রিকতা। এক কথায়, ব্যবসায় পরিভাষা জগতে এই কদিন আগের, বলতে গেলে ষাটের দশকের তুলনায় ঘটে গেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। [৯] (অধ্যাপক ড. এস.এস. মাহফুজুর রহমান,ব্যবসায় পরিভাষা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ: মাঘ ১৪২১। জানুয়ারি ২০১৫। প্রকাশক: ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক, বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০। পৃ: ১)।

ব্যবসার জগৎ বৃদ্ধি পাচ্ছে সাথে ব্যবসার পরিভাষাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঠিক যোগাযোগের জন্য পরিভাষা বৃদ্ধির দরকার। অধ্যাপক ড. এস.এম মাহফুজুর রহমানের লেখা থেকে বোঝা যায়, ব্যবসায় শাস্ত্র এত বিস্তৃতি লাভ করেছে ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষার সাহায্যেই ব্যবসায় ব্যবহৃত পরিশব্দসমূহের সংখ্যা বেড়েছে এবং এর ব্যবহারেও যোগ হয়েছে নতুন নতুন মাত্রিকতা। এভাবেই ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষার জগতের সম্মৃদ্ধ হচ্ছে।

শব্দার্থ ও পরিভাষার মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। পরিভাষা কোনো জ্ঞান-ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ধারণার সংজ্ঞা বা নাম। কিন্তু শব্দ হচ্ছে ভাষায় ব্যবহৃত যে কোনো অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। এ প্রসঙ্গে ড. হায়াৎ মামুদ বলেছেন, " বস্তুত পারিভাষিক শব্দগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুনিদির্ষ্ট ক্ষেত্রে সুনিদির্ষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে সব শব্দই পারিভাষিক শব্দ নয় আবার সব পারিভাষিক শব্দই সাধারণ শব্দ নয়।" [১০] (ড. হায়াৎ মামুদ, "ভাষা শিক্ষা, বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও রচনানীতি", জানু: ২০১২ পৃ: ২০৫,২০৬।) ড. হায়াৎ মামুদ এর বই থেকে এটা পরিলক্ষিত হয় যে, শব্দার্থ ও পরিভাষিক শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। পারিভাষিক শব্দগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- ব্যবসার পারিভাষিক শব্দ ব্যবসার বিষয়বস্তু বোঝানোর জন্যই ব্যবহার হয়ে থাকে।

সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জন্ম নিচ্ছে নিত্য নতুন ধারণার নব নব আবিষ্কারের। সময়ের পরিক্রমায় এগুলোকে সুনিদির্ষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে নতুন নতুন শব্দের। "একটি ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ আত্তীকরণের মাধ্যমে নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যে সব শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে পারিভাষিক শব্দ বলে।" [১১] (অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমদ, উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, মিজান লাইব্রেরী ৩৮ বাংলা বাজার, ত্রিংশ সংস্করণ এপ্রিল- ২০১৪ পৃ: ৪৩০।) এ থেকে স্পষ্ট যে, কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যে সব শব্দ বিশেষ অর্থে

ব্যবহৃত হয়, যা অন্য ভাষার শব্দ থেকে ও আসতে পারে আবার অন্য বিষয়ের শব্দ থেকেও এসে ঐ বিষয়বস্তুর পারিভাষিক শব্দে স্থান করে নেয়, সেগুলোকে পারিভাষিক শব্দ বলে।

"সাধারণ জীবনযাপনেও আমরা মাঝে মাঝে পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের এ ক্ষেত্রটি ব্যাপক নয়। নির্দিষ্ট বা বিশেষ ধরনের কাজ বা পেশার সঙ্গে পরিভাষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বিদ্যমান। কোনো বিশেষ পেশা, বিষয়, ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভাষার শব্দভাণ্ডার পারিভাষিক শব্দের রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে।" [১২] (অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমদ, উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, এপ্রিল, ২০১৪, মিজান লাইব্রেরী ৩৮ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা) ঢাকা-১১০০। পৃ. ৪৩২।) সাধারণ জীবনের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ সীমিত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট বা বিশেষ ধরনের কাজ বা পেশার ক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ বিশাল বা বিস্তৃত হয়ে থাকে। ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ বিস্তৃত।

সাধারণভাবে পাঠ্যবইয়ে পরিভাষার মাধ্যমে কোনো বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের সেই বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে অনুভব করতে পারে কি পারে না তা জানা শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের জন্য অপরিহার্য। তাই শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের কাছে কতটা সহজ ও বোধগম্য, উপযোগী বা উপযোগী নয় তা জানার জন্য এই গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ করা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ এই শিরোনামটি নির্বাচন করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে কতটুকু সুবিধা-অসুবিধা হচ্ছে তা নিরূপণ করাই এই গবেষণার যৌক্তিকতা।

মাধ্যমিক স্তরে নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে কি ধরনের সুবিধা ও অসুবিধা অনুভব করছে তা দেখার জন্য এই গবেষণার যৌক্তিকতা আছে। গবেষণার শিরোনামটি অত্যন্ত ব্যাপক। শিরোনামে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণের কথা বলা থাকলেও সাথে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষকগণ ব্যবসার ভাববস্তু কতটুকু গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরছেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ গড়ে তুলতে শিক্ষক কিভাবে সাহায্য করে থাকেন। শিক্ষক পাঠ্যবইকে কতটা আকর্ষণীয় করে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করছেন। জাতীয় জীবনে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা ও শ্রেণিকক্ষে ফলপ্রসূ যোগাযোগে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার উপযোগিতা জানার জন্য এই গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে যে সব বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর মূল উদ্দেশ্যে সাথে কতটুকু সম্পর্কযুক্ত। ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ধারণ, গ্রহণ ক্ষমতা ও মানসিক পরিণমনের সঙ্গে মানানসই এবং লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু উপযোগী তা জানার জন্য এই গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ ও যৌক্তিকতা বহন করে।

শিক্ষার্জনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার সকল বই বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। এই বইগুলোতে ব্যবসার পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখনীয় বিষয়

বাংলা ভাষা ও বাংলা পরিভাষার মাধ্যমেই উপস্থাপিত হয়। ভাষা ও বাংলা পরিভাষাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ভিত্তি রচনা করে।

গবেষণাটিতে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ করা হবে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার উদ্দেশ্য:

১) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধাসমূহ শনাক্ত করা।
২) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে অসুবিধা চিহ্নিত করা।
৩) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা নিরূপন।

১.৪ গবেষণা প্রশ্ন:

১) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধাসমূহ কী?
২) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে অসুবিধা কী কী?
৩) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা কতটা?

১.৫ সমস্যার বিবরণ:

শিক্ষার্থীরা যদি শ্রেণিকক্ষের পড়া সঠিকভাবে না বোঝে অর্থাৎ বোধগম্যতা অর্জন করতে না পারে তাহলে শিক্ষাক্রম ব্যর্থ হতে পারে। যে কোন ভাষা সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তাই পাঠ্যপুস্তক থেকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যন্ত, যে ভাষা শিক্ষার্থী সহজে বুঝতে পারে শ্রেণিকক্ষে সেই ভাষা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পড়ান। ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং এই সব বিষয়ে অনেক বাংলা পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় বোধগম্যের জন্য পরিভাষা কতটা সহায়ক বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তা দেখা অত্যন্ত জরুরি। তাই ব্যবসায় শিক্ষা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ফলপ্রসূ বাংলা পরিভাষা ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা জানার জন্যই এই গবেষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.৬: গবেষণার শিরোনামে ব্যবহৃত শব্দাবলীর ব্যাখ্যা:

মাধ্যমিক স্তর: প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চাশিক্ষার মধ্যবর্তী স্তরকে মাধ্যমিক স্তর বলে। বাংলাদেশের প্রথাগত শিক্ষার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তর মাধ্যমিক শিক্ষা। কোঠারি কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে, যথা- নিম্ন মাধ্যমিক (অষ্টম, নবম, দশম, শ্রেণি) এবং উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণি)। এই স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই স্তরের শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার ভিত রচনা করে।

“মাধ্যমিক স্তরে তিন স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা। নিম্ন মাধ্যমিক স্তর , মাধ্যমিক স্তর ,উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। মাধ্যমিক স্তর (নবম,দশম শ্রেণি), উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণি) পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় অর্ন্তভুক্ত আছে।” (সুত্রঃ (http://wwww.moedu.gov.bd) সর্বশেষ হাল-নাগাদঃ ১০ মে, ২০১৫) ১৩।

ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীঃ ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয়েছে। যারা নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে লেখাপড়া করে।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমঃ শিখন-শেখানো কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে শুধু ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে।

বাংলা পরিভাষার ব্যবহারঃ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোন বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা এই গবেষণায় ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলোর কথা বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে ব্যবসার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়। বাণিজ্যকে এখন “ব্যবসায় শিক্ষা” বলা হয়। ‘ব্যবসায়’ শব্দটি ও ব্যবসার বাংলা পরিভাষা। মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে বাংলা পরিভাষা অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনঃ লেনদেন, ব্যবসায়িক, বাণিজ্য, বিনিময়, মুনাফা, বিনিয়োগ, উৎপাদন, চাহিদা, যোগান, বিপণন, বাজারজাতকরণ, বাট্টা ইত্যাদি।

পাঠ্যবইঃ “ব্যবসায় শিক্ষা” বিভাগের শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত পাঠ্যবই। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই ব্যবহার হয়েছে। নবম, দশম, শ্রেণির ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, ব্যবসায় উদ্যোগ, হিসাববিজ্ঞান পাঠ্য বই। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান পাঠ্যবই ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৭ঃ বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতাঃ

কিছু সীমাবদ্ধতা বর্তমান গবেষণায় রয়েছে। গবেষণা হচ্ছে কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে সেই বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্য অনুসন্ধান করা। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার প্রয়াস পান। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। “মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ”- শীর্ষক গবেষণাটি অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। পরিভাষা ও বাংলা পরিভাষা নিয়ে কিছু বই পাওয়া গেলেও পরিভাষা ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কোন গবেষণাপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতির জন্য ঢাকা শহরের বাইরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। এছাড়াও স্বল্প সময়, আর্থিক অসামর্থ্য ও যোগাযোগের সঠিক ব্যবস্থার অভাবজনিত কারণে এই গবেষণা কর্মটি সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের মাধ্যমিক স্তরের ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে ধরা হয়েছে ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা অপ্রতুল।

১.৮ঃ উপসংহারঃ

পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা আমাদের দৈনন্দিন কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে প্রায়ই পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে থাকি। কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ বাংলার সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে তার উৎস খুঁজতে যাওয়া খুবই কঠিন। “পরিভাষা অধ্যয়ন, পেশা বা ক্রিয়াকলাপের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত শব্দভাণ্ডার। যখন কারো ব্যবসায়িক বন্ধুরা কথা বলতে শুরু করেন এবং হঠাৎ মনে হয় যে তারা কোনও আলাদা ভাষায় কথা বলছেন, তারা সম্ভবত ব্যবসার পরিভাষা ব্যবহার করছেন। ব্যবসার পরিভাষা ‘বাট্টা’, ‘উদ্যোগ’, ‘ঋণ’, ‘তহবিল’, লেনদেন’, ‘মূলধন’, ‘পাবলিক লিমিটেড’ ইত্যাদি। শিক্ষার পরিভাষায় ‘রুব্রিক’, ‘পাঠ পরিকল্পনা’, ‘পপ কুইজ’, ‘টার্ম পেপার’ ইত্যাদি। মেডিকেল পরিভাষায় ‘রক্তের কাজ’, ‘সিভিসি’,

'স্কাল্পেল' ইত্যাদির সেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আইনজীবিরাও তাদের আইনি পরিভাষা ব্যবহার করেন।" [১৪] (ড. হায়াৎ মামুদ, ফেরদৌসী মাহ্‌মুদা, শারমীন রহমান, খালেদা হক, নাজমা বেগম, ভাষা-শিক্ষা, বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, প্রকাশক: প্রাকৃতজ শামিম রুমি টিটন, দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, ৩৮/২ক, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, মে-২০১৯ পৃ: ৬০৭, ৬০৯, ৬১৫, ৬১৬, ৬২০।) যে কোন ব্যক্তির জন্য তার নিজস্ব পেশার পরিভাষা জানা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এভাবে পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেক পেশার লোকের যোগাযোগের সুবিধা তৈরি হয়। বুঝতে না পারার জন্য অন্য পেশার লোকদের অসুবিধাও তৈরি করতে পারে। সঠিক যোগাযোগের জন্য নিজের পেশার পরিভাষা সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। তা না হলে পেশাগত দক্ষতা বাড়বে না। এজন্যই মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা জানার জন্য গবেষক এই গবেষণা শিরোনামটি নির্বাচন করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (ডিসেম্বর, ২০১২), *জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, ব্যবসায় উদ্যোগ, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, নবম-দশম শ্রেণি*, ঢাকা: নাহিদ এড, এন্ড প্রিন্টিং, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, পৃ. ৮, ৯।

২. অদিতি, আফরোজা (১৪২৭/জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৯, ৩০, ৯৬, ১২৮।

৩. রহমান, এস.এম. মাহফুজুর (মাঘ, ১৪২১/জানুয়ারি, ২০১৫), *ব্যবসায় পরিভাষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. iii।

৪. মামুদ, হায়াৎ (জুন, ২০১৭), প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, *বাংলা ব্যাকরণ* ও নির্মিতি, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ.২০৬

৫. মামুদ, হায়াৎ (জুন, ২০১৭), প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৪।

৬. *বাংলাপিডিয়া*, ২০০৩, খণ্ড: ৬, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২৪।

৭. মামুদ, হায়াৎ (জুন, ২০১৭), প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ. ২০৬।

৮. *বাংলাপিডিয়া* (মার্চ, ২০০৩), খণ্ড: ৫, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২৫৮।

৯. রহমান, এস.এস. মাহফুজুর (জানুয়ারি, ২০১৫), *ব্যবসায় পরিভাষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১।

১০. মামুদ, হায়াৎ (জানু, ২০১২), *ভাষা শিক্ষা, বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও রচনানীতি*, পৃ. ২০৫, ২০৬।

১১. অধিকারী, নিরঞ্জন (এপ্রিল, ২০১৪), অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা*, ঢাকা: মিজান লাইব্রেরী, পৃ. ৪৩০।

১২. অধিকারী, নিরঞ্জন (এপ্রিল, ২০১৪), অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা*, ঢাকা: মিজান লাইব্রেরী, পৃ. ৪৩২।

১৩. সুত্রঃ *(http://wwww.moedu.gov.bd)* সর্বশেষ হাল-নাগাদ: ১০ মে, ২০১৫।

১৪. মামুদ, হায়াৎ (মে, ২০১৯), ফেরদৌসী মাহ্‌মুদা, শারমীন রহমান, খালেদা হক, নাজমা বেগম, *ভাষা-শিক্ষা, বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৬০৭, ৬০৯, ৬১৫, ৬১৬, ৬২০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা

২.১ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা:

"মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ" শীর্ষক গবেষণাটি একটি প্রাথমিক গবেষণা। উপর্যুক্ত শিরোনামে ইতোপূর্বে সরাসরি উল্লেখ্যযোগ্য কোন গবেষণা খুঁজে না পাওয়ায় গবেষক এই বিষয়ে গবেষণাটি করতে আগ্রহী হন। তবে শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কিত কিছু গবেষণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের বাইরের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে পরিচালিত হয়েছে যা গবেষককে তার গবেষণা কাজে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

যে কোন গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষককে গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা করতে হয়। এই গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রেও সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষক যে সব সাহিত্য ও গবেষণা তার গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেছেন তা পর্যালোচনা করেছেন। গবেষক এ গবেষণাকর্মটি পরিচালনার ক্ষেত্রে তার গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু গবেষণা, গবেষণাধর্মী বই, সংবাদপত্রের কলাম, পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করেছেন। বর্ণনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়বস্তু সুনিদিষ্টভাবে বুঝতে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হচ্ছে।

রাজশেখর বসু বলেছেন,

> অভিধানে পরিভাষা অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোন বিষয় সুনিদির্ষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গ বিশেষে নিদির্ষ্ট অর্থে যুক্ত হয় তবে তা পরিভাষা স্থানীয়। সাধারণত 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শন বিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না। [১] (রাজশেখর বসু, 'চলন্তিকা অভিধান', পৃ: ১৩৪০)।

রাজশেখর বসুর মতামত থেকে ধারণা নিয়ে বলতে পারি, যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনও বিষয় সুনিদির্ষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তাই হলো পরিভাষা। সাধারণত পরিভাষার সাথে এমন শব্দ বা শব্দবলী বোঝানো হয় যার অর্থ সর্বজনস্বীকৃত হয়েছে। পরিভাষা শব্দকে যেহেতু সংক্ষিপ্ত করে, সেহেতু বিষয়বস্তুকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে। এভাবে ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়গুলো বুঝতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করছে। বাংলা ভাষার মানুষের কাছে ব্যবসাকে সহজ করে তুলছে। রাজশেখর বসুর কথা অনুসারে পরিভাষা পণ্ডিতগণের সম্মতিতে সর্বজনস্বীকৃত হয়। নিদিষ্ট বিষয়ের পরিভাষা নিদির্ষ্ট লোকদের জানা থাকে। যেমন-ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া হয়।

সুব্রত বড়ুয়া তাঁর "ব্যবহারিক পরিভাষা, ২০০৮"-এ বলেছেন:

> বাংলা পরিভাষার ইতিহাস প্রায় দুশো বছরের এতে ব্যক্তির অবদান যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেরও অবদান। আর এ কথাও সত্য যে পরিভাষা রচনা ও সংকলনের কাজ কিন্তু এখন ও চলছে। নতুন নতুন ধারনার প্রবর্তন এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের ফলে নতুন পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন ও অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই, নি:সন্দেহে বলা যায়, পরিভাষা রচনা, সৃষ্টি ও সংকলনের কাজ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া এটি

কখনো থেমে থাকবে না। [২] (সুব্রত বড়ুয়া, ব্যবহারিক পরিভাষা, প্রকাশক অনুপম প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৮. পৃ:৮)

সুব্রত বড়ুয়ার কথা প্রসঙ্গে বলা যায়, পরিভাষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি কখনো থেমে থাকা বা শেষ হয়ে যাওয়া প্রক্রিয়া নয়। এই তথ্য থেকে এটা বলা যায়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও পরিভাষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ব্যবসার বিষয়বস্তু বোঝার ও ব্যবসা করার জন্য নতুন নতুন ব্যবসার পরিভাষা তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন ব্যবসার বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

ড. হায়াৎ মামুদ বলেছেন,

বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বা পরিভাষা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, মূল শব্দের মৌলিক অর্থ ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এক ভাষার শব্দকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করে যে রূপ দান করা হয় তাকেই ‘পরিভাষা’ বলে। মাতৃভাষায় গৃহীত মূল বিদেশি শব্দ, বিদেশি শব্দের অনুবাদ বা বিদেশি শব্দের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপই হলো পরিভাষা; অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যে সব শব্দ সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই পরিভাষা। [৩] (ড. হায়াৎ মামুদ, “ভাষা শিক্ষা, বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও রচনানীতি”, জানু ২০১২ পৃ: ২০৫) ।

ড. হায়াৎ মামুদের কথা প্রসঙ্গে বলা যায়, মৌলিক অর্থ ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। এজন্য পাঠ্যবইয়ে/রেফারেন্স বইয়ে / উল্লেখযোগ্য বইয়ে অনেক পরিভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যা ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এক ভাষার শব্দকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করে। যেমনঃ “Marketing-বিপণন, Accounting- হিসাববিজ্ঞান, Management-ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।” [৪] (আফরোজা অদিতি, ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৪২৭/জুন২০২০ প্রকাশক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পরিচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০।, পৃ: ১২৮, ১২৯, ১৩২।) উপরোক্ত পরিভাষাগুলো আফরোজা অদিতির লেখা “ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা” বই থেকে নেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় রচিত। ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে বিদেশি শব্দের প্রতিশব্দ না থাকায় শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসার বিষয়গুলো সহজে বোঝার জন্য বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কোন পরিভাষা হঠাৎ করে চলে আসে না। কোন একটি শব্দ অনেক দিন ব্যবহার করে ঐ ভাষায় পরিভাষা হিসেবে স্থান পায়।

কানাইলাল মুখোপাধ্যায় রচিত “ রসায়নের পরিভাষা ২০০১”- থেকে পাওয়া যায়,

কোন পারিভাষিক শব্দই পরিভাষা হবে না যদি না সেটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ব্যবহারই হলো আসল কথা। কোন এক শব্দকে কোন এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হতে থাকলে কালক্রমে শব্দটির সেই অর্থ দাঁড়িয়ে যায়, এমন কি শব্দটিকে বিপরীত অর্থেও ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, ‘গণ্ডগ্রাম’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন, এখন এটি বিপরীত অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রসায়নের পরিভাষার ক্ষেত্রে অনেক বেশি অর্থবহ শব্দের থেকে কম অর্থবহ শব্দ বেশি চলে এসেছে। যেমন Catalyst অর্থে ‘অনুঘটক’ শব্দটি খুবই চালু, যদিও মনে হয় ‘প্রভাবক’ শব্দটি অনেক বেশি অর্থবহ। আবার ‘Solid’ অর্থে ‘নিরেট’ খুবই জুৎসই, কিন্তু ‘কঠিন’ শব্দটি সুপ্রযুক্তনা হলেও চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। [৫] (কানাইলাল মুখোপাধ্যায় “রসায়নের পরিভাষা” প্রকাশক: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা) ৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার আর্য ম্যানসন, (নবম তলা) কলিকাতা ৭০০০১৩। পৃ: vi)।

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের কথার সূত্র ধরে বলা যায়, কোন শব্দ অনেক ব্যবহার করা ছাড়া তা পরিভাষা হবে না। এমনি এমনি কোন শব্দ পরিভাষায় স্থান পাবে না। শব্দের ব্যবহারই আসল কথা। শব্দটি কোন এক বিশেষ অর্থে

ব্যবহার করা হতে থাকলে সময়ের সাথে সাথে সেই অর্থ ঐ শব্দ দ্বারাই প্রকাশ পায়। লেখক রসায়নের পরিভাষা নিয়ে যা বলেছেন ব্যবসার পরিভাষার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবহৃত অনেক শব্দ কালক্রমে ব্যবসার পরিভাষায় স্থান পেয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো সময়ের প্রয়োজনে ব্যবসার পরিভাষায় স্থান করে নিয়েছে।

মনিরুল মোমেন (২০১৬) এর বই থেকে পাওয়া যায়,

> বাংলা ভাষায় পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা হলো: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিদেশি শব্দের সরাসরি কোন প্রতিশব্দ না থাকায় এই শব্দগুলো বোঝানোর জন্য পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হয়। অফিস আদালত উচ্চশিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের ব্যবহার করতে হলে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রচলিত ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ অর্থাৎ পারিভাষিক শব্দ জানার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলা ভাষার শব্দের মধ্যে অনেক বিদেশি ভাষার শব্দের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সেসব বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে কিছু শব্দ গৃহীত হয়েছে। আবার কিছু শব্দ পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর বেশ কিছু পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষাকে সহজতর করার জন্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে সেই শাখার পারিভাষিক শব্দ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এসব দিক বিবেচনায় বাংলা ভাষায় পারিভাষিক শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। উদাহরণ 'Acting ' শব্দের পরিভাষা 'ভারপ্রাপ্ত'। [৬] (মনিরুল মোমেন, মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মুর্শিদুল আহসান, "বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি", পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি. মে ২০০৬ পৃ: ১৪৫)।

বাংলা ভাষায় পরিভাষা শব্দের গুরুত্ব রয়েছে। এই ভাষায় অনেক বিদেশি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দগুলোর প্রতিশব্দ না থাকায় এর অর্থ বোঝার জন্য পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হয়। উচ্চশিক্ষা, অফিস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ জানতে হবে। অনেক বিদেশি ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় মিশে গেছে। জ্ঞানচর্চা ও বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা অর্জনের জন্য ও ঐ শাখার পারিভাষিক শব্দ জানা দরকার। শব্দটি দ্বারা কি অর্থ প্রকাশ পায় তা বুঝতে হবে। অর্থাৎ বলা যায়, ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে বিদেশি শব্দের প্রতিশব্দ না থাকায় বাংলা ভাষাকে সহজতর করার জন্যই পরিভাষা শব্দের ব্যবহার প্রয়োজন। এখানে পরিভাষার কাজ দেখা যাচ্ছে সেতু বা ব্রিজের মত। বলা যায়, বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থী ও বাংলা ভাষার মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করছে।

কিছু পরিভাষিক শব্দের অনুবাদ না করে ব্যবহার করা সহজ। মনিরুল মোমেন(২০১৬) তার মতে,

> পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে দিকগুলো লক্ষ রাখতে হয়– যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের নাম মূল ভাষার উচ্চারণ অনুসারে বানানে গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব নাম অনুবাদ না করাই ভালো। ইংরেজি যে সব শব্দ আমাদের কাছে বহুল পরিচিত সেসব শব্দের অনুবাদ না করে মূলানুগ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেসব বিদেশি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আছে, জটিল ও দীর্ঘ না হলে সেগুলো পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মাতৃভাষায় ব্যবহৃত অপ্রচলিত শব্দ নতুনভাবে পরিভাষা হিসেবে প্রয়োজনে গ্রহণ করা যেতে পারে। পরিভাষা বাক্যের অন্যান্য শব্দের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে সে দিকটি লক্ষ রাখতে হবে। [৭] (মনিরুল মোমেন, মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মুর্শিদুল আহসান,- "বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি", পৃ: ১৪৬ পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি. মে ২০০৬)।

মনিরুল মোমেন তাঁর লেখায় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে দিকগুলো লক্ষ রাখতে বলেছেন তা থেকে ধারণা পাই যে, কিছু পরিভাষা অনুবাদ না করাই ভাল। অনুবাদ করলে তা জটিল ও দীর্ঘ হয়ে যায়। যেমন: "টেলিযোগাযোগ, রেফ্রিজারেটর, রেডিও, টেলিভিশন" ইত্যাদি।" [৮] (ড. হায়াৎ মামুদ, প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস,বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, জুন

২০১৭, পৃ:২০৯)। উপরোক্ত পরিভাষাগুলো ড. হায়াৎ মামুদের বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি বই থেকে নেয়া হয়েছে। ইংরেজি অনেক শব্দ আমাদের পরিচিত এবং নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। এসব শব্দ অনুবাদ না করে ব্যবহার করা যেতে পারে। মাতৃভাষাতে কিছু শব্দ আছে যা অপ্রচলিত। প্রয়োজনে এসব শব্দ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিভাষার যে দিকটি বেশি লক্ষ রাখতে হয় তা হলো-পরিভাষাটি যেনো বাক্যের সংঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

পরিভাষা সৃষ্টির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, (শহীদুল্লাহ রচনাবলী-১৯৯৪) "রাষ্ট্রভাষাকে যাবতীয় শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম করতে হলে রাষ্ট্রভাষার পরিভাষা সৃষ্টি করতে হবে"। [৯] (শহীদুল্লাহ-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পাণ্ডুলিপি: সংকলন উপবিভাগ, প্রকাশক-শামসুজ্জামান খান, পরিচালক-গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০, পৃ: ১৯৩)। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কথায় বলা যায়, রাষ্ট্রের সকল শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম রাষ্ট্রভাষায় করতে হলে রাষ্ট্রভাষার পরিভাষা সৃষ্টি করতে হবে। পরিভাষা সৃষ্টির মাধ্যমেই রাষ্ট্রভাষা উন্নত হবে। এখন রাষ্ট্রভাষাতেই রাষ্ট্রের জনগণ শিক্ষালাভ করতে পারে। রাষ্ট্রভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রেও পাঠ্যপুস্তক যাতে সহজবোধ্য হয় সেজন্যও পরিভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক সহজবোধ্য করার জন্য রাষ্ট্রভাষায় রচিত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই ব্যবসার বাংলা পরিভাষাও সময়ের সাথে সাথে সৃষ্টি হয়েছে।

কোন শব্দই হঠাৎ করে পরিভাষায় রূপ নেয় না । মহাম্মদ দানীউল হক বলেছেন,

> প্রত্যেক উন্নয়নশীল ভাষার ক্ষেত্রেই পরিভাষা নির্মাণ তথা নতুন শব্দসৃষ্টির (neologisation) বিষয়টিকে ভাষিক সৃজনশীলতার অন্যতম অভিব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়; কেননা প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব শব্দভাণ্ডারের মধ্যে স্বাধীনভাবে উদ্ভাবন ও নবপ্রবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত না হলে কোন পারিভাষিক শব্দই স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। অর্থের পরিবর্তন ঘটে না এমন বিশেষ অর্থবোধক সংজ্ঞার নামই পরিভাষা। [১০] (বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৫, মার্চ, ২০০৩ প্রকাশক, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ৫ ওল্ড সেক্রেটারিয়েট রোড, নিমতলী, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, পৃ: ২৫৮)।

মহাম্মদ দানীউল হকের লেখা থেকে জানা যায় যে, কোন শব্দ হঠাৎ করে এসেই পরিভাষা হয়ে যায় না। দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হলে কোনো পারিভাষিক শব্দ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কোন শব্দ পরিভাষায় স্থান পেতে ঐ শব্দ নিয়মমেনে ব্যবহার হতে হতে কালক্রমে পরিভাষায় স্থান করে নেয়। ব্যবসার পরিভাষাও বাঙালিদের ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবহার হতে হতে সময়ের সাথে ব্যবসার বাংলা পরিভাষায় স্থান করে নিয়েছে। মহাম্মদ দানীউল হকের কথা থেকে জানতে পারি প্রতিটি ভাষার জন্য পরিভাষার নতুন শব্দ সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

মহাম্মদ দানীউল হক আরও বলেছেন, " পরিভাষা হচ্ছে কোন জ্ঞানক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ধারণার সংজ্ঞার নাম; আর শব্দ হচ্ছে (vocabulary) যে কোন ভাষার রূপমূলীয় উপাদানের সমাহার। এ সব বিবেচনায় পরিভাষা পরিকল্পনার জন্য সমন্বয় (Co-ordination) ও সম্মতির (agreement) প্রয়োজন আছে। " [১১] (বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৫, মার্চ, ২০০৩ প্রকাশক, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ৫ ওল্ড সেক্রেটারিয়েট রোড, নিমতলী, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, পৃ: ২৫৮)। বাংলাপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত মহাম্মদ দানীউল হকের ভাষ্যমতে, কোন একটি শব্দ পরিভাষায় রূপ নিতে অনেক দিন সময় দরকার। বিশেষজ্ঞগণের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও সম্মতির প্রেক্ষিতে কোন শব্দ সেই ভাষার পরিভাষায় রূপ নেয়। তাহলে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলোও সকল নিয়মকানুন মেনেই ব্যবসায় শিক্ষার পরিভাষায় রূপ নিয়েছে। যেমন: "মূলধন, যোগান, চাহিদা, বাট্টা, সংগঠন, হিসাববিজ্ঞান, বিপণন ইত্যাদি"। [১২] (আফরোজা অদিতি, ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৪২৭/জুন২০২০ প্রকাশক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান,

পরিচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জতিক সংযোগ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০।, পৃ: ৮০, ৮৯, ৯১, ১১১)। উপরোক্ত পরিভাষাগুলো আফরোজা অদিতির লেখা "ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা" বই থেকে নেয়া হয়েছে।

W. M. Ryburn এর ভাষায় "The mother-tongue is at once a tool, a source of joy and happiness and knowledge, a director of taste and feeling and a means of using the highest powers that God has given us where we come closest to him; that is, our creative powers." [১৩] (W.M.Ryburn-The Teaching of Mother tongue, Oxford 1951 p.9) | W. M. Ryburn এর মতামত থেকে জানা যায় যে, মাতৃভাষাই মনের অনুভূতি প্রকাশের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আর মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার বড় মাধ্যম পরিভাষা। ব্যবসায় বিষয়বস্তু সহজ ও বোধগম্য করার জন্য মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইগুলো মাতৃভাষায় রচিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাংলা ভাষায় হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন-"শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজন স্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলাম। আজও তার পুনরাবৃত্তি করব।" [১৪] (শিক্ষার সাঙ্গীকরণ, রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী (১১ শ খণ্ড): জন্ম শতবার্ষিকী সং, পৃ. ৭০৫)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন। মাতৃভাষার সম্পদ হচ্ছে পরিভাষা। পরিভাষার উন্নয়ন ছাড়া মাতৃভাষার উন্নয়ন সম্ভব না। মাতৃভাষা যত সহজে কোন বিষয়বস্তু রপ্ত করা যায় অন্য কোন ভাষায় তা হয় না। তাই ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়বস্তু সহজ ও বোধগম্য করার জন্য মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইগুলো মাতৃভাষায় রচিত হয়েছে।

Pianta Robert.c. (1999) এক গবেষণায় প্রমাণ পান যে; "শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উন্নয়নে আমেরিকান শিক্ষকরা ব্যাপক প্রভাব রাখে। অর্থাৎ আমেরিকান শিক্ষকরা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের সাথে সব বিষয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে, তাদের মধ্যে থাকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, তারা একে অপরের নাম ধরে ডাকে, সেখানে কোন ভীতসন্ত্রস্তমূলক মনোভাব থাকে না।" [১৫] (Pianta, Rpbert.C. (1999), "Enhancing Relationship Between Childrens and Teachers."Washington D.C. American Psychological Assossiation.)। Pianta Robert এর গবেষণা থেকে জানা যায়, আমেরিকান শিক্ষকগণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ককে গুরুত্ব দেন। যেমন-শিক্ষার্থীদের সাথে সব বিষয়ে খোলাখুলি আলেচনা করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে। সেখানে কোন ভীতিমূলক মনোভাবের সুযোগ থাকে না। দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষকগণের ভূমিকার কারণে শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম সহজ হয়। শিক্ষকই পারেন কোন বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে। যা শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। শিক্ষক সহজেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্নে যোগযোগ গড়ে তুলতে পারেন। তাই বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়ে নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করতে পারেন। শিক্ষকের ভূমিকা ছাড়া শিক্ষার মূল লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

এম.এ.কাদের "শিক্ষাক্রম-তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক" বইতে বলেছেন "যোগাযোগ ঘনিষ্টতর করার প্রধান সহায়ক হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির যোগাযোগ সৃষ্টির ফলে ব্যক্তির চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়। ভাষাই ব্যক্তির নিকট চিন্তাশক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে যায়।" [১৬] (এম.এ কাদের , "শিক্ষাক্রম-তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক" (দ্বিতীয় সংস্করণ), হাবিবা কাদের: ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃ:৯৪।) এম.এ কাদেরের লেখা থেকে বোঝা যায় যে, ভাষা হলো ঘনিষ্টতর যোগাযোগ করার প্রধান সহায়ক। কোন ভাষাই সয়ংসম্পূর্ণ নয়। ভাষাকে উন্নত করে

শব্দভাণ্ডার বা পরিভাষা। সুতরাং পরিভাষার মাধ্যমেই ভাষার সাথে সহজ যোগাযোগ সম্ভব। মাতৃভাষা মনের ভাবপ্রকাশ করতে ও চিন্তাশক্তির বিকাশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমেই সঠিক যোগাযোগের সম্ভব। সুতরাং, শিখন-শেখানো কার্যক্রমে মাতৃভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (শহীদুল্লাহ-রচনাবলী, ১৯৯৪) বলেছেন-

> মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া পরাণ আকুল করে? মাতৃভাষা, ব্যতীত আর কোন ভাষার ধ্বনির জন্য প্রবাসীর কান পিয়াসী থাকে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষায় কল্পনা-সুন্দরী তাহার মনমজান ভাবের ছবি আঁকে? কাহার হৃদয় এত পাষাণ যে মাতৃভাষার অনুরাগ তাহাতে জাগে না? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিলাম। পারস্য আরবের ধর্মের নিকট মাথা নীচু করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই, শুধু লইয়াছিল তাহার ধর্মভাব আর কতকগুলি শব্দ। [১৭] (শহীদুল্লাহ রচনাবলী, (প্রথম খণ্ড), ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পাণ্ডুলিপী: সংকলন উপবিভাগ, প্রকাশক-শামসুজ্জামান খান, পরিচালক-গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০, পৃ:৫)।

শহীদুল্লাহ-রচনাবলী থেকে পাওয়া, মাতৃভাষা মানুষের মনকে জাগ্রত করে এবং এর মাধ্যমেই মানুষ সহজে কোন বিষয়বস্তু শিখতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, মাতৃভাষার উন্নতি ছাড়া জাতি কখনও বড় হতে পারে না। অন্য দেশ থেকে অনেক কিছু নেয়া যেতে পারে কিন্তু অন্য দেশের মাতৃভাষা কেউ নিতে রাজী হয় না। এর বড় উদাহরণ-বাংলাদেশ। উর্দুভাষাকে মাতৃভাষা না করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন বাঙ্গালীরা। ভাষা একটা জাতির প্রাণ ভোমরা, বিজলী বাতির মতো। ভাষা জাতিকে আলো জ্বালায়-আলো ছড়ায়-স্বপ্ন আর পথ দেখায়। মাতৃভাষাকে সম্মৃদ্ধ করে মাতৃভাষা সম্পর্কিত পরিভাষা। সুতরাং, বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষার মাধ্যমেই যোগযোগ ও চিন্তাশক্তির বিকাশ লাভ ঘটাতে পারে।

মাতৃভাষাতেই শিখন-শেখানো কার্যক্রম সহজ হয়। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর শিখন-শেখানো কার্যক্রম মাতৃভাষাতেই হয়ে থাকে। অধ্যাপক সত্য গোপাল মিশ্র 'বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি' বইতে উল্লেখ করা হয়,

> শিশুর শিক্ষাসূচীতে ভাষার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভাষা ভাবচিন্তার ধারক এবং ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই অনুভূতি, মনোভাব, রূপকল্পনা, মৌখিক, লিখিত বা ভাষার অন্য প্রকার প্রকাশের ভিতর দিয়া যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করে, ভাষার উপর সাবলীল অধিকার ছাড়া চিন্তার যথাযথ প্রকাশ বা মনের ভাবের স্বচ্ছতা কখনই সম্ভব নয়। তা ছাড়া ভাষার মাধ্যমেই শিশুকে তাহার দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা ভাবনার সহিত পরিচিত করানো হয়। ইহার ভিতর সে খুঁজিয়া পায় সুরুচি সৌন্দর্য প্রকাশের পথ, আনন্দের উৎস এবং সৃজনাত্মক উপাদান। যথাযোগ্যভাবে মাতৃভাষা শিক্ষাদানই সব শিক্ষার ভিত্তি, কারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোহর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ দানই বহুলাংশে ইহার উপর নির্ভর করে। [১৮] (অধ্যাপক সত্যগোপাল মিশ্র, "বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি", সপ্তম সংস্করণ, সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৪, পৃ: ৩০।)

অধ্যাপক সত্য গোপাল মিশ্রের মতে, সঠিকভাবে মাতৃভাষা শিক্ষাদানই সব শিক্ষার ভিত্তি। তাহলে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সহজ হবে। শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সহজে ও আনন্দচিত্তে উপভোগ করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেভাবে সাবলীলভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে তা অন্য ভাষায় সম্ভব নয়। এ থেকে বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ব্যবসার বিষয়বস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা অনেক সুবিধা ও সাহায্য করে থাকে। বাংলা পরিভাষাকে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষার আদলে পাচ্ছে।

মুহাম্মদ আবদুশ শাকুর "মাতৃভাষা পুস্তকের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন কৌশল" বইতে উল্লেখ করেছেন "পাঠ্যপুস্তক একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ। বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানার্জনে সহায়ক তত্ত্ব ও তথ্যাদি হৃদয়গ্রাহী রূপে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।" [১৯] (মুহাম্মদ আবদুশ শাকুর, "মাতৃভাষা পুস্তকের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন কৌশল", বাংলা একাডেমি, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ ঢাকা, জুন ১৯৯৪ পৃ: ১০।) মুহাম্মদ আবদুশ শাকুরের "মাতৃভাষা পুস্তকের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন কৌশল" বইতে উল্লিখিত লেখা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, পাঠ্যপুস্তক একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ। শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে সহায়ক তত্ত্ব উপস্থাপন করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের নিকট তাদের পাঠ্যবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ। মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ পাঠ্যবইয়ে বাংলা পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। মাতৃভাষা ও বাংলা ভাষার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষায় অভ্যস্ত। মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবই বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেহেতু ব্যবসার পাঠ্যবই বাংলা ভাষায় রচিত তাই ব্যবসার বাংলা পরিভাষা পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ব্যবসার বিষয়বস্তু বুঝতে সুবিধা হয়।

"মানুষের ভাষা তার প্রাণের মতোই মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কেননা ভাষা একটি ব্যক্তির অন্তরের অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে যা মানুষে মানুষে সংযোগ ঘটায়, চিত্তের চিন্তা চেতনার অবয়ব প্রদানে সহায়তা করে এবং শিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনের জন্যে বিশ্বের অন্যান্য ভাষা শেখা হলেও মাতৃভাষার মত জানা বা শেখা সম্ভব হয় না। উন্নত জীবনের জন্যে তাই ভাষা শেখাও অপরিহার্য বিষয়।" [২০] (প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০, উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা, বাংলাদেশ: শিক্ষা মন্ত্রনালয়, পৃষ্ঠা-৩৪।) উল্লিখিত প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় যে, ভাষা মানুষের চিন্তা চেতনা প্রকাশে সহায়তা করে এবং শিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর ভাষাকে সহজ করার জন্য সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে পরিভাষা। পরিভাষার শব্দগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পণ্ডিতগণ পারিভাষিক শব্দ নির্ধারণ করে থাকেন। সুতরাং, বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসার বিষয়ভিত্তিক বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসার বিষয়বস্তু বুঝতে সুবিধা হয়।

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষকের ভূমিকা রয়েছে অনেক। এম.এ.ওহাব "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন" বইতে-

> শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শ্রেণি শিক্ষকের দায়িত্ব: শিক্ষাক্রমে বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে শ্রেণি কক্ষে বিষয় শিক্ষকের উপর। কারণ তিনিই শিক্ষাক্রমের কাঙ্খিত বিষয়বস্তু পাঠদানের মাধ্যমে মূল লক্ষ্যদল শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরেন। এ লক্ষ্যে শ্রেণি শিক্ষককে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সমর্থকরণে শিক্ষাক্রমের যে দিকটি তিনি পালন করবেন তা পুরোপুরিভাবে হাতে কলমে বুঝিয়ে ও শিখিয়ে দেওয়া। [২১] (এম.এ.ওহাব মিয়া, "শিক্ষক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন," প্রকাশক বাংলা একাডেমি, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৪-২০০৫, পৃ:১৮২,১৮৩)।

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এম.এ.ওহাব মিয়ার বই থেকে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শ্রেণি শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে লেখা থেকে বুঝতে পারি একজন বিষয় শিক্ষককে এইরূপ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাহলে একজন বিষয়ে শিক্ষক তাঁর বিষয় সম্পর্কে পারদর্শিতা লাভ করতে পারবে। তাঁর পারদর্শিতার জন্যই শিখন-শেখানো কার্যক্রম উন্নত হবে। ফলে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কক্ষে পড়া বুঝতে সুবিধা হবে। তাই মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকগণকে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে। তাহলে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায়

শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার ব্যবহার বুঝতে সাহায্য করবে। তাঁর বইতে আরও পাওয়া যায়

> মূল্য যাচাই পরিমাপ অপেক্ষা ব্যাপক। মূল্য যাচাই পরিমাপের তথ্যকে বিশ্লেষণের পর প্রতিনিধিত্ব তথ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষক অভীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত অবিন্যস্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ পূর্বক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্য। মান নির্ণয় করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একটি স্কুল একজন শিক্ষার্থীর নৈতিক বিকাশ সম্পর্কে কয়েক বছরের পর্যবেক্ষণ সাক্ষাৎকার,কার্যসম্পাদন, পরীক্ষার ফল ও অন্যান্য বিষয়ের পরিমাপ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ণয় করা হয়। পরিমাপের ব্যবহৃত অভীক্ষাসমূহ মূল্য যাচাইয়ের ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে যেটি প্রযোজ্য সেটি বা সেগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। [২২] (এম.এ.ওহাব মিয়া-শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন, প্রকাশক-বাংলা একাডেমি ঢাকা,নভেম্বর ২০০৪-২০০৫, পৃ:১৯২)।

এম.এ.ওহাবের মূল্য যাচাই লেখা থেকে বলতে পারি যে, শিক্ষণ-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষার্থীরা কতটুকু সুবিধা পাচ্ছে কতটুকু অসুবিধা বোধ করছে তা জানার জন্য সঠিক অভীক্ষা, সঠিক মূল্য যাচায়ের ধরন ও প্রকৃতি অনুসরণ করতে হবে। প্রতিটি শ্রেণিতে আলাদা আলাদা অভীক্ষা, মূল্য যাচাইয়ের ধরন ও প্রকৃতি ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রথম ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের সাথে পরিচিত হয়। তাদের কাছে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো নতুন থাকে। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তাদের অভীক্ষা, মূল্য যাচাইয়ের ধরন ও প্রকৃতি ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের দশম শ্রেণি শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা হবে। কারণ ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো কিছুটা পরিচিত হয়ে যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রম একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের অভীক্ষা, মূল্য যাচাইয়ের ধরন ও প্রকৃতি আলাদা হবে। মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়। পূর্বে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ছাড়া শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিরূপণ সম্ভব নয়। মূল্যায়ন ফলাফলের মধ্যে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিমাণগত ও গুণগত দিক তো রয়েছে সাথে রয়েছে ঐ আচরণ কতটা বাঞ্ছনীয় তার মূল্য বিচার। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিখার উদ্দেশ্য পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কারণ পূর্বে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ছাড়া শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিরূপণ সম্ভব নয়। তাই মূল্যায়নের মাধ্যমেই ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিরূপণ সম্ভব হবে।

> শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল অনেক ধরনের। এর কয়েকটি শিক্ষককেন্দ্রিক এবং কয়েকটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষালাভে সহায়ক। সব পদ্ধতিরই কমবেশি সুবিধা ও অসুবিধা আছে। এমন কোনো পদ্ধতি বা কৌশল নেই যেটি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমভাবে উপযোগী বা সব ধরনের বিষয়বস্তুর জন্য উপযোগী। শিক্ষকের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের উপর দক্ষতা এবং শ্রেণি ও পাঠ উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশলের যথাযথ প্রয়োগের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শিখন সাফল্য। এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে একটি পাঠ পরিচালনায় শিক্ষককে একটি পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হবে। তাই শিক্ষকদের বহু পদ্ধতির উপর দক্ষতা থাকা আবশ্যক। [২৩] (জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, ব্যবসায় উদ্যোগ, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০১২, ১১৩-১১৪, নয়াপল্টন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, পৃ:১৬।)

সুতরাং মূল্যায়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ সম্ভব। জাতীয় শিক্ষাক্রম থেকে জানা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হলো শিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ণয় করা। অর্থাৎ শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত

পূর্ব নির্ধারিত শিখনফল ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থী কতটা অর্জন করেছে তা নিরূপণই ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন।

একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হলো শিক্ষাক্রম। ভাল ও উন্নত শিক্ষাক্রম এর উপর নির্ভর করছে সেই দেশের ভবিষ্যৎ। একটি দেশের শিক্ষার্থীরা কোন বয়সে কি শিখবে, কতটুকু শিখবে, কিভাবে শিখবে, সেই শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করবে তা শিক্ষাক্রমে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা থাকে। শিক্ষাক্রম নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রসঙ্গে Allan C. Ornstein, Francis P. Hunkins বলেছেন (Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, seventh edition)

> Develop a program for continuous curriculum development, implementation and evaluation. Balance different subject areas and grade levels, and integrate them into the total curriculum. Pay close attention to scope and sequence by subject and grade level. Understand current research in teaching and learning as well as new programs relevant to target students. [২৪] (Allan C. Ornstein, Francis P. Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, seventh edition, pearson Education Limited 2018, Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England, page: 37, 38)

ধারাবাহিকভাবে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের জন্য একটি প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে। পাঠ্যক্রমকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্র এবং গ্রেড স্তরের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে এবং এগুলিকে মোট পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। বিষয় এবং গ্রেড স্তর অনুযায়ী সুযোগ ও মনোযোগ দেয়া উচিত। পাঠ্যক্রমকে উন্নত করা একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি বা প্রোগ্রাম। এটি একটি চলমান পদ্ধতি। পাঠ্যক্রমকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সঠিক দিক নির্দেশনা থাকতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপর গবেষণা করে পাঠ্যক্রমের দিক-নির্দেশনা নির্ধারণ করতে হবে। এখান থেকে বোঝা যায়, শিক্ষাক্রমে শিখন-শেখানো পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষে জ্ঞান অর্জন করে সেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা, শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ, বিষয়বস্তু সঠিক ধারণা নেওয়া, সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি, সহ সকল বিষয়ে পরিকল্পনা থাকতে হবে। শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন চলমান প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্রমে প্রতিটি বিষয় চিন্তা করে কাজ করা হয়। শিক্ষার্থীর শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করে কোন বিষয়ে কি কি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করবে তা জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ তে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম, ব্যবসায় উদ্যোগ, নবম ও দশম শ্রেণির বইতে উল্লেখ আছে-

> মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে চলেছে দ্রুত গতিতে। ব্যবসায়ের এরূপ প্রসারের ফলে শুধু উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থারই উন্নতি হয়নি, সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নয়ন ঘটেছে এবং সৃষ্টি হয়েছে কর্মসংস্থানের অপার দিগন্ত। ব্যবসায়কে তাই মানবসভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের সেতুবন্ধন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। [২৫] (জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, ব্যবসায় উদ্যোগ, হিসাববিজ্ঞান , ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং নবম -দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০১২, নাহিদ এড, এন্ড প্রিন্টিং, ১১৩-১১৪ নয়াপল্টন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। পৃ:২৫।)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ তে উল্লেখ আছে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবই থেকে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ থেকে জানা যায়, নিম্নমাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের এই প্রান্তিক যোগ্যতা সঠিকভাবে অর্জন করা তখনই সম্ভব হবে যখন শিখন কার্যক্রম সঠিকভাবে হবে। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রম সঠিক হতে হলে ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়, যেমন: ব্যবসায় উদ্যোগ, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন এর বিষয়বস্তু ভাল করে বুঝতে হবে। বিষয়বস্তু ভালভাবে বোঝার জন্য উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়বস্তু তুলে ধরার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং পরিভাষা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ও সঠিক ধারণা থাকবে না। বিষয়বস্তু ঠিক করে না বুঝলে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করাও সম্ভব হবে না। তাই জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ সফল করার জন্য ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা পরিভাষা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। ভাষায় পারিভাষিক শব্দ ব্যাবাহরের সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। কোন শব্দটি পারিভাষিক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং কোন শব্দটি হবে না সে বিষয়ে ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম ও নেই। এ প্রসঙ্গে ডা. নৃপেন ভৌমিক (চিকিৎসা-পরিভাষা অভিধান-২০০১) এ পাওয়া যায়-

> বাংলা ভাষায় নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিনিয়তই ঘটছে। এই নতুন শব্দসৃষ্টি ও তার ব্যবহারের ব্যাপারটা প্রথমে গোলমেলে ঠেকে তারপর এই অপরিচিত শব্দ অনেকদিন ধরে ব্যবহার করলে আস্তে আস্তে মনের খটকা কেটে যায়। নিয়মিত অভ্যাসই অবশ্য এই অপরিচিত শব্দের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ও আলিঙ্গন ঘটায়। পরিভাষা নির্মাণে ব্যাকরণগত উৎপত্তির জটিলতা এড়িয়ে এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সুবিধা, সরলতা ও শ্রুতিমুখরতার দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। [২৬] (ডা. নৃপেন ভৌমিক, চিকিৎসা-পরিভাষা অভিধান, জানুয়ারি-২০০১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, পৃ: ৩)।

ডা. নৃপেন ভৌমিক এর কথা ধরে বলা যায়, অন্য ভাষার মত বাংলা ভাষাতে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিনিয়তই ঘটছে। এই নতুন শব্দের সৃষ্টি ও এর ব্যবহার প্রথম দিকে একটু এলোমেলো মনে হয় কিন্তু ব্যবহার করতে করতে শব্দটি পরিচিত হয়ে যায় এবং মনে দাগ কেটে যায়। এভাবেই শব্দটি পরিভাষার স্থান লাভ করে নেয়। আবার অনেক শব্দ পারিভাষিক হলেও অবলীলায় সাধারণ শব্দসম্ভারে স্থান লাভ করতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পাঠ্যবইয়েও অনেক শব্দ বাংলা পরিভাষা হিসেবে শব্দসম্ভারে স্থান লাভ করেছে। যেমন: 'হিসাব' এই শব্দটিকেই দুইভাবে দেখতে পাই। একটি পারিভাষিক ব্যবহার যেমন- প্রতিটি হিসাবের ক্রমাগত হ্রাস-বৃদ্ধি এবং নিদির্ষ্ট সময় অন্তর প্রতিটি হিসাবের নিট পরিমাণ জানা প্রয়োজন। এখানে 'হিসাব' দুটো পারিভাষিক শব্দ। একটি সাধারণ ব্যবাহার যেমন- পারিবারিক অর্থায়ন পরিচিত ব্যক্তি, বন্ধু-বান্ধব থেকে অর্থ ঋণ হিসাবে নেওয়া যায়। এখানে 'হিসাব' সাধারণ শব্দ সম্ভারে স্থান লাভ করেছে।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই পারিভাষিক রূপ রয়েছে। বাংলায় ও তার ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীর সব ভাষাতেই বিদেশি ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। সে কারণেই বিদেশি ভাষাকে আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে দেশি ভাষার প্রতিরূপ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছে। মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সরকার (জুলাই ২০১৮) "ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি" তে বলা হয়েছে-

> পরিভাষার ইংরেজি প্রতিশব্দ (Terminology) যার বাংলা রূপ পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ। পারিভাষিক শব্দ বলতে এমন এক ধরনের শব্দ বা শব্দবন্ধ বা শব্দাবলিকে বোঝায় যার অর্থ যে ভাষায় প্রয়োগ হবে সে ভাষার পন্ডিতগণ গভীর চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প দর্শন, সাহিত্যে প্রয়োগ করলে অর্থবোধে

কোন সংশয় থাকে না। পরিভাষা সত্যিকার অর্থে বিশেষ ভাষা হিসেবে পরিগণিত।[২৭] (মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সরকার, ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, প্রথম সংস্করন: জুলাই ২০১৮, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ: ৪৫৮)।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সরকার এর কথা থেকে বোঝা যায় যে, পরিভাষা বিশেষ ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমন: চিকিৎসার পরিভাষা, ব্যবসার পরিভাষা, আইনের পরিভাষা, ইত্যাদি। তাহলে এক একটি বিষয় বোঝানের জন্য আলাদা আলাদা পরিভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যবসায় কে বোঝানোর জন্য ও আলাদা পরিভাষা ব্যবহার হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের ব্যবসার বিষয় সঠিকভাবে বোঝানোর জন্য। নিশ্চয়ই ব্যবসার বিষয়ের পন্ডিতগণ গভীর চিন্তা-ভাবনা করে ব্যবসার শিক্ষার পরিভাষা স্থির করেছেন এবং ব্যবসায় ও ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে অর্থবোধ কোন সংশয় যেন না থাকে। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন সঠিক হয় ও বিষয়বস্তু বুঝতে যেন সহজ হয়। বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক কথা বলতে গিয়ে মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সরকার (২০১৮) আরও বলেছেন-

> ইংরেজরা এদেশের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত্ব করার পরে বিচার কার্যের জন্য জেলায় জেলায় দেওয়ানি আদালত নির্মাণ করে। আইনকে সংহত করার জন্য ব্রিটেন থেকে পরিপত্র, নির্দেশ ইত্যাদি আসতো। বিদেশি সেই রেগুলেশন আমাদের দেশি ভাষায় অনুবাদ ও মূদ্রণের নির্দেশ থাকতো। ফলে আইন অনুবাদ আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং সাথে সাথে পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে যাঁদের অবদান সর্বাগ্রে তারা হলেন: অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর, ত্রিবেদী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধায়, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। ১৯৪৭ সালের পরে বাংলা ভাষার আবিভার্বে আরও পরিভাষা প্রণয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে বাংলা একাডেমি এবং বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজন মতো পরিভাষা প্রণয়ন করে ব্যবহারিক জীবনে গতি আনে। যে তিনজন সে আমলে পরিভাষাকে আধুনিকীকরণ করেছেন তাঁরা হলেন মুহাম্মদ আবদুল হাই, ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান। পরবর্তীতে এ সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউটের খ্যাতিমান অধ্যাপক মনসুর মুসা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানী ড. মনিরুজ্জামান সমস্যা তুলে ধরেন।[২৮] (মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সরকার, ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, প্রথম সংস্করন: জুলাই ২০১৮, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা. পৃ: ৪৫৮)।

এখান থেকে ধারণা পাওয়া যায় ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাংলা ভাষায় আরও পরিভাষা প্রণয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পারিভাষিক এমন শব্দ তা যে ভাষায় প্রয়োগ হবে সে ভাষার পন্ডিতগণ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করেন। সত্যিকার অর্থে বিশেষ ভাষা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে কিনা তা দেখেন। বিষয়ভিত্তিক বিষয়বস্তু উপস্থাপন করছে কিনা। এভাবেই পরিভাষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ বাংলা একাডেমি এবং বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজন মতো পরিভাষা প্রণয়ন করে ব্যবহারিক জীবনে গতি এনেছে। তেমনি মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে পণ্ডিতগণ দ্বারা নির্বাচিত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে।

নিয়ম মেনে পরিভাষা সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে কানাইলাল মুখোপাধ্যায় (রসায়নের পরিভাষা, জানু-২০০১) তে বলেছেন,

> বাংলায় বিজ্ঞানের বই যিনি লিখবেন তিনিই উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দটি নির্বাচন করবেন বা সৃষ্টি করবেন। কারণ পরিভাষা করলেই হবে না, সেটা বিভিন্ন পদে (বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি) পরিবর্তনযোগ্য কিনা তা কেবল ব্যবহার করেই বোঝা যাবে এবং তা করবেন স্বয়ং লেখক। এ কাজ কখনই সংকলকের উপর বর্তায় না। পারিভাষিক শব্দটি হবে ছোট, অর্থবহ এবং সরল। এছাড়া শ্রুতিমধুর, সহজবোধ্য এবং বিভিন্ন পদে রূপান্তর যোগ্য। পারিভাষিক শব্দ সংকলন ও চয়ন একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।[২৯] (কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, রসায়নের

পরিভাষা, জানু-২০০১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৬-এ রাজ্য সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, আর্য ম্যানসন্ (নবম তলা), কলিকাতা ৭০০০১৩, পৃ: vi, ix)।

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের কথা থেকে জানা যায় যে, যিনি বই লিখবেন তিনিই উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দটি নির্বাচন করবেন। পরিভাষা করলেই হবে না সেটা বিভিন্ন পদে পরিবর্তনযোগ্য কিনা তা ব্যবহারের পর জানা যাবে। এটা পরীক্ষা করবেন লেখক নিজে। পারিভাষিক শব্দটি ছোট ও অর্থবহ হতে হবে। এটি সংকলন ও চয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। পরিভাষা থেমে বা শেষ হওয়ার কোন ব্যাপার নেই। সুতরাং বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ে বাংলা পরিভাষা সংকলন ও চয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। সময়ের সাথে সাথে ব্যবসার প্রয়োজনে আরও অনেক বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার হতে পারে।

বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় (পরিভাষা কোষ, জানু-২০১০) বলেছেন, " যে সকল ইংরেজী পরিভাষা নির্বাচন করা হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশেরই কোন বাংলা পরিভাষা নাই। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই নতুন বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এই বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করা হইয়াছে ইংরেজী পরিভাষায় অর্থ অনুযায়ী; অর্থাৎ ইংরেজী পরিভাষার অর্থ যাহাতে বাংলা পরিভাষার মধ্যে প্রকাশ পায় সেইভাবেই বাংলা পরিভাষা গঠন করা হহয়াছে।"[৩০] (সুপ্রকাশ রায়, পরিভাষা কোষ, ইতিহাস অর্থনীতি রাজনীতি সমাজতত্ত্ব দর্শন, প্রকাশক, অরুণকুমার দে, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,৪৩, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, জানুয়ারি, ২০১০,পৃ: ৫)। সুপ্রকাশ রায় এর মতে, অনেক ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা না থাকায় ইংরেজি পরিভাষা নির্বাচন করা হয়। এ ক্ষেত্রে নতুন বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। ইংরেজি পরিভাষার অর্থ অনুযায়ী নতুন বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়। এখানে ইংরেজি পরিভাষার অর্থটা বাংলা পরিভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এভাবেই অনেক বাংলা পরিভাষা গঠন করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে কিছু ইংরেজি শব্দ ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এই ইংরেজি শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য। কিছু বাংলা পরিভাষা কঠিন মনে হওয়ার জন্য কিছু ইংরেজি শব্দ ও ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক পরিভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে ধীমান দাশগুপ্ত (পরিভাষাকোষ, ফেব্রু-২০১৩) বলেছেন- " পরিভাষা বলতে নিছক কলাকৌশলগত শব্দাদি নয়; প্রায়োগিক, প্রাকরণিক, পদ্ধতিগত ও তাত্ত্বিক সেইসব ধ্যানধারণা ও রীতিনীতি যা শিল্পকর্মকে বিষয়গত, আঙ্গিকগত ও প্রতিন্যাসগত ভাবে; এবং শিল্পে রূপারোপকে সামগ্রিকভাবেই; চালিত, নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শব্দ ভাষায় আসে, ও একইভাবে আসে পরিভাষা।" [৩১] (ধীমান দাশগুপ্ত, পরিভাষাকোষ, সিনেমা ও অন্যান্য দৃশ্যশিল্পমাধ্যম, প্রকাশ-সুজন প্রকাশনী ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩, পৃ:১,২) ধীমান দাশগুপ্তের কথা প্রসঙ্গে বলা যায়, পরিভাষা শুধু শব্দাদি নয়, এটি পদ্ধতিগত ও তাত্ত্বিক সেইসব ধ্যানধারণা ও রীতিনীতি যা ঐ বিষয়বস্তুকে সামগ্রিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। সুতরাং, বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো পদ্ধতিগত ও তাত্ত্বিক। এই বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসার বিষয়বস্তুকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। তাহলে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো পদ্ধতিগত ও তাত্ত্বিক।

ড. হায়াৎ মামুদ, প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন (২০১৫) তাঁদের বই- "বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি" থেকে পরিভাষা সৃষ্টির পটভূমি সম্পর্কে উল্লেখ আছে

> বাংলা ভাষার এ পরিভাষা একদিনে হয়নি। প্রায় দু'শ বছর সময় ধরে এরুপ পরিভাষা আমাদের ভাষায় নতুন নতুন ভাবে সংযোজিত হচ্ছে। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক কারণে ও পৃথিবীব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে বাংলা ভাষার পারিভাষিক শব্দের অব্যাহত সংযোগ ঘটছে। একটি জীবন্ত ও প্রবাহমাণ ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা এ সব শব্দ নিজের শব্দভান্ডারে ও ভাষাশৈলীর গঠনে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। প্রখ্যাত ধ্বনিবিজ্ঞানী ও ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন- "বাংলা ভাষার গতিপ্রকৃতির দিকে এবং বোধগম্যতার দিকে লক্ষ রেখে আমাদের পরিভাষা নির্মাণ করতে হবে। " সুতরাং বাংলা ভাষায় পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সহজেই

বোঝা যায়। বাংলা ভাষায় পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অক্ষয় কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু,ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়- তাঁদের মতামত যেমন জানিয়েছেন তেমনি বাংলা ভাষায় নতুন পরিভাষাও সৃষ্টি করেছেন। ১৯৪৭ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান ও পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রয়োজন আরও গুরুত্ব পায়। [৩২] (ড. হায়াৎ মামুদ, প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, "বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি," প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৫, দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস-ঢাকা, পৃ: ১৬৭)।

এ থেকে বোঝা যায় অনেকদিন যাবৎ আমাদের মাতৃভাষায় বাংলাপরিভাষা নতুন নতুন ভাবে যোগ হয়েছে এবং হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কারণে বাংলা পরিভাষার শব্দের চলমান সংযোগ ঘটছে। ভাষা তার প্রয়োজনেই পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করে নেয়। এভাবেই অব্যবহৃত প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে। ব্যবসার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাথে ব্যবসার বাংলা পরিভাষার শব্দের চলমান সংযোজন হচ্ছে। এভাবে ব্যবসায় শাখার ক্ষেত্রেও নতুন নতুন বাংলা পরিভাষা স্থান করে নিচ্ছে। যা ব্যবসার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রসারিত করছে।

বাংলা পরিভাষা নির্মাণের ইতিহাস নিয়ে ড. হায়াৎ মামুদ, ড. মোহাম্মদ আমীন তাঁদের বই " প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি" (প্রকাশ ২০১৯) তে উল্লেখ করেছেন-

ডাইজেষ্ট অব হিন্দু ল (১৭৭৬-১৭৯৮) প্রণয়নে সংস্কৃত থেকে ইংরেজি পরিভাষা নির্মাণের সূচনা ঘটে। বাংলায় পরিভাষা নির্মাণের গোড়াপত্তন হয় ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে জনাথান ডানকানের "হইবার কারণ ধারার নিয়ম" বাংলা ভাষায় বাংলা হরফে প্রকাশ হওয়ার মধ্য দিয়েই বাংলা পরিভাষার সূচনা হয়। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগ এটি পরিণতরূপ লাভ করে। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি ও ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। এ সংস্থা দুটোর মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিভাষা সম্পর্কিত ধারণার সূচনা ঘটে। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত মুহম্মদ আবদুল হাই-এর "আমাদের পরিভাষা সমস্যায় সংস্কৃতির স্থান" এবং ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র " আমাদের পরিভাষা সমস্যা" প্রবন্ধ দুটি পরিভাষার বিকাশসাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে পরিভাষা প্রণয়নে যে তিনজন মনীষীর নাম স্মরণযোগ্য, তাঁরা হলেন: মুহম্মদ আবদুল হাই, ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সৈয়দ আলী আহসান। [৩৩] (ড. হায়াৎ মামুদ, ড. মোহাম্মদ আমীন, "প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি প্রকাশ ২০১৯ খ্রি. পুথিনিলয় ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০,পৃ:১৫৫।)

উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বাংলা পরিভাষা একদিনে তৈরী হয়নি। প্রায় দুই থেকে আড়াইশ বছর সময় ধরে বাংলা পরিভাষা আমাদের ভাষায় নতুন নতুন ভাবে সংযোজিত হচ্ছে। ইংরেজ শাসক্ষমতার সময় তাদের রেগুলেশন আমাদের দেশি ভাষায় অনুবাদ ও মূদ্রণের নির্দেশ থাকতো। এই কারণে পরিভাষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পরিভাষা ছাড়া সঠিক যোগাযোগ সম্ভব নয় বলেই পরিভাষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এভাবে পরিভাষা সৃষ্টির তাগিদ তৈরি হয়। তাহলে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ব্যবসায় শিক্ষা বই এর ভাববস্তু বোঝার জন্য বাংলা পরিভাষার প্রয়োজন। ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবই ও ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিক যোগাযোগ স্থাপন করে দিচ্ছে বাংলা পরিভাষা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পারিভাষিক শব্দ, শব্দ, বিদেশি শব্দ প্রত্যেকটি আলাদা। মাতৃভাষার প্রয়োজনে ব্যবহার করা বিদেশি বা দেশীয় সাধারণ শব্দের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ। সেই শব্দগুলো অন্য যে কোন ভাষার হতে পারে। যেমন-ইংরেজি, ফারসি, হিন্দি,উর্দু ইত্যাদি। পারিভাষিক শব্দ বিষয়ভিত্তিকভাবে নির্ধারিত শব্দ হয়। এই শব্দগুলো পণ্ডিতগণ বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় তার আলোকে নির্ধারণ করে থাকেন। পণ্ডিতগণ ব্যবসার প্রয়োজনে বা ব্যবসার বিষয়বস্তু বোঝানোর জন্য ব্যবসা বিষয়ক পরিভাষা নির্ধারণ করেছেন। যেমন: "বাজারজাতকরণ, হিসাবরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, তারল্যনীতি, মুনাফানীতি, লভ্যাংশ নীতি ইত্যাদি"। [৩৪] (আফরোজা অদিতি, ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৪২৭/জুন২০২০ প্রকাশক ড. মোহাম্মদ মিজানুর

রহমান, পরিচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জতিক সংযোগ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০।, পৃ: ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৩৮।) উক্ত পরিভাষাগুলো আফরোজা অদিতির লেখা "ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং" পরিভাষা বই থেকে নেয়া হয়েছে।

পরিভাষা-উইকিপিডিয়া (bn.m.wikipedia.org) visited page on 2/17/2020) থেকে পাওয়া

> যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোন বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তাকেই পরিভাষা বলা হয়। শব্দ হল যে কোন কিছুর নাম বা তাকে ভাষায় প্রকাশ করার উপায়, প্রতিশব্দ হল সমার্থক শব্দ, কিন্তু পরিভাষা পুরোপুরিই সংজ্ঞা বাচক। এর অর্থ ব্যাপক। একটি পরিভাষা একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞাকে নির্দেশ করে। শব্দের অর্থ এবং পরিভাষা অর্থ ভিন্ন বা একেবারে বিপরীত হতে পারে। যেমন: বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। সংস্কৃতে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ ছিল ঈশ্বরানুভব, অপরোক্ষ জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। কিন্তু বাংলায় এটি ইংরেজি Science শব্দের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই বাংলায় বিজ্ঞান শব্দের অর্থ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোন বিষয়ে ক্রম অনুসারে লব্ধ জ্ঞান। ঈশ্বরানুভূতি এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান একেবারে বিপরীত। দেখা যাচ্ছে, পরিভাষার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এটিই বর্তমানে একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার জন্ম দিয়েছে। [৩৫] (w https://bn.m.wikpedia.org) visited page on 2/17/2020) .

এখান থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, পরিভাষা কোন বিষয়ের বিষয়বস্তুকে নির্দিষ্টভাবে তুলে ধরে। একটি শব্দ সাধারণ শব্দে ও পারিভাষিক শব্দ দুইভাবেই ব্যবহার হতে পারে। আবার তাদের অর্থ ভিন্নও হতে পারে। ভাষার সুবিধার জন্য, কোন বিষয়বস্তুকে সহজ করার জন্য পরিভাষার এরকম ব্যবহার হয়। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইতেও এরকম অনেক পরিভাষার ব্যবহার পাওয়া যায়।

লেখক নৃপেন ভৌমিক (বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান) থেকে পাওয়া যায়,

> পরিভাষা হচ্ছে বিষয়সমূহের অধ্যয়ন ও তার ব্যবহার। অভিধানে পরিভাষার অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থ্যাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোন বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তাই পরিভাষা। সাধারণত পরিভাষা বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলি বোঝায় যার অর্থ পন্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না। অন্যভাবে বলা যায়, সুনির্দিষ্ট সংক্ষেপার্থ সংশয়মুক্ত শব্দই হলো পরিভাষা। সহজভাবে বললে, বিশেষ ভাষা। বিদেশি ভাষার বিভিন্ন শব্দের স্বাদ, গন্ধ, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, সম্পর্ক, অর্থ ইত্যাদি অনুসারে বাংলা শব্দে রূপ দেয়া হয় তাকে পারিভাষিক শব্দ বলে। এখানে বিভিন্ন অভিধান ও বিশ্বকোষ থেকে নেয়া অর্থগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে:
>
> #সংসদ বাঙ্গলা অভিধানে বলা হয়েছে, "বিশেষ অর্থে নির্দিষ্ট শব্দ বা সংজ্ঞা"।
>
> #চলন্তিকা অভিধানে রাজশেখর বসু এর অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন, "বিশেষ অর্থবোধক শব্দ"।
>
> #রাজশেখর বসু তার লঘুগুরু গ্রন্থে পরিভাষার অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন, "ভাষা একটি নমনীয় পদার্থ তাকে টেনে বাঁকিয়ে চটকে আমরা নানা প্রয়োজনে লাগাই। কিন্তু এরকম জিনিস কোন পাকা কাজ হয় না, মাঝে মাঝে শক্ত খুঁটির দরকার, তাই পরিভাষার উদ্ভব হয়েছে। " (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)।
>
> #বাচস্পত্য অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে, "শাস্ত্রকারের সংজ্ঞা বিশেষ"। [৩৬] (পরিভাষা-উইকিপিডিয়া whttps:// bn.m.wikipedia.org)2/17/2020, বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান-লেখক নৃপেন ভৌমিক, প্রকাশক পার্থশঙ্কর বসু, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি, ২০০২, আইএসবিএন ৮১-৮৫৯৭১-৯৯-৪)।

পরিভাষা- উইকিপিডিয়া এর তথ্য থেকে বলা যায়, ভাষার শক্ত খুঁটির প্রয়োজনেই পরিভাষার জন্ম। পরিভাষার মাধ্যমেই কোন নিদির্ষ্ট বিষয়বস্তু অনুধাবন করা সম্ভব। মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়বস্তু অনুধাবন করা সম্ভব হচ্ছে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার প্রভাবে।

অনেক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই পরিভাষা নির্মাণ করা হয়। সুতরাং বলা যায় এই রকম নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষা নির্মাণ করা হয়েছে। যা থেকে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা সুবিধা পাচ্ছে।

পরিভাষা-উইকিপিডিয়া থেকে পরিভাষা সম্পর্কে আরো পাওয়া যায়,

পরিভাষা সম্পর্কে ভাষাবিদগণের অভিমত:

সৈয়দ আলী আহসান: বাংলাদেশের প্রতি প্রকৃতির দিকে এবং বোধগম্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের পরিভাষা নির্মাণ করতে হবে। যেখানে আরবি ফারসির প্রয়োগ সমীচীন সেখানে আরবি, ফারসি এবং যেখানে সংস্কৃতের প্রয়োজন সেখানে সংস্কৃত-এটাই আমাদের আর্দশ হওয়া উচিত।

সৈয়দ আলী আহসানের পরিভাষা নীতি-যে বিদেশি শব্দগুলোর অতিরিক্ত প্রয়োগে একটি সবল এবং সুষ্ঠুরূপ নিয়েছে সেগুলোর পরিবর্তন না করা। জটিল বৈজ্ঞানিক শব্দ যেগুলোর কোন প্রতিরূপ আমাদের ভাষায় নাই সেগুলো অবিকৃত রাখা। যেগুলো ব্যাখ্যা চলে এবং ব্যাখ্যা করলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়- একমাত্র সেগুলোরই প্রতিশব্দ নির্মাণ করা।

মুহম্মদ আবদুল হাই: যতটা সম্ভব বাংলা ভাষার ধর্ম, তার শ্রুতিমাধুর্য এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক লক্ষ্য রেখে সংস্কৃত ও আরবি ভাষার শব্দ মূলের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত: বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক ব্যবহারের প্রারম্ভ থেকেই পরিভাষার জন্য সংস্কৃতের সাহায্য লওয়া হচ্ছে। আমি মনে করি যে বাংলা ভাষার এই ঐতিহ্যের দিকে লক্ষ্য করে আমরা একদম সংস্কৃত বর্জন করতে পারি না। সেইরূপ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ করে আরবি, ফারসি ও আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। [৩৭] (পরিভাষা-উইকিপিডিয়া w https: //bn.m.wikipedia.org) visited page on 2/17/2020, বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান-লেখক নৃপেন ভৌমিক, প্রকাশক পার্থশঙ্কর বসু, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি, ২০০২, আইএসবিএন ৮১-৮৫৯৭১-৯৯-৪)।

লেখক নৃপেন ভৌমিক এর বই "বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা : ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান" ২০০২ থেকে বোঝা যায় যে, একটি পারিভাষিক শব্দ একটি ভাষাতে স্থান করে নেয়ার জন্য অনেক সময় অনেক নিয়ম মেনে আসতে হয়, যেমন: পরিভাষা প্রণয়ন নীতি, পরিভাষা নির্মাণের রীতি, উপনীতিমালা, দর্পণায়নের প্রাসঙ্গিক নীতিমালা ইত্যাদি সকল শর্ত পূরণ করেই একটি ভাষাতে পরিভাষার প্রবেশ ঘটে।

ভাষাবিদগণের অভিমত থেকে বলতে পারি, পরিভাষাকে আমরা কোনোভাবে অগ্রাহ্য করতে পারি না। পরিভাষা নির্মাণের মাধ্যমেই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারছি। রাষ্ট্রের প্রয়োজন, জ্ঞানের প্রয়োজন, শিক্ষার প্রয়োজনেই পরিভাষা নিমার্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে। তেমনি ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবসার পরিভাষা নির্মাণ হয়েছে। সেই পরিভাষাগুলোই মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা পাঠ্যবইগুলোতে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলাদেশে পরিভাষার ইতিহাস যা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে-

বাংলা পরিভাষা নির্মাণের ইতিহাসঃ ১৭৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট প্রতি জেলায় দেওয়ানি বিচারের জন্য মফস্বলে দেওয়ানি আদালত স্থাপিত হয়। ১৭৭৫ সালে স্থাপিত হয় কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট। ১৭৯৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করেন। ওই আইনের রেগুলেশন খাতে সরকার ইচ্ছামত পরিবর্তন না করতে পারে সে ব্যাপারে নির্দেশ থাকে। প্রতিটি রেগুলেশন মুদ্রিত এবং দেশি ভাষায় অনূদিত হবার নির্দেশ থাকে। এই আবশ্যিক অনুবাদের মাধ্যমে এদেশে আইনের অনুবাদ শুরু হয়। ফলে ১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত জেন্টু কোড, অডিন্যান্স অভমনু, এ ডাইজেষ্ট অব হিন্দুল (১৭৭৬-১৭৯৮) প্রণয়নে সংস্কৃত থেকে ইংরেজী পরিভাষা নির্মাণের গোড়াপত্তন হয়। বাংলায় পরিভাষা নির্মাণের গোড়াপত্তন হয় ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। ১৭৮৪ সালে জনাথান ডানকানের হইবার কারণ ধারার নিয়ম বাংলা ভাষায়'র বাংলা হরফে প্রকাশ হবার মধ্য দিয়েই বাংলা পরিভাষার সূচনা হয়। এ ধারা অব্যাহত থাকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত। ১৮৯৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে যা ব্যাপক পরিণতরূপ পায়। বিগত দুইশ বছরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাশাপাশি পরিভাষা নির্মাণে অবদান রেখেছেন ফেলিকস কেরি, জনমেক, উইলসন, পীয়ারসন বৃটন প্রমুখ মনীষী থেকে শুরু করে অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিপিনবিহারী দাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র, ড. রঘুবীর, বি.এনশীল, সুনীতিকুমার, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

<u>বাংলাদেশের পরিভাষাঃ</u>

১৯৪৭ সালে পূর্বপাকিস্তান নামক রাষ্ট্র জন্মাবার পর শিশুরাষ্ট্রে ভাষা সংকট দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে জিন্নাহর দাম্ভিক ঘোষণা পূর্ববঙ্গবাসীদের মর্মাহত করে। যার পরিণতি ১৯৫২ সালে রক্তাক্ত মহান ভাষা আন্দোলন। অনেক রক্তের বিনিময়ে ১৯৫৬ সালে পশ্চিমা শাসকরা উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। সেদিন পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা ভাষার প্রশ্নে ছিল উত্তপ্ত ও উদ্বেলিত। বাংলা অক্ষর, ভাষা ও ব্যাকরণকে সহজ করার জন্য বাঙালিরা ২টি সংস্থার জন্ম দেয়। বাংলা ভাষা পরিকল্পনায় দুটো প্রতিষ্ঠানই মূখ্য ভূমিকা রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবোর্ড, টেকস্টবুক বোর্ড তখনও গৌণ। এসব প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো পরিভাষা প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। বাংলা একাডেমি (১৯৫৭) ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (১৯৬৩)। এ দেশে পরিভাষা সর্ম্পকিত চিন্তার সূত্রপাত হয়। মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর "আমাদের পরিভাষা সমস্যায় সংস্কৃতের স্থান" (১৯৬১) এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ "আমাদের পরিভাষা সমস্যা" (১৯৬২) প্রবন্ধ দুটি পরিভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে পরিভাষা প্রণয়নে ৩ জন মনীষীর নাম স্মরণযোগ্য। যেমনঃ আব্দুল হাই, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও সৈয়দ আলী আহসান। [৩৮] (পরিভাষা-উইকিপিডিয়া bn.m.wikipedia.org 4/8/2020) 2/17/2020, বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষাঃ ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান-লেখক নৃপেন ভৌমিক, প্রকাশক পার্থশঙ্কর বসু, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি, ২০০২, আইএসবিএন ৮১-৮৫৯৭১-৯৯-৪)।

উইকিপিডিয়া (bn.m.wikipedia.org) এর লেখা থেকে বোঝা যায় যে, বাংলা পরিভাষা নির্মাণের ইতিহাস একদিনের নয়। শত শত বছর ধরে বাংলা পরিভাষা বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে। বাংলা পরিভাষায় অবদান রেখেছেন– অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র, সুনীতি কুমার, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ। তবে বাংলাদেশে পরিভাষা প্রণয়নে আব্দুল হাই, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও সৈয়দ আলী আহসান এই ৩ জন মনীষীর নাম অবশ্যই স্মরণযোগ্য। এই সকল মনীষীগণ অনুভব করেছিলেন আইন, আদালত, রেগুলেশন, মুদ্রিত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রের প্রয়োজনে বাংলা পরিভাষা নির্মাণের গুরুত্ব ও সুবিধা। যে কোন ভাষার জন্য পরিভাষা নির্মাণের কিছু নীতি রয়েছে। কোন শব্দ বলা হলেই তা পরিভাষা হয়ে যায় না। পরিভাষা প্রণয়ন নীতিমালা প্রসঙ্গে-

পরিভাষা প্রণয়ন নীতিঃ

বাংলা পরিষদ কর্তৃক প্রবর্তিত "পরিভাষা প্রণয়ন নীতিমালা" অনুসারে পরিভাষার ৫ বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকা আবশ্যক।

পরিভাষার ৫টি বৈশিষ্ট্য/গুণ যথাক্রমে-

- সর্বজন স্বীকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা
- স্বাভাবিকতা ও সহজবোধ্যতা
- অর্থবাচকতা ও বিশিষ্টার্থ প্রয়োগ
- অনাড়ষ্টতা ও দ্ব্যর্থহীনতা
- ধ্বনিমাধুর্য ও সংক্ষিপ্ততা

<u>পরিভাষা নির্মাণের রীতি:</u>

বাংলা পরিষদের ভাষ্য অনুযায়ী ৫ টি রীতি অনুসরণ করে পরিভাষা নির্মাণ করা যাবে।

১) দর্পণায়ন: ইংরেজি/বিদেশি ভাষার উচ্চারণ অপরিবর্তিত রেখে।
২) রূপায়ণ: ইংরেজি/বিদেশি শব্দের উচ্চারণ আংশিক পরিবর্তন করে। যেমন: হাসপাতাল, ডাক্তার, বোতল, একাডেমী।
৩) নির্মাণ: বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দগঠনের রীতি অনুসারে সম্পূর্ণ নতুন শব্দ নির্মাণ।
৪) নবায়ন: অব্যবহৃত শব্দের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ পরিবর্তন) আংশিক বানান পরিবর্তন/পরিবর্তন না করে।

৫) কৃতঋণ: অন্য ভাষা থেকে শব্দ ধার করে। যেমন: Green ≥ সবুজ (ফারসি)- এর বাংলা নাই। [৩৯] (পরিভাষা-উইকিপিডিয়া bn.m.wikipedia.org 2/17/2020, বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান-লেখক নৃপেন ভৌমিক, প্রকাশক পার্থশঙ্কর বসু, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি, ২০০২, আইএসবিএন ৮১-৮৫৯৭১-৯৯-৪)।

উপনীতিমালা: বাংলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত "পরিভাষা ব্যবহারের আবশ্যক ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা" অনুসরণ করা উচিত।

- একই অর্থ নির্দেশের জন্য বিভিন্ন শব্দ এবং বিভিন্ন অর্থ নির্দেশের জন্য একই শব্দ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সুষ্ঠু প্রকাশ ব্যাহত করে বিধায় যথাসম্ভব একটিমাত্র বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচন করতে হবে।
- বিদেশি ভাষার সমার্থক শব্দসমূহের জন্য পৃথক পৃথক পরিভাষা বা প্রতিশব্দ তৈরি করা যাবে না।
- কোনো বিভাষি শব্দ যদি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তাহলে পৃথক পৃথক বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি হতে পারে। তবে ভিন্ন প্রতিশব্দ যদি ইতোমধ্যেই চালু না থাকে তাহলে বাংলাতেও বিভিন্ন শাখায় এরূপ ব্যবস্থা করা যায় কি-না ভেবে দেখতে হবে।
- বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাষি শব্দটির শুধু বাহ্যিক অর্থ বিবেচনা না করে শব্দটির ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক সত্তায় প্রতীকী নাম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যঞ্জনা অনুধাবন করে উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচন করতে হবে।
- নির্বাচিত শব্দ যথাসম্ভব বানান জটিলতা, উচ্চারণ জটিলতা, বর্ণজট বা যুক্তবর্ণ মুক্ত, দ্বিত্বউচ্চারণ ও বাহুল্যমুক্ত তথা সহজ সরল, সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল হতে হবে।
- বহুল ব্যবহৃত যেসব বিভাষি শব্দের প্রতিশব্দ ইতোমধ্যে রয়েছে বা মূল ভাষার শব্দটি প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সে সব শব্দ, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতে ব্যবহৃত শব্দ, যন্ত্রপাতি, প্রসাধনী, ক্রীড়া সামগ্রী, নতুন আমদানিকৃত পণ্য বা সরঞ্জাম ইত্যাদির অপরিবর্তিত রাখার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে। তবে তা আরোপিত শর্তাদি মেনে।
- নবনির্মিত শব্দটি বাংলা ব্যাকরণকে মেনে চলে কিনা অর্থাৎ তার সাথে বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ ইত্যাদি যুক্ত হতে পারে কি-না তার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।
- বাংলা ব্যাকরণকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন শব্দ নির্বাচন করা যাবে না।

- নির্মিত শব্দটি যাতে শ্রুতিমধুর ও সহজবোধ্য হয় তার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে। তবে এর চাইতেও দ্ব্যর্থহীনতা গুণটিতে অধিকতর মনোনিবেশ থাকা বাঞ্ছনীয়।[৪০](পরিভাষা-উইকিপিডিয়া bn.m.wikipedia.org) visited page on 2/17/2020, বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান-লেখক নৃপেন ভৌমিক, প্রকাশক পার্থশঙ্কর বসু, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি, ২০০২, আইএসবিএন ৮১-৮৫৯৭১-৯৯-৪)।

পরিভাষা-উইকিপিডিয়া থেকে পাওয়া পরিভাষা প্রণয়ন নীতি, পরিভাষা নির্মাণের রীতি, উপনীতিমালা থেকে বোঝা যায় যে, পরিভাষা নির্মাণ করতে চাইলেই নির্মাণ করা সম্ভব নয়। অনেক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই পরিভাষা নির্মাণ করা হয়। সুতরাং বলা যায় এই রকম নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষা নির্মাণ করা হয়েছে। যা ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে যা থেকে শিক্ষার্থীরা সুবিধা পাবে।

লেখক নৃপেন ভৌমিক (বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান) "বহুল ব্যবহৃত যে সব বিভাষি শব্দের প্রতিশব্দ ইতোমধ্যে রয়েছে বা মূল ভাষার শব্দটি প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেসব শব্দ, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতে ব্যবহৃত শব্দ, যন্ত্রপাতি, প্রসাধনী, ক্রীড়া সামগ্রী, নতুন আমদানিকৃত পণ্য বা সরঞ্জাম ও বহুল প্রচলিত বিশেষ্যপদের অপরিবর্তিত রাখার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে। তবে তা আরোপিত শর্তাদি মেনে।" [৪১] (পরিভাষা-উইকিপিডিয়া bn.m.wikipedia. org. visited page on 2/17/2020, বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান-লেখক নৃপেন ভৌমিক, প্রকাশক পার্থশঙ্কর বসু, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি, ২০০২, আইএসবিএন ৮১-৮৫৯৭১-৯৯-৪) পৃ: ১৭।

লেখক নৃপেন ভৌমিক এর বই "বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা : ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান" ২০০২ থেকে বোঝা যায় যে, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা নিশ্চয়ই উপরোক্ত সকল নিয়মনীতি মেনেই ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা পরিভাষা ব্যবসা-বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ার জন্য খুব জরুরী। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ব্যবসা-বাণিজ্য সর্ম্পকে বুঝতে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা সাহায্য করে থাকে। বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় লেখা। তাই ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বাংলা পরিভাষা ব্যবহার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলা পরিভাষার মাধ্যমেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
যোগাযোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, এ.কে.এম.বাদরুল আলম, জহিরুল মল্লিক "শিক্ষায় যোগাযোগ: তত্ত্ব ও প্রয়োগ" (২০০৯) বইতে বলেছেন–

> ভাষাহীন একটি পৃথিবীর কথা যেমন আমরা ভাবতে পারি না, তেমন ভাবতে পারি না যোগাযোগহীন একটি অবস্থার কথা। জন্মকালীন কান্নার মধ্য দিয়ে মানুষ পৃথিবীর সাথে যে যোগাযোগ শুরু করে, তা চলতে থাকে আমৃত্যু। তাই বলা যায়, মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অহরহ 'যোগাযোগ' (Communication)-এর বিষয়টি ঘটে চলেছে।
>
> 'Communication' এর সংজ্ঞায় Bernered Berelson এর সংজ্ঞায় Leonard Berkowtj যা বলেছেন, তার তাৎপর্য হচ্ছে- Communication বা যোগাযোগ হলো প্রতীকের সাহায্যে তথ্য, ধ্যান- ধারণা, ভাবাবেগ, নৈপুণ্য প্রভৃতির প্রেরণ পদ্ধতি। প্রতীক অর্থ শব্দ, চিত্র, সংখ্যা ও রেখাচিত্র। এই প্রেরণ পদ্ধতি বা প্রেরণ কার্যকেই বলে 'যোগাযোগ' (প্রাগুক্ত)। যোগাযোগ হলো সমাজ জীবনের হাতিয়ার; যা সমাজের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তোলে এবং স্বকীয় গুণে মানুষকে সমাজের অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে দেখায়। [৪২] (শ্যামলী আকবর, এ.কে.এম বদরুল আলম, জহির মল্লিক" শিক্ষায় যোগাযোগ: তত্ত্ব ও প্রয়োগ" ফেব্রুয়ারি ২০০৯, প্রকাশক-৫০ পুরানো পল্টন লাইন(৭ম তলা), ঢাকা-১০০০, পৃ:২৩ ,২৪)।

অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, এ.কে.এম.বদরুল আলম, জহিরুল মল্লিক "শিক্ষায় যোগাযোগঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ" (২০০৯) বইয়ের উক্ত উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হচ্ছে যোগাযোগ। যোগাযোগ ছাড়া পৃথিবী বর্তমান অবস্থায় আসতে পারত না। অন্য দেশে উৎপাদিত পণ্য নিজের দেশে ব্যবহার করতে পারছে যোগাযোগ অর্থাৎ ব্যবসায়িক যোগাযোগের জন্য। যোগাযোগের জন্যই বলা হয়ে থাকে পৃথিবী হাতের মুঠোয়। সফল যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। আর ভাষাকে পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করে সেই ভাষার পরিভাষা।

উল্লিখিত উক্তি থেকে আরো বোঝা যায়, সকল প্রাণীর ভাষা থাকার পরও মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর যোগাযোগ সীমাবদ্ধ। শুধু মানুষের যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা নেই, ভাষার সমৃদ্ধের কারণে। একটি ভাষাকে সমৃদ্ধ করে সেই ভাষার পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিভাষা।

সুতরাং বলা যায়, বাংলা পরিভাষা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইগুলো বাংলাভাষায় রচিত। তাই ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের সাথে যোগযোগের মাধ্যম হচ্ছে বাংলা ভাষা।

সুতরাং বলা যায় শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগ সফল হওয়া সর্ম্পকে বলতে গিয়ে " শিক্ষায় যোগাযোগঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ” (২০০৯)-এ বলা হয়েছে-

> শ্রেণীকক্ষ পর্যায়ে শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে সার্থক যোগাযোগ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে যথাযথ শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সহজলভ্য শিক্ষোপকরণ শিক্ষক-শিক্ষার্থী কর্তৃক তৈরি, সংগ্রহ বা সরবরাহের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে শ্রেণিতে-তা ব্যবহারের বা অনুশীলনের সুযোগ রাখা যেতে পারে। শিক্ষোপকরণের প্রয়োগ/ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন পারদর্শিতা লাভ করার সুযোগ পাবে, অন্যদিকে বিষয়বস্তুর সাথে ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার সুযোগ উন্মোচিত হবে। [৪৩] (শ্যামলী আকবর,এ.কে.এম. বদরুল আলম, জহির মল্লিক- "শিক্ষায় যোগাযোগঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ" ফেব্রুয়ারি ২০০৯, প্রকাশক-৫০ পুরানো পল্টন লাইন (৭ম তলা), ঢাকা-১০০০,পৃ:১৫৯।)

উপরোক্ত কথা থেকে বোঝা যায়, শ্রেণিকক্ষে সার্থক যোগাযোগের জন্য যথাযথ শিক্ষোপকরণ দরকার। আর এই শিক্ষোপকরণ হতে হবে সহজলভ্য। শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যপুস্তক হলো সবচেয়ে বড় ও সহজলভ্য শিক্ষোপকরণ। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ড অসম্ভব। তাই পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ভাষা ও পরিভাষা আরও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যদি পাঠ্যপুস্তকের পরিভাষা সঠিকভাবে না বুঝে তাহলে শিখন-শেখানো কর্মকান্ড সফল হবে না। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা সঠিকভাবে বুঝতে পারলেই শিখন-শেখানো কার্যক্রম সফল হবে। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সফল হলে বোঝা যাবে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে কতটুকু সুবিধা নিরূপণ করছে।

সাধারণ অর্থে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে যথাযথ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সফলতার সাথে প্রত্যাশিত শিখন ফল অর্জন করা সম্ভব । কিন্তু সেক্ষেত্রে যোগাযোগ মাধ্যম অবশ্যই সহজ ও বোধগম্য হতে হবে। পরিভাষা শব্দের অর্থ হল কোনো ভাষার মধ্যে বিশেষ অর্থে ব্যবহারযোগ্য শব্দ। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইগুলোতে অনেক বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন- “প্রশিক্ষণ- Training, ব্যবস্থাপক- Manager, বিপণন- Marketing , সমাপ্তি- Final , সমীকরণ- Equation, হিসাববিজ্ঞান- Accounting, সহকারি- Assistant, সহযোগি- Associate, বিনিময়- Barter, লেনদেন- Deal,” ইত্যাদি। [৪৪] (আফরোজা অদিতি, ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৪২৭/জুন২০২০ প্রকাশক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পরিচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জতিক সংযোগ বিভাগ, বাংলা

একাডেমি, ঢাকা-১০০০।, পৃ: ৮, ৯, ১১, ২৪, ২৬, ২৭, ৩৮, ৮৪, ৯৩) ৪৯। পরিভাষাগুলো শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা:

মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত যে বাংলা পরিভাষাগুলোর তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'ব্যবসায় উদ্যোগ' পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ব্যবসার উদ্যোগ

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
ব্যবসায়	১০৬১
অর্থনৈতিক	৮৭
লেনদেন	৬
ব্যবসায়িক	২৩
বাণিজ্য	৬০
উদ্যোগ	১৫২
বিনিময়	২৫
মুনাফা	৫৮
পণ্য	২৩৯
আর্থিক	৪৩
ঝুঁকি	৬৩
অর্থ	৮০
বিনিয়োগ	৪১
উৎপাদন	১৩৬
চাহিদা	৬৪
দ্রব্য	৪৯
মুদ্রা	৬

মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'ব্যবসায় উদ্যোগ' পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ব্যবসার উদ্যোগ

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
ক্রয়	৪৪
বিক্রয়	১২৬
গুদামজাত করণ	৬
বিজ্ঞাপন	৫৪
উদ্যোক্তা	১৪৯
মূলধন	৯৭
লাভ	৫১
শিল্পোদ্যোক্তা	১৬
দ্রব্যাদি	৩
প্রক্রিয়াজাত	৩
যোগান	৭
লোকসান	১১
উৎপাদক	১
উৎপাদিত	১
বিপনন	৫১
উপাদান	৩৬
পাইকার	১৩
সঞ্চয়	৯
আয়	৪১
ব্যয়	৩৭

মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'ব্যবসায় উদ্যোগ' পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ব্যবসার উদ্যোগ

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
আদান	১
হিসাব	১৪
পরিসংখ্যান	৩
ক্রেতা	৪৬
বিক্রেতা	১৫
খুচরা বিক্রেতা	২১
বাজারজাত	১০
অপচয়	২
রপ্তানি	৩
ভোক্তা	৪০
আমদানি	৭
ঋণ	৫১
মূল্য	৪০
প্রসার	১৫
কারবার	৩
দায়	২০
গ্রাহক	৭
দেউলিয়া	৮
সরবরাহ	১
দেনাদার	১

মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির ‘ব্যবসায় উদ্যোগ’ পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ব্যবসার উদ্যোগ

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
বিলোপ	১৭
ক্ষতি	৩১
উত্তোলন	৩
পাওনাদার	১
প্রসার	২
বহুজাতিক	৫
পরিমেল	২
চালান	৩
তহবিল	৭
বাণিজ্যিক	২১
মানদন্ড	১
অর্থায়ন	১৫
নবায়ন	২
গ্রহীতা	৬
নগদান	৪
প্রাক্কলিত	১২
উদ্বৃত্তপত্র	১
কোষাগার	১
অর্থসংস্থান	১
প্রেষণা	৪

মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'ব্যবসায় উদ্যোগ' পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ব্যবসার উদ্যোগ

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
ব্যবস্থাপক	৪
সমোহনী	২
বিক্রি	৭
নগদ	১
প্রমিতকরণ	৪
পর্যায়িতকরণ	৬
মোড়কিকরণ	৩
পাস্তুরিত	১
উপযোগ	২
নিয়নআলো	২
হিসাবরক্ষণ	২
ঋণখেলাপী	৩
খতিয়ান	৪
প্রারম্ভিক	৪
প্রসারিত	৩
মজুতদারি	৫
ভোগ	৫

উপর্যুক্ত পারিভাষিক শব্দের তথ্যসূত্র:

(ড. এ এইচ এম হাবিবুর রহমান, শেখ শাহবাজ রিয়াদ, ব্যবসায় উদ্যোগ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত, প্রকাশিত ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।)[৪৫]

(আফরোজা অদিতি, ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৪২৭/জুন২০২০ প্রকাশক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পরিচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জতিক সংযোগ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০, পৃ: ১-১৩২।)[৪৬]

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির ‘ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং’ পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
অর্থায়ন	১৮৪
তহবিল	২১৩
ব্যবস্থাপনা	৪৮
বন্টন	৩১
ব্যবসায়	২৫৮
মূলধন	২৮১
বিক্রয়	১৩১
ক্রয়	১০৩
ঋণ	৩২৫
প্রদান	১৪৩
বিনিয়োগ	৩৫৩
মুনাফা	২২০
ব্যয়	১৬৯
আয়	২০৩
কর	৩৬

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির ‘ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং’ পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
সঞ্চয়	৬৬
অর্থ	২৭০
হিসাব	১৬৩
বাণিজ্য	২৯
ব্যবস্থাপক	১৮
গ্রাহকসেবা	১
ভোক্তা	৫
অব্যবসায়ী	৫
আয়কর	১
মূল্যসংযোজন	১
আমদানি	২৬
শুল্ক	২
রপ্তানি	২৩
লাভ	৪১
বাণিজ্যিক	১৩৯
আর্থিক	৯৪
কারবার	৮৯
উত্তোলন	৭
ঋণপত্র	১৮
ঋণদাতা	১০
সঞ্চিত	১৩

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং' পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
অবন্টিত	১০
লভ্যাংশ	১৪৬
বাট্টাকরন	২১
প্রদেয়	৯
ক্রেতা	১৩
উৎপাদন	৪৭
বিক্রেতা	৩
দ্রব্য	১২
লোকসান	১
বিনিয়োগকারী	১
আমানত	৫১
গ্রহীতা	৮
অব্যবস্থাপনা	১
তারল্য	১৩
মূল্য	১১০
বিবরনী	২
ব্যষ্টিক	১
যৌথমূলধন	১
উদ্যোক্তা	৬
পণ্য	৭৫
বকেয়া	২

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির ‘ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং’ পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
আদান	৬
চাহিদা	২৪
বিনিময়	৭১
নগদ	১১১
ঋনগ্রহীতা	১৭
আদায়	১৪
দেনা	২
জামানত	১২
পাইকারি খরচ	৭২
প্রারম্ভিক	৩
মোট সুদ	১
নিট সুদ	১
সুযোগব্যয়	৫
দেউলিয়া	৫
চক্রবৃদ্ধি	৩২
আসল সুদ	৮
সরল সুদ	৩
উপাদান	১
অর্থপ্রবাহ	১
অংশীদারি	১
প্রাক্কলন	১৭

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং' পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
ক্ষতি	৫
অর্থনৈতিক	৩৮
একমালিকানা	৪
অংশীদারি	৪
মুদ্রানীতি	১
অর্থের তারল্য	৬
বর্ধিত মুনাফা	১
বিচ্যুতি	২৫
বিলোপসাধন	১
নিট মুনাফা	৩
অবচয়	১৮
বাট্টা	১৩
যোগান	৪
প্রদেয় বিল	১
মূলনীতি	১
অগ্রাধিকার শেয়ার	৫২
মূল্য	৩১
বাজার মূল্য	১০
ব্যবসায়িক	২১
পাওনাদার	৫
তরল সম্পদ	১

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং' পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
আর্থিক বিবরনী	১
বিলম্বিত	২
আমানত	২৩
প্রত্যয়ন পত্র	৪
গ্রাহক	১০৭
সুনাম	৫
প্রদান	২২
উদ্যোগ	২
প্রাপ্য	১
আমদানিকারক	৩
রপ্তানিকারক	৩
অর্থায়ন	১
তারল্যনীতি	৭
দ্রব্য	১
লগ্নি	১
উৎপাদনশীলতা	৬
অনুৎপাদনশীলতা	১
উত্তোলন	১৮
লেনদেন	৩৫
লোকসান	১
ইজারা	১

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং' পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
অর্থনীতি	২৫
পুঁজি	৩
ব্যাষ্টিক	১
ঋণনীতি	১
পাওনা	৩
পুঞ্জীভূত	১
প্রবৃদ্ধি	১
বিমা	৬
মুদ্রাস্ফীতি	১
ব্যবসায়ী	১
বিজ্ঞাপন	৭
বিমা	৫
শুল্ক	৭
গুদাম	৩
অনাদায়ী	৩
গারনিশি	২
আসল সুদ	১
চেক বাহক	৬
হুকুমচেক	৪
দাগকাটাচেক	৭
প্রাপক	২

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং' পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হলো:

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
যৌথ ব্যবস্থাপক	১
সহব্যবস্থাপক	১
মূল্যস্তর	৭
মুনাফাভোগী	১
অমুনাফাভোগী	১
নিকাশ ঘর	৫
মক্কেল	২
ন্যায্যমূল্য	৭

উপর্যুক্ত পারিভাষিক শব্দের তথ্যসূত্র:

(শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, মোহাম্মদ সালাউদ্দীন চৌধুরী, নাজমুন নাহার, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত (২০১৮), প্রকাশিত- ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।)[৪৭]

(আফরোজা অদিতি, ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৪২৭/জুন২০২০ প্রকাশক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পরিচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০, পৃ: ১-১৩২।)[৪৮]

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'হিসাববিজ্ঞান' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা গুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

হিসাববিজ্ঞান

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
আর্থিক	১৯৬
বিবরনী	২৭৬
ব্যবসায়	৩০৮
হিসাব	১৫২৮
দায়	২১৩
মালিকানা স্বত্ব	৯৬
লাভ	৬২
ক্ষতি	৬১
আয়	৩৮০
উদ্বৃত্ত	২২৫
মূলধন	২৫৭
মুনাফা	২৫৫
লেনদেন	৪৭৯
পণ্য	৪৯৪
উত্তোলন	১২১
কুঋণ	৪৭
সঞ্চিতি	৭৬
অবচয়	৭২
ক্রয়	৫৫৮
মুনাফাভোগী	৪
অমুনাফাভোগী	৭
রাজস্ব	৪

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির ‘হিসাববিজ্ঞান’ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা গুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

হিসাববিজ্ঞান

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
অনগদ	১
দ্রব্যসামগ্রী	২
বিক্রয়	৪৭১
হার	২০
নগদ	৪২৯
বিনিয়োগ	৮৮
হিসাববিজ্ঞান	৬১
অর্থনৈতিক	৫
ব্যবস্থাপনা	১৩
ব্যয়	৫২৮
প্রদান	২৯৯
ক্রীত	১৩
বিক্রীত	২৯
খুচরা খরচ	৩২০
কর	৩৮
প্রদেয়	২৬
আমানত	১
লভ্যাংশ	১০
বাট্টা	১৭২
প্রারম্ভিক	১০৫
মজুদ	১৩১

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির ‘হিসাববিজ্ঞান’ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা গুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

হিসাববিজ্ঞান

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
মিতব্যয়ী	১
দাখিলা	৯১
মুদ্রা	২
বাণিজ্য	২
দেনা	২২
পাওনা	৭
দুতরফা	৪২
ব্যবসায়ী	৪
অব্যবসায়ী	১
চাহিদা	২
ব্যবস্থাপক	৭
প্রদানকারী	৬
বিনিয়োগকারী	৩
ভোক্তা	১০
ঋণদাতা	১
আমদানি	১৬
শুল্ক	২৫
উপযোগ	১
বিপনন	১
বিজ্ঞাপন	৫০
অবলোপন	১৯

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'হিসাববিজ্ঞান' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা গুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

হিসাববিজ্ঞান

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
ঋণ	৯৫
বকেয়া	৫৬
সমাপনী	১১২
দেনাদার	১৫৯
আদায়	৩০
তারল্য	১৪
অলীক	৩
পরিশোধ	১১১
ঋণখেলাপী	৬
প্রদানকারী	৪
ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
নগদান	২৪২
প্রাক্কলিত	১
অনার্থিক	৩
উৎপাদন	১০৩
আদান	৯
অনাদায়ী পাওনা	১
রূপান্তর	১
বন্ধকী	৪
পাওনাদার	১২৪
মূল্য	১৪৫

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'হিসাববিজ্ঞান' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা গুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

হিসাববিজ্ঞান

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
হিসাবরক্ষক	১৯
বিনিময়	৭
দাখিলা	১০
রেওয়ামিল	১৬৬
তহবিল	৪৯
বিলম্বিত শেয়ার	৩
অনাদায়ী	১০
বিমা	৯
হিসাবশাস্ত্রবিদ্যান	১
দায়বদ্ধতা	৩
চালান	৪৩
বিল	৩৭
প্রামান্য দলিল	৪
বর্হিচালান	৩
আন্তচালান	৩
জাবেদা	৩২৪
দর	৭
কারবারি	৬
দেউলিয়া	২
খতিয়ান	১৯৫
ক্রেতা	৪৯

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির ‘হিসাববিজ্ঞান’ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা গুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

হিসাববিজ্ঞান

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
পাইকারি	৬
বিক্রেতা	৫০
গ্রহীতা	৯
গ্রাহক	১০
দাতা	৫
মক্কেল	৩
প্রাপক	৩
উপাদান	২৫
প্রাপ্য	১০
প্রদেয়	৭
সুনাম	৬
হিসাবচক্র	৪
একতরফা	৪
ভুক্তকরণ	১
হিসাবরক্ষণ	১২
আয়কর	৩
রপ্তানি	৯
দ্রব্যাদি	২৫
কারবার	২৫
জের	৮৬
বন্ধকী	৩

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির ‘হিসাববিজ্ঞান’ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা গুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

হিসাববিজ্ঞান

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
দান	২
দর	৯
একঘরা	২৩
দুইঘরা	২২
তিনঘরা	১৯
দাগকাটা	৭
হুকুম চেক	৯
পাকাবই	১
স্থায়ীবই	১
অভিকর	৪
আমানত	৮
উত্তোলন	৭
গরমিল	৪
লোকসান	৯
রপ্তানি	৩
লভ্যাংশ	১৪
সঞ্চয়	১২
অনাদায়ী	১৩
বাণিজ্যিক	৪
ব্যবসায়িক	৫
খালাস	২

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবম-দশম শ্রেণির 'হিসাববিজ্ঞান' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষা গুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

হিসাববিজ্ঞান

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
টোল	৩
প্রকল্প	১১
খরিদ্দার	৭
আরোপন	২
দরপত্র	৮
উদ্যোগ	৪
সঞ্চয়	১০
ভোগপ্রবনতা	৭
চাহিদা	৫

উপর্যুক্ত পারিভাষিক শব্দের তথ্যসূত্র:

(প্রফেসর ড. মো: মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়া- " হিসাববিজ্ঞান " নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ প্রকাশিত- ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ ।)[৪৯]

(আফরোজা অদিতি, ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৪২৭/জুন২০২০ প্রকাশক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পরিচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জতিক সংযোগ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০, পৃ: ১-১৩২ ।)[৫০]

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ‘উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন’ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন
বিপণন পরিচিতি

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
অর্থনীতি	৮৪
পণ্য	৬৪৪২
ভোক্তা	১২৩৪
উৎপাদিত	৫৭৪
ক্রেতা	১৯৯২
বিপণন	২২১৮
বাজারজাতকরণ	১৫৪
ব্যবসায়ী	৮০
উৎপাদনকারী	৫৪৬
বিক্রয়	২১৮৪
ক্রয়	১৩৪৪
মূলধন	১২৬
আমদানি	২৬
রপ্তানি	৩৮
প্রসার	৩৬২
বিজ্ঞাপন	৭৮০
চাহিদা	৮৩০
ব্যষ্টিক	৯০
সামষ্টিক	১০৬

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন
বিপণন পরিচিতি

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
অব্যবসায়িক	২
ব্যবসায় বান্ধব	৪
অর্থনৈতিক	১৫৬
ব্যবসায়িক	৯৮
ব্যবস্থাপক	৪৮
উৎপাদন	৩৮৬
হিসাব	২২
বিনিময়	২০২
গুদামজাতকরণ	২
প্রমিতকরণ	৩৪
পর্যায়িতকরণ	৭৬
ব্যবস্থাপকীয়	৪৪
দ্রব্য	২৪৬
মূল্য	১৪৭৪
ব্যবসায়িক চিত্র	১২২
বিক্রেতা	৪৪৬
উৎপাদক	২১৮
বাণিজ্যিক	৪৬
অপচয়	৩০
তহবিল	৪

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন
বিপণন পরিচিতি

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
বিনিয়োগ	৮০
বিপনি	৩৬৮
লেনদেন	৫৪
উপযোগ	৫৬
অভাব	১০৮
ব্যয়	৪৭০
প্রদান	৩৮০
বেতন	১০
লাভ	৫৬
ঋণ	৪০
আদান	১৬
চুক্তি	৫৪
ক্ষতি	১৬
নগদ	৮৪
প্রবাহ	১০
ক্রমবর্ধমান	২
উত্তোলন	২
সুনাম	২
ব্যবস্থাপনা	৬০
উদ্বৃত্ত	১০

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ‘উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন’ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন
বিপণন পরিচিতি

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
সামগ্রী	২১৮
বাণিজ্য	৫০
মুদ্রা	২২
সঞ্চয়	১৮
কারবারি	১০
বাট্টা	৮০
প্রেষণা	৪
বন্টন	১৮৪
দালাল	৫৬
প্রণালী	২২৪
প্রয়াস	৮
অযাচিত পণ্য	২
আবশ্যক পণ্য	৪
জরুরি পণ্য	৬
লোভনীয় পণ্য	৬
প্রকৃষ্ট	২
আড়তদার	১৪
আমদানিকারক	১২
বেপারি	২০
ধলতা	২

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন
বিপণন পরিচিতি

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
উপযোগ	১২
আয়	১৫২
মুনাফা	৩৭৬
ভোগ	৪৫৬
উপাদান	৪১৬
মোড়কীকরণ	৭৪
পাইকার	২২
নমনীয়তা	৬
পাইকারি	৫৩২
পুঁজি	১৬
সমবায়	১৬
বণিক	২৬
অবলেখক	৮
বাজারজাতকারী	৩০
দেনাদার	২
নিলাম	১৬
দায়	২
খালাস	৪
শুল্ক	২
প্রত্যয়পত্র	৮

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে দেওয়া হলোঃ

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন
বিপণন পরিচিতি

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
অনার্থিক	৬
একচেটিয়া	১৪
আর্থিক	৭০
কারবার	২৪০
কর	২
বিলাস দ্রব্য	৮
আরামদায়ক	২
অলিগোপলি ব্যবসায়	৬
মুদ্রাস্ফীতি	৪
আর্দশমান	২
প্রান্তিক	১০
ভারসাম্যবিন্দু	১২
দরপত্র	৬
প্রদেয়	৪
হিসাবরক্ষণ	৭
ভর্তুকি	২
ব্যবসায়	১৭৩২
গ্রাহক	৩০
উদ্যোক্তা	৯৪
মোড়ক	১০

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন
বিপণন পরিচিতি

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
লোকসান	১০
উদ্যোগ	৩০
খাজনা	২
কু-ঋণ	২
বকেয়া	২
বিক্রয়িকতা	৮৬
বিক্রয় কর্মী	৩৪০
ব্যক্তিক বিক্রয়	১২
রসিদ	৪
বিলুপ্তি	২
তহবিল	২
অর্থায়ন	২
শ্রমিক	৩২
উপযোগী	১৪
প্ররোচিত	১৮
বিনিয়োগকারী	২
দরকষাকষি	২
ক্রীত	২
যৌথমূলধনী	৭

উপর্যুক্ত পারিভাষিক শব্দের তথ্যসূত্র:

(মো: রেজাউল করিম, "উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন" একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ২০১৬-১৭ ইং শিক্ষাবর্ষ। প্রকাশনায়: আলম বুক হাউজ, জুপিটার পাবলিকেশনস, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।)[৫১]

(আফরোজা অদিতি, ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৪২৭/জুন২০২০ প্রকাশক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পরিচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জতিক সংযোগ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০, পৃ: ১-১৩২।)[৫২]

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির 'ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
ব্যবস্থাপনা	২০০৩
ক্রমবিকাশ	৩
ব্যবসায়	২৫৪
অর্থ	৬৮
চাহিদা	৩০০
অপচয়	৬২
ব্যবস্থাপক	৪৮৪
মূলনীতি	৪
ব্যবসায়িক	৬
অব্যবসায়িক	২
বাজারজাতকরণ	৪
জোড়া মই শিকল	২২
ব্যবসায়িক চিত্র	৪৪
প্রেষণা	৫৮৪
আর্থিক	৬৪
প্রয়োগ	২
সামষ্টিক	২
অর্থনীতি	৫০
ব্যয়	১০৬
অর্থনৈতিক	১০
উদ্যোগ	২২

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির 'ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
বিক্রয়	১১৪
ঋণ	৮
চুক্তি	৬
উৎপাদন	২৬৪
মুদ্রা	২
নিকাশ	২
প্রায়োগিক	২
উত্তোলন	২
বিনিয়োগ	১৪
নগদ	২
কর	৪
প্রদান	৩২৪
হিসাবরক্ষণ	২
শ্রমবিভাজন	৪
বাণিজ্যিক	২৮
অবাণিজ্যিক	২
মূলধন	৪
একচেটিয়া কারবার	৬
উদ্যোক্তা	১৪
ক্রেতা	১০
ভোক্তা	১০

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ‘ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
বিক্রেতা	৮
বাণিজ্য	১২
ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
রপ্তানি	২
প্রসার	৪
কারবার	৬
ব্যবসায়ী	৪
দৌরাত্ম	৬
ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
আয়	২৮
ভোগ	৬
মূল্য	৩৬
পণ্য	৬০
ক্রয়	৪২
জারিকৃত	২
মুনাফা	৬০
অমুনাফা	২
প্রসারী	২
বিনিময়	৬০
আদান	৪২
বিপনন	৬

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ‘ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
অর্থ	৩০
হিসাব	২৪
অর্থসংস্থান	৪
দায়বদ্ধতা	২
পাইকারি	২
দ্রব্য	১৬
লভ্যাংশ	৬
শেয়ার	১০
গ্রাহক	৪
বিন্যাস	৩২
দাখিল	২
যোগান	১০
অনার্থিক	২২
প্রেষিত	৪০
সঞ্চয়	৪
আদায়	২
অবক্ষয়	১
উদ্বৃতি	২
অর্থোদ্ধার	২
লেনদেন	২
প্রাক্কলন	২

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির 'ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা	সংখ্যা
ক্ষতি	১৪
হিসাববিজ্ঞান	২
আমদানি	২
যৌথমূলধনী	৭

উপর্যুক্ত পারিভাষিক শব্দের তথ্যসূত্র:

(প্রফেসর ড. আ.ফ.ম. শফিকুর রহমান, মোহম্মদ আব্দুল হামিদ, মোহ: আশরাফুল আলম,- "ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা" একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত, ২০১৪। প্রকাশনায়: হাসান বুক হাউস, ঢাকা। ১৫-১৬ প্যারী দাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।)[৫৩]

(আফরোজা অদিতি, ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৪২৭/জুন২০২০ প্রকাশক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পরিচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জতিক সংযোগ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০, পৃ: ১-১৩২।)[৫৪]

ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে বয়স অনুযায়ী পর্যাপ্ত ও প্রাসঙ্গিক বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে।

নবম ও দশম শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায়, যে সকল বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী। বিশ্লেষণে ও দেখা যায় ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী। নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণে যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে।

উপরের বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করে যে, ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন হচ্ছে, উচ্চশিক্ষাতে বড়কোন সমস্যা হচ্ছে না, ব্যবসার ভাববস্তু সঠিকভাবে বুঝতে পেরে ব্যবসা করছে। সুতরাং বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে।

উপসংহার: প্রতিটি যোগাযোগে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শ্রেণিকক্ষ এই তিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক কোনো বিষয়বস্তু বোঝাতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত হন। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়বস্তু বুঝতেই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করার জন্যই শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হন। সুতরাং ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হয় ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবই বাংলা ভাষায় লেখা। ব্যবসায় শিক্ষার

বিষয়বস্তুগুলো তুলে ধরার জন্য বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে কতটুকু সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ করছে তা শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগের সাফল্যের উপর নির্ভর করবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ শ্রেণি, সপ্তম শ্রেণি, অষ্টম শ্রেণিতে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টি নেই। ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়টি নবম শ্রেণি, দশম শ্রেণি, একাদশ শ্রেণি, দ্বাদশ শ্রেণিতে আছে। এই শিক্ষার্থীদের বয়স ১৪-১৭ বছর। মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়টি থাকায় এই গবেষণায় নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পাঠ্যপুস্তক মূল উপাদান। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা জানার জন্য এই গবেষণা শিরোনামটি নির্বাচন করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. বসু, রাজশেখর (১৩৪০), *চলন্তিকা অভিধান*, পৃ. ৭৭।
২. বড়ুয়া, সুব্রত (ফেব্রুয়ারি, ২০০৮) *ব্যবহারিক পরিভাষা*, ঢাকা: প্রকাশক অনুপম প্রকাশনী, পৃ.৮।
৩. মামুদ, হায়াৎ (জানু, ২০১২), *ভাষা শিক্ষা, বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও রচনানীতি*, পৃ. ২০৫।
৪. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১২৮, ১২৯, ১৩২।
৫. মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল (জানু, ২০০১), *রসায়নের পরিভাষা*, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা), পৃ. vi
৬. মোমেন, মনিরুল (মে, ২০০৬) মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মুর্শিদুল আহসান, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড, পৃ. ১৪৫।
৭. মোমেন, মনিরুল (মে, ২০০৬), মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মুর্শিদুল আহসান, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড, পৃ. ১৪৬।
৮. মামুদ, হায়াৎ (জুন, ২০১৭) প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ.২০৯।
৯. শহীদুল্লাহ-রচনাবলী (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪), *পাণ্ডুলিপি: সংকলন উপবিভাগ*, প্রথম খণ্ড, প্রকাশক-শামসুজ্জামান খান, পরিচালক-গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১৯৩।
১০. *বাংলাপিডিয়া* (মার্চ, ২০০৩), খণ্ড ৫, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২৫৮।
১১. *প্রাগুক্ত।*
১২. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৮০, ৮৯, ৯১, ১১১।
১৩. W.M.Ryburn (1951), *The Teaching of Mother tongue*, Oxford, p. 9.
১৪. শিক্ষার সাঙ্গীকরণ, *রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী (১১ শ খণ্ড): জন্ম শতবার্ষিকী সং*, পৃ. ৭০৫।
১৫. Pianta, Rpbert. C. (1999), *Enhancing Relationship Between Childrens and Teachers,* Washington D.C.: American Psychological Assossiation.
১৬. কাদের, এম.এ (ডিসেম্বর, ১৯৯৫), *শিক্ষাক্রম-তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক*, (দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা, পৃ.৯৪।
১৭. শহীদুল্লাহ রচনাবলী (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪), (প্রথম খণ্ড), *পাণ্ডুলিপী: সংকলন উপবিভাগ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৫।
১৮. মিশ্র, সত্যগোপাল, *বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি*, সপ্তম সংস্করণ, কলিকাতা: সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা, পৃ. ৩০।
১৯. শাকুর, মুহাম্মদ আবদুশ (জুন, ১৯৯৪), *মাতৃভাষা পুস্তকের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন কৌশল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১০।
২০. *প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০, উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা*, বাংলাদেশ: শিক্ষা মন্ত্রনালয়, পৃ. ৩৪।
২১. মিয়া, এম.এ.ওহাব (নভেম্বর, ২০০৪-২০০৫), *শিক্ষক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৮২, ১৮৩।
২২. মিয়া, এম.এ.ওহাব (নভেম্বর, ২০০৪-২০০৫), *শিক্ষক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৯২।
২৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (ডিসেম্বর, ২০১২), *জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, ব্যবসায় উদ্যোগ, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, নবম-দশম শ্রেণি*, ঢাকা: নাহিদ এড, এন্ড প্রিন্টিং, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, পৃ. ১৬।
২৪. Allan C. Ornstein (2018), Francis P. Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, seventh edition, Edinburgh: Pearson Education Limited, p. 37, 38.
২৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (ডিসেম্বর, ২০১২), *জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, ব্যবসায় উদ্যোগ, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, নবম-দশম শ্রেণি*, ঢাকা: নাহিদ এড, এন্ড প্রিন্টিং, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, পৃ. ২৫।
২৬. ভৌমিক, নৃপেন (জানুয়ারি, ২০০১), *চিকিৎসা-পরিভাষা অভিধান*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৩।

২৭. সরকার, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (জুলাই, ২০১৮), *ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, প্রথম সংস্করন, ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, পৃ. ৪৫৮।
২৮.প্রাগুক্ত।
২৯.মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল (জানু, ২০০১), *রসায়নের পরিভাষা*, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা), পৃ. vi, ix।
৩০.রায়, সুপ্রকাশ (জানুয়ারি, ২০১০), *পরিভাষা কোষ*, *ইতিহাস অর্থনীতি রাজনীতি সমাজতত্ত্ব দর্শন*, কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, পৃ. ৫।
৩১. দাশগুপ্ত, ধীমান (ফেব্রুয়ারি, ২০১৩), *পরিভাষাকোষ*, *সিনেমা ও অন্যান্য দৃশ্যশিল্পমাধ্যম*, কলকাতা: সুজন প্রকাশনী, পৃ. ১, ২।
৩২.মামুদ, হায়াৎ (মে, ২০১৫) প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ. ১৬৭।
৩৩.মামুদ, হায়াৎ (২০১৯) ড. মোহাম্মদ আমীন, *প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: পুথিনিলয়, পৃ. ১৫৫।
৩৪.অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৩৮।
৩৫.(https://bn.m.wikpedia.org) visited page on 2/17/2020
৩৬.ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, (https:// bn.m.wikipedia.org) 2/17/2020।
৩৭. ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, (https://bn.m.wikipedia.org) visited page on 2/17/2020।
৩৮.ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, (bn.m.wikipedia.org) 4/8/2020, 2/17/2020।
৩৯.ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, (bn.m.wikipedia.org) 2/17/2020।
৪০. ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, (bn.m.wikipedia.org) visited page on 2/17/2020।
৪১. ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, পৃ. ১৭. (bn.m.wikipedia.org) visited page on 2/17/2020।
৪২. আকবর, শ্যামলী (ফেব্রুয়ারি ২০০৯), এ. কে. এম বদরুল আলম, জহির মল্লিক *শিক্ষায় যোগাযোগ: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা: প্রকাশক-৫০, পৃ. ২৩, ২৪।
৪৩. আকবর, শ্যামলী (ফেব্রুয়ারি ২০০৯), এ. কে. এম বদরুল আলম, জহির মল্লিক *শিক্ষায় যোগাযোগ: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা: প্রকাশক-৫০, পৃ. ১৫৯।
৪৪. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৮, ৯, ১১, ২৪, ২৬, ২৭, ৩৮, ৮৪, ৯৩।
৪৫. রহমান, এ এইচ এম হাবিবুর, (২০১৯), শেখ শাহবাজ রিয়াদ, *ব্যবসায় উদ্যোগ*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।
৪৬. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১-১৩২।
৪৭. ইসলাম, শিবলী রুবাইয়াতুল, (২০১৮), মোহাম্মদ সালাউদ্দীন চৌধুরী, নাজমুন নাহার, *ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।
৪৮. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১-১৩২।
৪৯. রহমান, মো: মিজানুর রহমান, (২০১৯), মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়া, *হিসাববিজ্ঞান* , ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।
৫০. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি,পৃ: ১-১৩২।
৫১. করিম, মো: রেজাউল (২০১৯), *উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৫২. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১-১৩২।

৫৩. রহমান, আ.ফ.ম. শফিকুর (২০১৯), মোহম্মদ আব্দুল হামিদ, মোহ: আশরাফুল আলম,- *ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা* ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৫৪. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১-১৩২।

তৃতীয় অধ্যায়

পৃষ্ঠা

৩.১	সূচনা	৬৯
৩.২	সমস্যা নির্বাচন	৬৯
৩.৩	প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা	৬৯
৩.৪	গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল	৬৯
৩.৫	গবেষণার ক্ষেত্র	৬৯
৩.৬	নমুনা নির্বাচন	৭০
৩.৭	বিদ্যালয় নির্বাচন	৭০
৩.৮	শ্রেণি নির্বাচন	৭০
৩.৯	শিক্ষক নির্বাচন	৭০
৩.১০	শিক্ষার্থী নির্বাচন	৭০
৩.১১	পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন	৭০
৩.১২	নমুনা ও নমুনার আকৃতি	৭০
৩.১৩	উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি	৭১
৩.১৪	উপাত্ত বিশ্লেষণ	৭২
৩.১৫	নৈতিক বিবেচনা	৭২
৩.১৬	উপসংহার	৭২

৩.১-সূচনা:

"মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ।" এই গবেষণা কার্যটি পরিচালনায় যে সকল পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি ও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে-এই অধ্যায়ে তারই বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যে কোন কাজ সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদনের জন্য কেবল সৃজনশীল চিন্তা ভাবনাই যথেষ্ট নয়, এর জন্য প্রয়োজন রয়েছে সুপরিকল্পিত ও যথাযথ কার্য পদ্ধতি যা হবে সহজ, সরল, ধারাবাহিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক। তাই এই গবেষণা কাজের জন্যও গ্রহণ করা হয়েছে একটি সুশৃংখল ও ধারাবাহিক কার্য পদ্ধতি।

৩.২-সমস্যা নির্বাচন:

ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় পাঠ্যপুস্তক প্রধান শিক্ষাসামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লাভে সহায়ক হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। তাই ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন পাঠ্যপুস্তকে স্পষ্টভাবে সূচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে নির্ধারিত বিষয়বস্তু এবং নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিন্যাসগত উপযোগিতা পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে পরিগণিত হয়। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর বিন্যাসের যথাযথ রূপায়ন অত্যন্ত জরুরি। মাধ্যমিক স্তরে (নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণিতে) এসে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রান্তিকযোগ্যতা অর্জন ও পরবর্তীতে ব্যবসার বিষয়ে দক্ষতা লাভের প্রয়োজন হয়। তাই শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে বোধগম্যের জন্য পরিভাষা কতটা সহায়ক বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা দেখা অত্যন্ত দরকার ।এই বিশেষ দৃষ্টি কোন থেকেই “মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরুপণ”- গবেষণার বিষয় হিসেবে নিবার্চন করা হয়েছে।

৩.৩-প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা:

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের পর এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত গবেষণা রির্পোট,জার্নাল,বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রনয়ণ কমিটির রির্পোট,গুগোল সার্চ করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রির্পোট, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রির্পোট ও অন্যান্য পুস্তক - পুস্তিকা সংগ্রহ করে এগুলোর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণার কাজ পরিচালনার নিয়মবিধি সংক্রান্ত বই পত্রের সহায়তা নেওয়া হয়েছে অতপর গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রধান উপদেষ্টার তত্ত্বাবধায়ক গবেষণা পরীক্ষা কমিটির সদস্যদের অনুমোদন নেওয়া হয়।

৩.৪ গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল :

এই গবেষণায় পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য পরিমাণগত পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট। আর যেহেতু শিক্ষার্থীদের শিখন- শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ করা হয়েছে, সেহেতু পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করাই যৌক্তিক। পরিমাণগত উপাত্ত একত্রে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এই গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল গবেষক কাজের সুবিধার্থে নির্ধারণ করেছেন।

৩.৫ গবেষণার ক্ষেত্র:

ঢাকা শহরের মাধ্যমিক স্তরের **১২** টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে ধরা হয়েছে।

৩.৬-নমুনা নির্বাচন:

গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এটিকে সার্থক করার জন্য ক) বিদ্যালয় নির্বাচন, খ) শ্রেণি নির্বাচন, গ) ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক নির্বাচন, ঘ) ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থী নির্বাচন, ঙ) পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ/ নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.৭-বিদ্যালয় নির্বাচন:

কাজের সুবিধার্থে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ঢাকা শহরের মাধ্যমিক স্তরের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.৮- শ্রেণি নির্বাচন:

মাধ্যমিক স্তরে তিন স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। নিম্ন মাধ্যমিক স্তর , মাধ্যমিক স্তর ,উচ্চ মাধ্যমিক স্তর । মাধ্যমিক স্তর (নবম,দশম শ্রেণি), উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণি) পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় অর্ন্তভুক্ত আছে। তাই নবম, দশম,একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণি নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.৯-শিক্ষক নির্বাচন:

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পড়ান এ সকল শিক্ষাক নির্বাচন করা হয়েছে। পরিমাণগত পদ্ধতির জন্য সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতিতে (১২ x ৪)= ৪৮ জন শিক্ষক বাছাই করা হয়েছে।

৩.১০-শিক্ষার্থী নির্বাচন:

পরিমাণগত পদ্ধতির জন্য সম্ভাবনা নমুনা থেকে সরল দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতিতে (১২ x ৪৫)= ৫৪০ জন বাছাই করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীকে ১০ দিয়ে ভাগ করে রোল নম্বর ডেকে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.১১-পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন:

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণে নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.১২-নমুনা ও নমুনার আকৃতি:

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১২ টি
শ্রেণিকক্ষ (নবম + দশম + একাদশ + দ্বাদশ)	৪৮ টি
শিক্ষক- শিক্ষিকার সংখ্যা পরিমানগত পদ্ধতি	৪৮ জন
শিক্ষার্থীর সংখ্যা পরিমানগত পদ্ধতি	৫৪০ জন
পাঠ্যপুস্তক	নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক

শ্রেণি কক্ষ পর্যবেক্ষণ	১২ টি ক্লাস

৩.১৩- উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি:

গবেষণাটিতে পরিমাণগত উপাত্তের জন্য জরিপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে ও শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ তালিকা ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ এবং শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। একসেট হলো শিক্ষকগণের জন্য আর একসেট শিক্ষার্থীদের জন্য এই প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করেই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন প্রণয়নে বদ্ধ, উন্মুক্ত এবং মিশ্র ধরনের প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্নোত্তরিকা বিষয় শিক্ষকদের (কিছু শিক্ষকদের ক্ষেত্রে) দিয়ে আসা হয় এবং পরে আবার তা সংগ্রহ করা হয়। কোন কোন শিক্ষক তার পেশাগত কাজের ব্যস্ততার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিতে অপারগ হলে গবেষক শিক্ষকের ব্যস্ততা বিবেচনা করে তাঁকে পর্যাপ্ত সময় দিতে কার্পণ্য করেন নি। তথ্যের যথাযথ ও সঠিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে গবেষক যথাসাধ্য সচেষ্ট থেকেছেন। প্রশ্নোত্তরিকায় উপস্থাপিত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে শিক্ষক যাতে যথাযথ মতামত প্রদান করেন গবেষক তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজে বসে থেকে শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহ করেছেন। শিক্ষার্থীদের থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষক সরাসরি শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো দিয়ে তা সংগ্রহ করেন। উত্তরদাতা কোন প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলে গবেষক উত্তরদাতার সুবিধা মতো সময়ে তাদের সাথে আলোচনা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

পাঠ্যবই পর্যালোচনা :

পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়। পাঠ্যপুস্তক লেখা হয় শিক্ষানবীশদের উপযোগী করে। শিক্ষক নির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শিখানো প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। বর্তমান গবেষণায় ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহকে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। তথ্যবিশ্লেষণ (Documentary Analysis) এর মাধ্যমে প্রথমে পাঠ্যবইয়ের বাংলা পরিভাষাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে কারণ কতটুকু সুবিধা ও অসুবিধা তৈরি করছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ:

এই গবেষণার জন্য গবেষক নিজেই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ এবং শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহে গবেষককে সাহায্য করেছেন। শিখন-শেখানো কার্যাবলী ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ করার জন্য শিক্ষকদের শ্রেণি শিক্ষাদান তাৎক্ষনিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ১২ টা প্রতিষ্ঠান থেকে ১২ জন শিক্ষক এর ক্লাস পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১ জন করে শিক্ষক এর ক্লাস পর্যবেক্ষণের আওতায় নেত্তয়া হয়েছে। তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৩টি নবম শ্রেণির ক্লাস, তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একাদশ শ্রেণি এবং তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

৩.১৪ উপাত্ত বিশ্লেষণ:

ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালা, পাঠ্যবই পর্যালোচনা, শ্রেণিকক্ষে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উত্তরসমূহ পরিসংখ্যানিক কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রশ্নমালা ব্যবহার করার সময় যথাসম্ভব সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রতিটি প্রশ্নের বিপরীতে প্রাপ্ত তথ্যের সুস্পষ্টতা নিশ্চিত করতে সংখ্যার পাশাপাশি শতকরা হার প্রতিটি সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণ যাতে সকলের কাছে সহজ ও স্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় এ জন্য বিন্যাসিত উপাত্তের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সহজ ভাষায় এবং তথ্যের শতকরা হার প্রতি ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। খোলা প্রশ্নের (Opened Questions) আওতায় প্রদত্ত সমপর্যায়ের উত্তরগুলো একই ক্যাটাগরির অধীনে এনে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই পর্যালোচনায় প্রথমে ব্যবসায় শিক্ষায় ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা গুলোর নিচে দাগ দিয়ে তারপর প্রতিটি অধ্যায় পৃথক ভাবে ট্যালি করে পরিভাষা চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তু কতটা বোধগম্যভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে তা দেখা গবেষকের উদ্দেশ্য । এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে ব্যবসার বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা কতটা অনুধাবন করতে পারছে। বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা কি রকম সুবিধা-অসুবিধার সম্মুখিন হচ্ছে তা নির্ণয় করার জন্য গবেষক পাঠ্যবইয়ের বাংলা পরিভাষার তালিকা তৈরি করেছেন। প্রথমে চিহ্নিত করা হয়েছে কারণ এই পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য কতটুকু উপযোগী এবং কতটুকু সুবিধা ও অসুবিধা তৈরী করছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পরিভাষাগুলো চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য হলো ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের ভাববস্তু বোঝার জন্য পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা অন্তর্ভুক্ত আছে কি না। এই পরিভাষাগুলোার সাথে শিক্ষার্থীরা কতটুকু পরিচিত এবং ব্যবসার ভাববস্তুর জানার জন্য কতটা প্রাসঙ্গিক। তা জানার জন্য গবেষক ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার তালিকা তৈরি করেছেন।

উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের জন্য গড় এবং শতাংশ ব্যবহার করে এর মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্ন ধরে তা বিশ্লেষণ এবং প্রদানকৃত তথ্যগুলো উত্তর প্রদানের ধরন অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ এবং উপাত্তসমূহ সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিমাণগত গবেষণা হওয়ায় উপাত্তসমূহ বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন-গ্রাফিক্স চিত্রের মাধ্যমে শতকরা দেখানো হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত ফলাফল সমন্বয় করা হয়েছে।

৩.১৫ নৈতিক বিবেচনা:

প্রতিটি গবেষণাকর্মে এমন কিছু বিষয় থাকে যা নৈতিকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাঁদের পরিচয় ও প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে।

৩.১৬ উপসংহার:

একটি সমৃদ্ধ ভাষার সাধারণ শব্দভাণ্ডারের সাথে পুরনো শব্দের পাশাপাশি নতুন নতুন শব্দ যোগ হচ্ছে। এক ভাষার শব্দসম্ভার কীভাবে অন্য ভাষায় ব্যবহার করা যায়, তার উপায় বের করার জন্য পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করছে। "মাধ্যমিক স্তরে

ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ”- এই গবেষণায় ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক- শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে বলে মনে হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

উপাত্ত বিশ্লেষণ, উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা

ভূমিকা:

"মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ"- এই গবেষণার বিষয়। গবেষণা কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বর্তমান গবেষক ঢাকা শহরের মাধ্যমিক স্তরের ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। গবেষণায় ডকুমেন্ট হিসেবে নবম,দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ, শিক্ষকগণের জন্য ১৬ টি প্রশ্নমালা, শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫ টি প্রশ্নমালা এবং শ্রেণি পর্যবেক্ষণে ১২ টি প্রশ্নের তালিকা ব্যবহার করা হয়েছে। ডকুমেন্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং বিষয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহ এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রশ্নের গঠন কৌশল, ধরণ ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সেগুলোর কিছু উপাত্ত বিভিন্ন চিত্র সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কিছু উপাত্ত শুধু বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ:

৪.১ : শিক্ষার্থীদের প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ:

সারণি: ৪.১.১: ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য:

শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ক) ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করা	১৯৫	৩৬.১১
খ) ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া	৫৪	৯.৯৬
গ) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণের যোগ্যতা অর্জন	৬১	১১.৩৬
ঘ) বৈশ্বিক চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান	৬৯	১২.৭৬
ঙ) আধুনিক কর্মক্ষেত্র উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে যোগ্য হয়ে গড়ে উঠা	১৬১	২৯.৮১
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.১

সারণি: ৪.১.১ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পাওয়া যায় যে, ৩৬.১১% শিক্ষার্থী ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করা। ৯.৯৬% শিক্ষার্থী ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। ১১.৩৬% শিক্ষার্থী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ যোগ্যতা অর্জন। ১২.৭৬% শিক্ষার্থী বৈশ্বিক চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদানে টিক দিয়েছে। ২৯.৮১% শিক্ষার্থী আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে যোগ্য হয়ে উঠা।

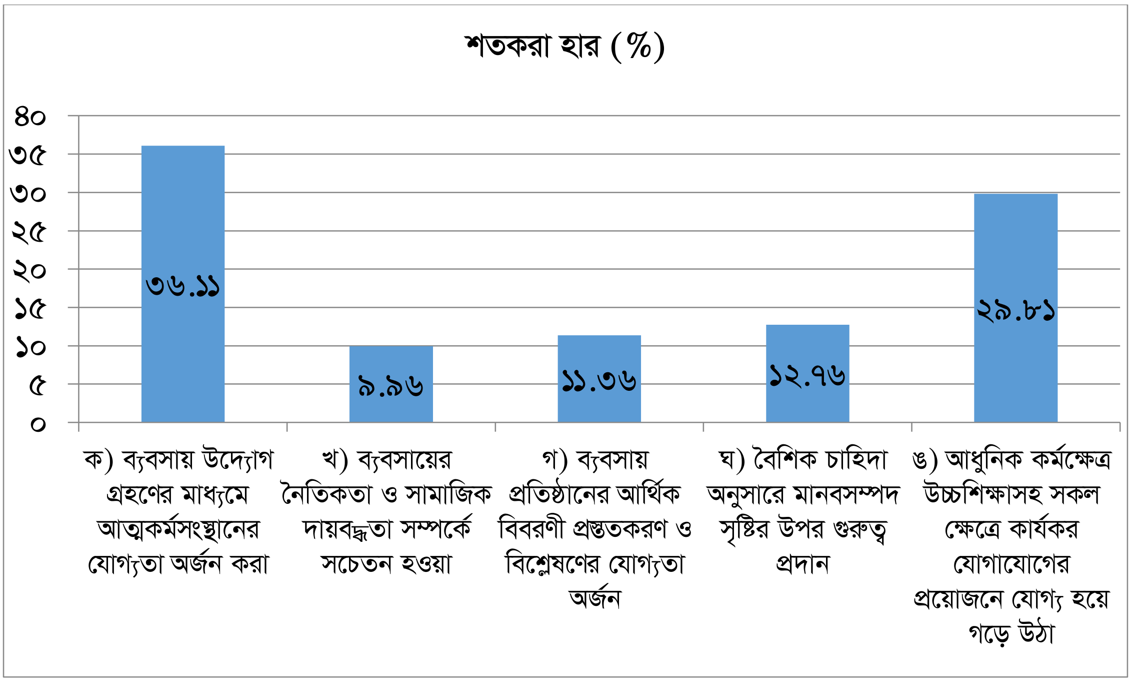

চিত্র: ১ ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য

বেশির ভাগ ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থী অর্থাৎ ৩৬.১১% শিক্ষার্থীর মূল উদ্দেশ্য ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করা। ব্যবসায় শিক্ষায় ২৯.৮১% শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে যোগ্য হয়ে গড়ে উঠা। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন এবং আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে যোগ্য হয়ে গড়ে উঠাকে ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মনে করছে। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য সফল করতে হলে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবহৃত পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বুঝতে হবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝতে হলে পাঠ্যবইয়ের পরিভাষাগুলো ও সঠিকভাবে বুঝতে হবে। অন্যথায় ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সফল হবে না। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন এবং আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা জানা আবশ্যক।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বেশির ভাগ ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থী অর্থাৎ ৩৬.১১% শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য ব্যবসা বোঝা। ব্যবসায় শিক্ষায় ৩৪.৮১% শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য পরবর্তীতে ব্যবসা করতে পারা। যে সব ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ব্যবসা বুঝতে পারবে তারাই পরবর্তীতে ব্যবসা করতে পারবে, ব্যাংক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকুরী করতে পারবে। যেহেতু ব্যবসা বোঝার পক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি সুতরাং বলা যায় মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য ব্যবসা বোঝা।

সারণি: ৪.১.২: পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার %
হ্যাঁ	৪৬০	৮৫.১৯
না	৮০	১৪.৮১
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০

ঢাকা শহরের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮৫.১৯ শিক্ষার্থী 'হ্যাঁ' উত্তর দিয়েছে এবং ১৪.৮১% শিক্ষার্থী 'না' উত্তর দিয়েছে।

সারণি: ৪.১.২

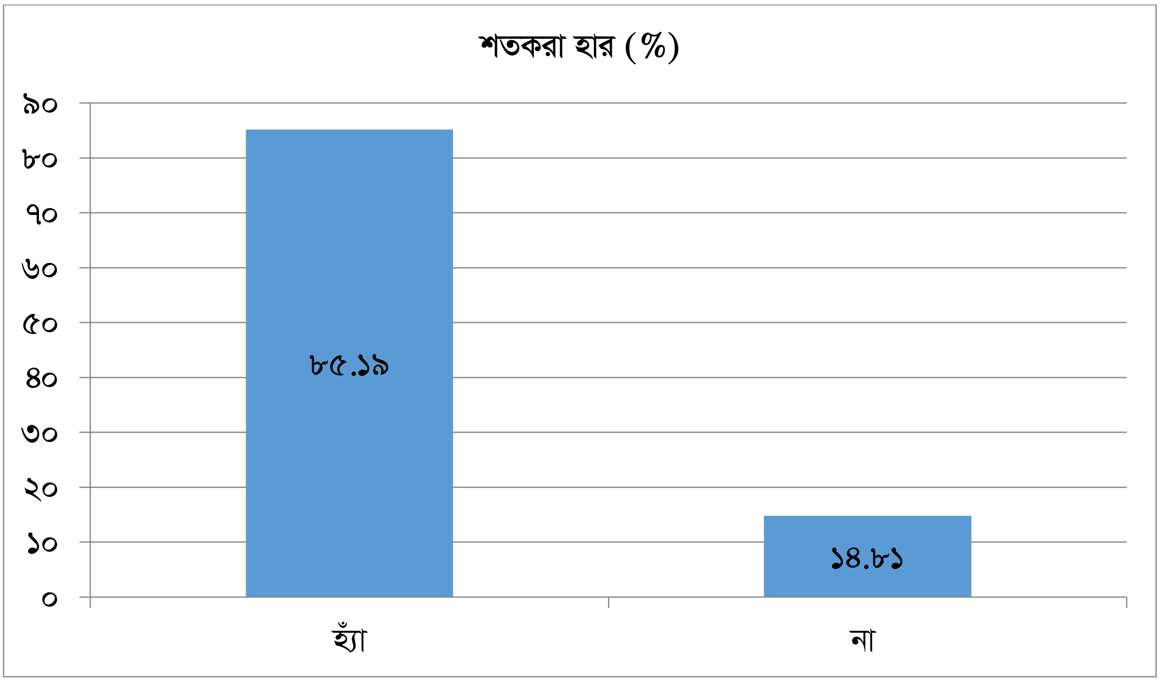

চিত্র:২ পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত

শতকরা ৮৫.১৯ জন শিক্ষার্থী মনে করে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো তাদের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে সকল শিক্ষার্থী 'না' উত্তর দিয়েছে অর্থাৎ ১৪.৮১% শিক্ষার্থীর অধিকাংশই নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। এই সকল শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণিতে আসার আগে "ব্যবসায় শিক্ষা " বিষয়টির সাথে পরিচিত ছিল না। তাই তারা পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কি না সে সম্পর্কে ধারনা নেই। ৮৫.১৯% শিক্ষার্থী মনে করে যে, পাঠ্যবইয়ে ব্যাবাহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ তারা ব্যবসার বিষয়বস্তু সঠিক ভাবে বুঝতে পারছে। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

সারণি: ৪.১.৩: বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার%
ক) অনেক মানানসই	১৩৩	২৪.৬৩
খ) মানানসই	২৫০	৪৬.৩০
গ) কিছুটা মানানসই	৮৭	১৬.১১
ঘ) মানানসই নয়	৭০	১২.৯৬
ঙ) মোটেই মানানসই নয়	০০	০০
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.৩

বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই কিনা, মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা হলে তারা ২৪.৬৩% শিক্ষার্থী উত্তর দেয় অনেক মানানসই। ৪৬.৩০% শিক্ষার্থী উত্তর দেয় মানানসই। ১৬.১১% শিক্ষার্থী উত্তর দেয় কিছুটা মানানসই। ১২.৯৬% শিক্ষার্থী উত্তর দেয় মানানসই নয়। ০০% শিক্ষার্থী উত্তর দেয় মোটেই মানানসই নয়।

সারণি: ৪.১.৩

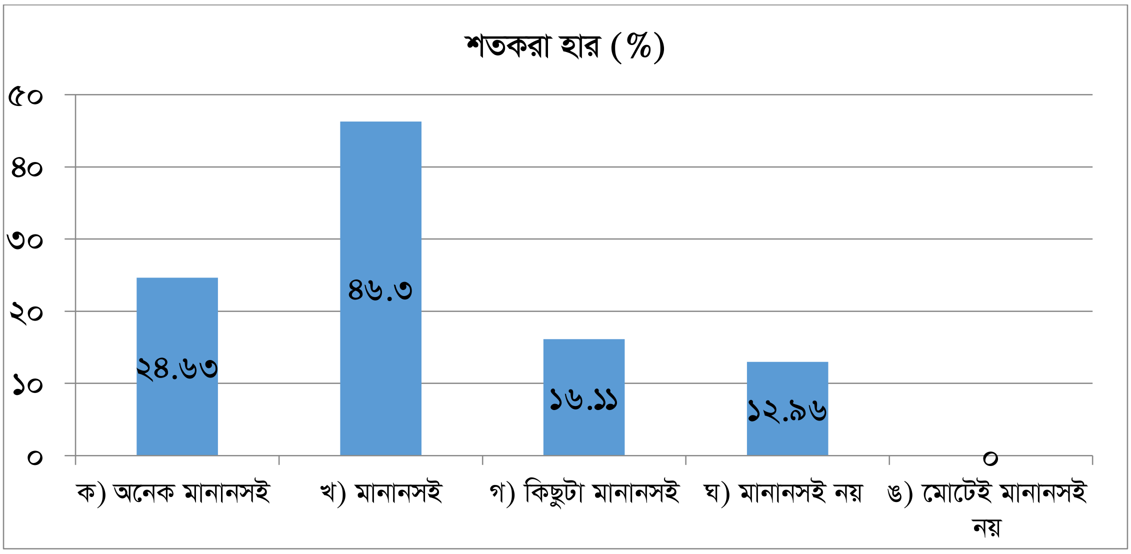

চিত্র: ৩ বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই

মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীর (নবম-দশম) ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে কিভাবে মানানসই এই প্রশ্নের উত্তরে তারা যা বলেছে তার মূল কথা হলো: নবম-দশম শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষার্থীরা পূর্বে এই বিষয়ের সাথে পরিচিত না হওয়াতে তারা অনেক ধরনের ব্যবসার বাংলা পারিভাষিক শব্দের সাথে অপরিচিত থাকে। মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে কিভাবে মানানসই এই প্রশ্নের উত্তরের সারমর্ম হলো: তারা মনে করে পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষার বিকল্প বা সহজবোধ্যতার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তু সহজবোধ্যতা তৈরি করে ব্যবসা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা এর সাথে একমত। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই।

সারণি: ৪.১.৪: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সুবিধা:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার %
হ্যাঁ	৪৪৯	৮৩.১৫
না	৯১	১৬.৮৫
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০

সারণি: ৪.১.৪

ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সুবিধা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ৮৩.১৫% শিক্ষার্থী “হ্যাঁ” এবং ১৬.৮৫% শিক্ষার্থী “না” উত্তর দিয়েছে।

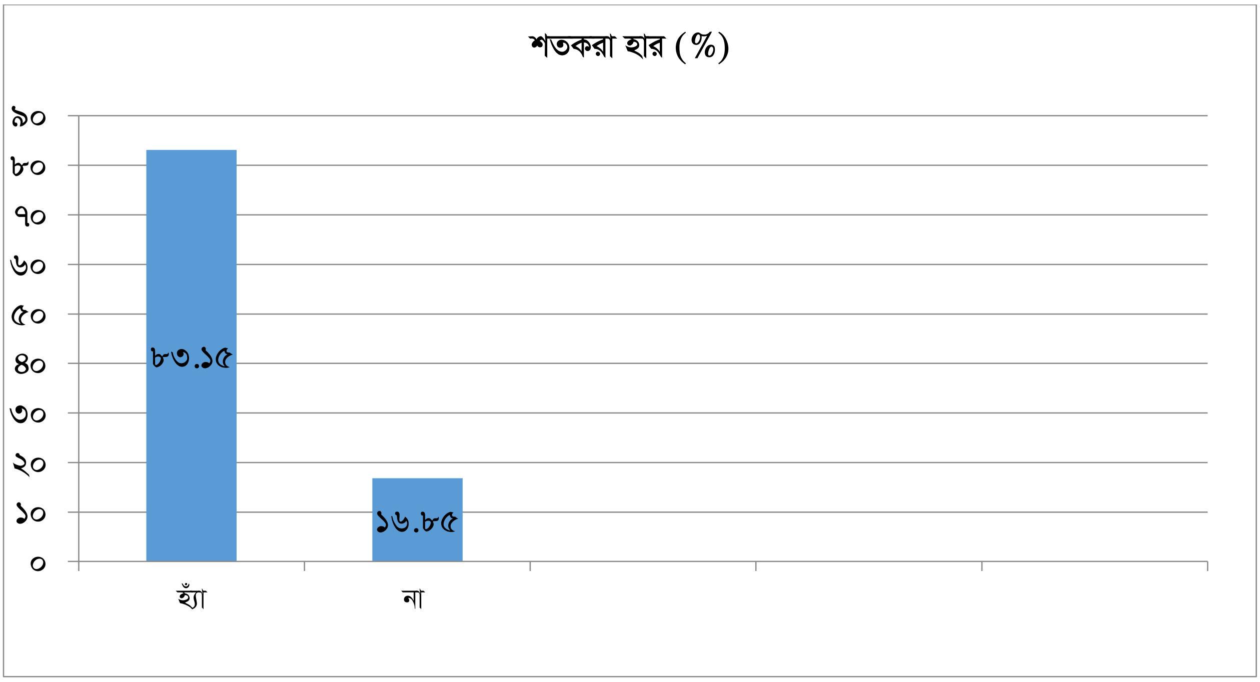

চিত্র: ৪ ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সুবিধা

ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, তাদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলোর মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু কতটা বুঝতে পারছে। শিক্ষার্থীদের ৮৩.১৫% হ্যাঁ উত্তর দিয়েছেন। তাদের মতামত হলো ব্যবসার এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে তারা ব্যবসার বিষয়বস্তু বুঝতে পারছে। শিক্ষার্থীদের ১৬.৮৫% না উত্তর দিয়েছেন। তাদের বেশির ভাগ নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তারা এই বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে নতুন জানছে। মুনাফা, পণ্য, আর্থিক, ঝুঁকি, মূলধন, দ্রব্যাদি, লাভ ইত্যাদি যে বাংলা পরিভাষা ১৬.৮৫% শিক্ষার্থী উত্তর দিয়েছে তা জানে না । তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার প্রভাব রয়েছে।

সুতরাং বলা যায় যে, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সুবিধা রয়েছে।

সারণি: ৪.১.৫: পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার%
হ্যাঁ	৪৪৫	৮২.৪০
না	৯৫	১৭.৫৯
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০

সারণি: ৪.১.৫

সারণি ৪.১.৫ তে পাওয়া যায়, ৮২.৪০% শিক্ষার্থী "হ্যাঁ" বলেছে ও ১৭.৫৯% শিক্ষার্থী "না" বলেছে।

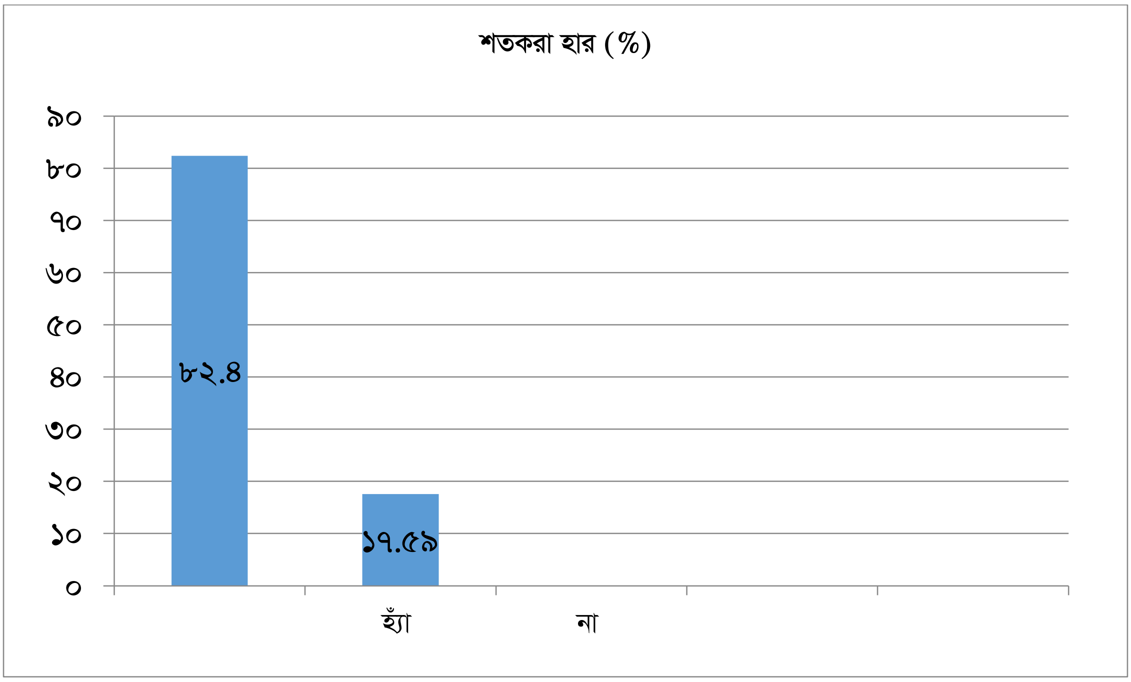

চিত্র-৫ পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন ৮২.৪০% শিক্ষার্থী। পাঠ্যবইয়ে যথাযথ বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে বলেই তারা বিষয়বস্তু শিখতে পারছে। ১৭.৫৯% শিক্ষার্থী না উত্তর দিয়েছে। তারা সবাই নবম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া নতুন শিক্ষার্থী ছিল। পরিশেষে বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে।

সারণি: ৪.১.৬: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো জানার আগ্রহ:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)
খুব আগ্রহবোধ করে	২১৬	৪০
আগ্রহবোধ করে	১৫৬	২৮.৮৯
কম আগ্রহবোধ করে	৯৬	১৭.৭৮
আগ্রহবোধ করে না	৭২	১৩.৩৩
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি:৪.১.৬

শিক্ষার্থীদের বাংলা পরিভাষার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আগ্রহবোধ করা ভিত্তিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায়, খুব আগ্রহবোধ করে ৪০%, আগ্রহবোধ করে ২৮.৮৯%, কম আগ্রহবোধ করে ১৭.৭৮%, আগ্রহবোধ করে না ১৩.৩৩% শিক্ষার্থী।

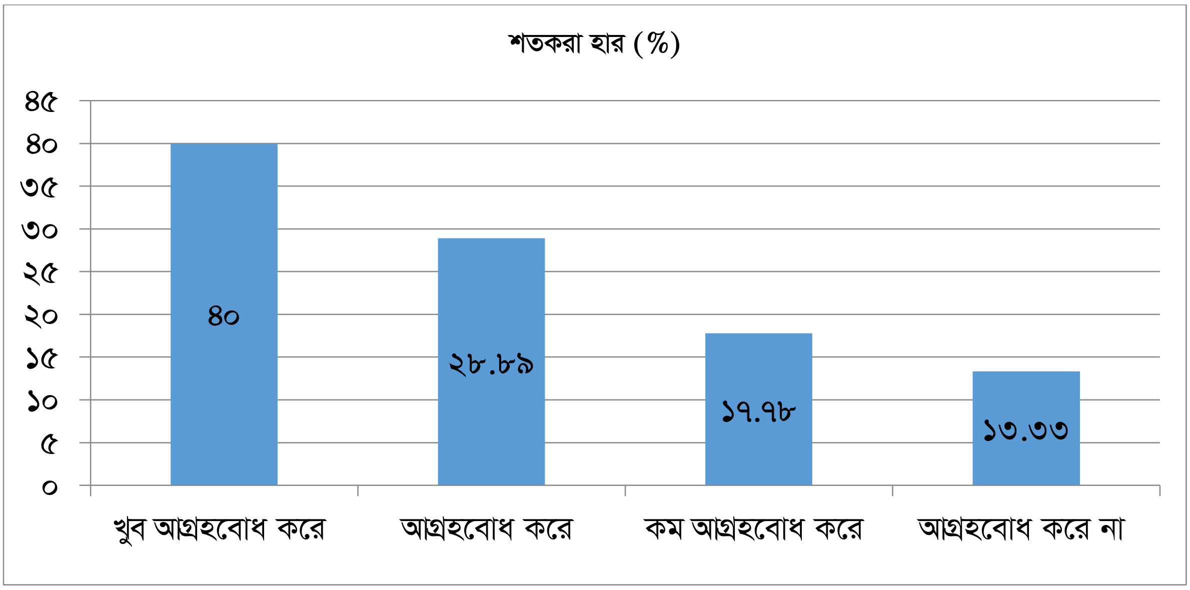

চিত্র-৬: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো জানার আগ্রহ

চিত্রে দেখা যাচ্ছে, খুব আগ্রহবোধ করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি অর্থাৎ ৪০%। আগ্রহবোধ করে ২৮.৮৯% শিক্ষার্থী। কম আগ্রহবোধ করে ১৭.৭৮% এবং আগ্রহবোধ করে না ১৩.৩৩% শিক্ষার্থী। ব্যবসায় শিক্ষার কিছু শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক বিষয়বস্তু শিখা যতটা প্রয়োজনীয় মনে করে বাংলা পরিভাষার শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই গুরুত্ব তারা দেয় না। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে আগ্রহবোধ করে।

সারণি: ৪.১.৭: ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার %
ক) অনেক উপযোগী	২১৬	৪০
খ) উপযোগী	১৫৬	২৮.৮৯
গ) মোটামুটি উপযোগী	৯৬	১৭.৭৮
ঘ) কম উপযোগী	৭০	১২.৯৬
ঙ) উপযোগী নয়	০২	০.৩৭
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০

সারণি: ৪.১.৭

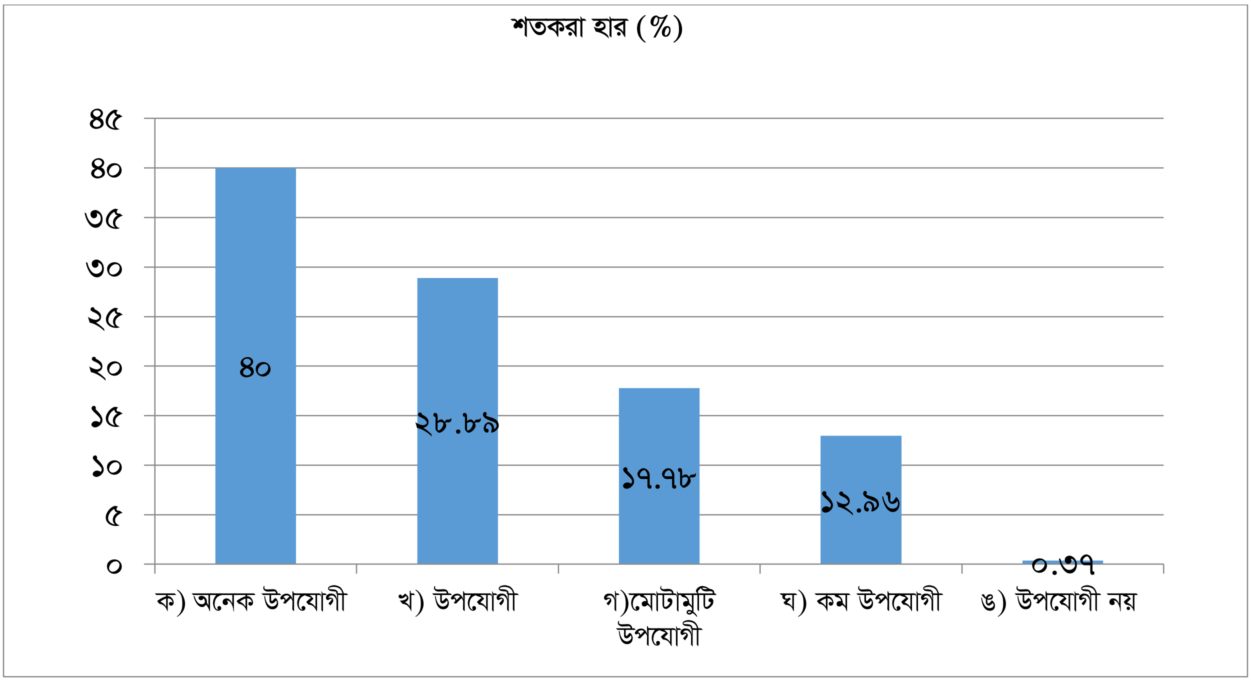

চিত্র-৭: ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী

পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষার বিকল্প বা সহজবোধ্যতার জন্য ব্যবহার হয়। ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে। ভবিষ্যতে ব্যবসা করার জন্য ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত এই বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক উপযোগী এই মতামত দিয়েছে ৪০% শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীরা আরও মতামত দিয়েছেন পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর বর্তমান শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রভাব ফেলছে এবং ব্যবসায়িক বিষয়বস্তুকে গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে। তাই বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী মতামত দিয়েছে ২৮.৮৯% শিক্ষার্থী। বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্যমোটামুটি উপযোগী বলেছে ১৭.৭৮% শিক্ষার্থী। বাংলা পরিভাষা কম উপযোগী মনে করছে ১২.৯৬% শিক্ষার্থী। তাদের মতামত বিষয়ভিত্তিক পাঠে বাংলা পরিভাষিক এর জায়গায় ইংরেজী শব্দ সরাসরি ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন: ব্যাংক, ব্র্যান্ড, গ্রেডিং, ইউনিট, ভ্যালু, প্যাকেজিং, ডেবিট, ক্রেডিট, মেশিন, চেইন, অফিস, কমিশন, প্যাটেন্ট, অ্যাক্ট ট্রেডমার্ক, ওয়ারেন্টি, ড্রপপারস, র‍্যাকজবারস ইত্যাদি। ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা উপযোগী নয় মনে করছে ০.৩৭% শিক্ষার্থী।

সারণি: ৪.১.৮: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয়:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অনেক আকষর্ণীয়	২৬২	৪৮.৫২
আকষর্ণীয়	১৯০	৩৫.১৯
কম আকষর্ণীয়	৮৮	১৬.২৯
আকষর্ণীয় নয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা	০	০০.০০
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.৮

ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ৪৮.৫২% শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক আকষর্ণীয়, ৩৫.১৯% শিক্ষার্থীরা লিখেছে আকষর্ণীয়, ১৬.২৯% শিক্ষার্থী মনে করে কম আকষর্ণীয়। আকষর্ণীয় নয় কোন শিক্ষার্থী লিখে নাই।

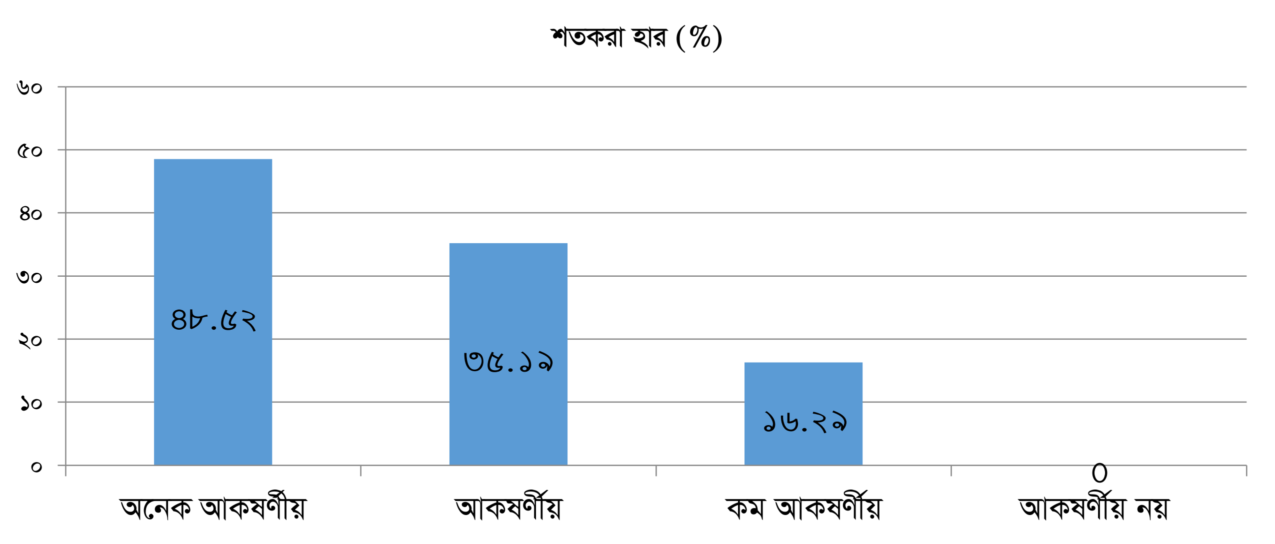

চিত্র-৮: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয়

চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক আকষর্ণীয় ৪৮.৫২% এবং আকষর্ণীয় ৩৫.১৯% ও কম আকষর্ণীয় ১৬.২৯%। আকষর্ণীয় নয় কোনো শিক্ষার্থী লিখে নাই। সকল শিক্ষার্থীর কাছেই ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক, মোটামুটি বা কম আকষর্ণীয় মনে করছেন। ৪৮.৫২% ও ৩৫.১৯% শিক্ষার্থীরা মনে করছেন ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়বস্তু বুঝতে সাহায্য করছে, ব্যবসায় শাখার কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে জানতে পারছে, উচ্চশিক্ষার জন্য সহায়তা করছে। ফলে তারা আগ্রহ ও আকর্ষণ অনুভব করছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার শিক্ষার্থীদের কাছে আকষর্ণীয়।

সারণি: ৪.১.৯: পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪৬৭	৮৬.৪৮
না	৭৩	১৩.৫২
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি:৪.১.৯

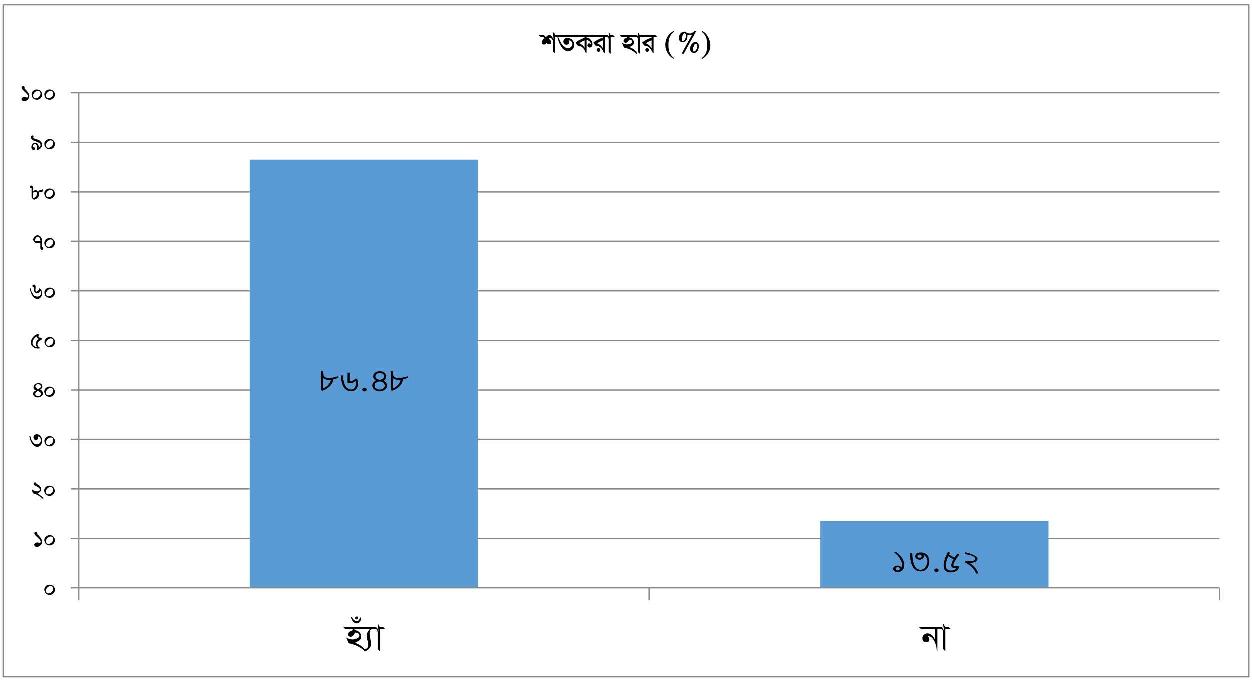

চিত্র-৯: পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

চিত্রে স্পষ্ট প্রতীয়মান শিক্ষার্থীদের অনেক বড় অংশ মনে করছে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে ব্যবসার ভাববস্তুগত দিক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উত্তরদাতা শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তরিকার সাহায্যে জানিয়েছেন বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করে শিক্ষকের মাধ্যমে ব্যবসায়িক বিষয়বস্তুকে গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে। ব্যবসায় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছে। ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সাহায্যে ব্যবসার লেনদেন, বিনিয়োগ সম্পর্কে জানতে পারছে যা ভবিষ্যৎতে ব্যবসা করার জন্য প্রয়োজন। এই সবকিছু শিক্ষকের মাধ্যমেই জানতে পারছে। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ,গড়ে উঠছে। বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে ব্যবসায় শিক্ষার কোনো শ্রেণির পাঠ্যবইতে কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। যার ফলে একমাত্র শিক্ষকের মাধ্যমেই ব্যবসায় শিক্ষার-শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে জানতে হয়। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটা প্রমাণিত, ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে।

সারণি: ৪.১.১০: ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষার ব্যবহার:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পর্যাপ্ত	৫০	৯.২৬
মোটামুটি পর্যাপ্ত	৪৬০	৮৫.১৮
পর্যাপ্ত নয়	৩০	৫.৫৬
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.১০

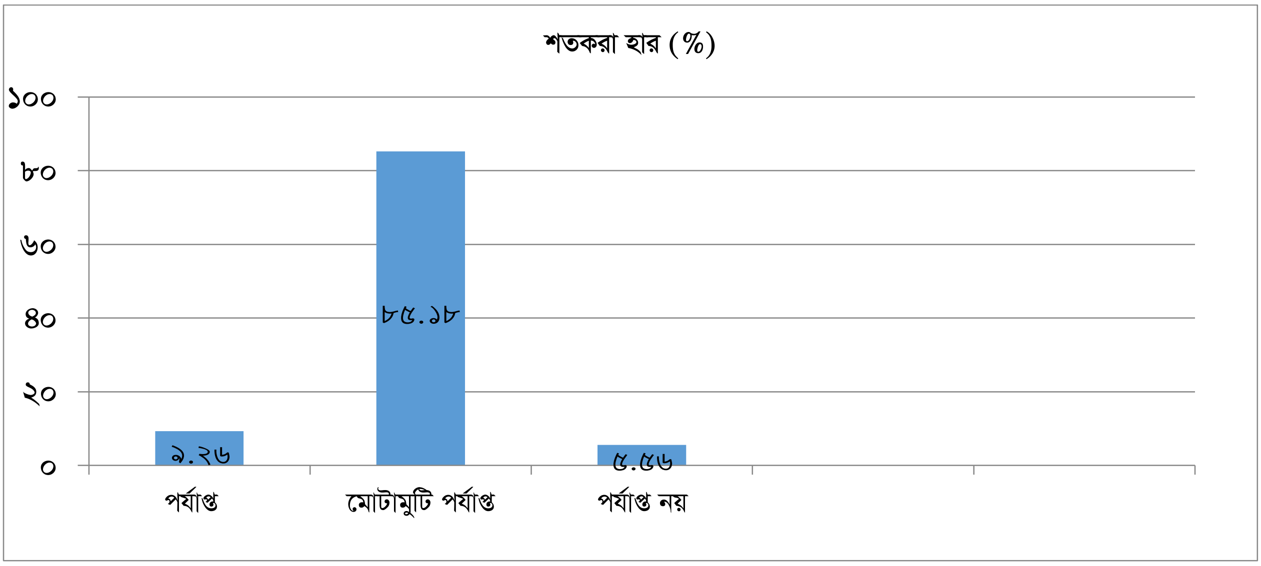

চিত্র-১০: ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষার ব্যবহার

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে ৯.২৬% শিক্ষার্থী মনে করছে। ৮৫.১৮% শিক্ষার্থী উত্তর দিয়েছে ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়েমোটামুটি পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। পর্যাপ্ত নয় ৫.৫৬% শিক্ষার্থী বলেছে। ব্যবসায় শিক্ষার ৮৫.১৮% শিক্ষার্থীদের মতামত পাঠ্যবইয়েমোটামুটি পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে। বয়স অনুযায়ী পর্যাপ্ত ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে। পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুকে সহজ করে তুলেছে বলে এই শিক্ষার্থীরা মনে করেন।

সারণি: ৪.১.১১: পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করে:

শিক্ষার্থীদের মতামত	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৫৮	৬৬.৩০
না	১৮২	৩৩.৭০
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.১১

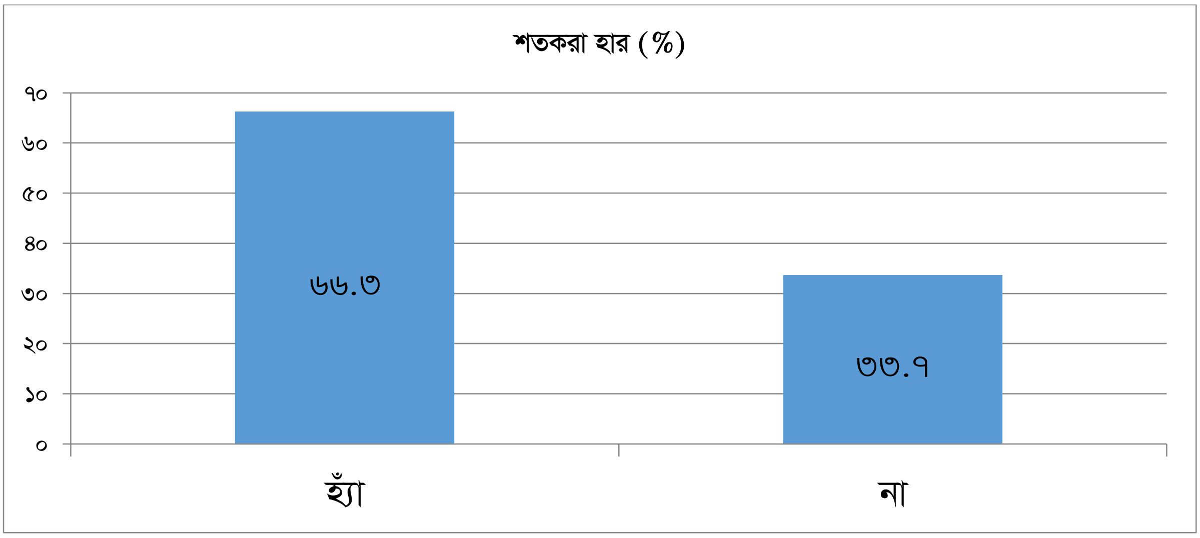

চিত্র-১১: পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করে

চিত্রে দেখা যাচ্ছে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ হয় মনে করে ৬৬.৩৩% শিক্ষার্থী এবং ব্যবসার বিষয়বস্তুর চাহিদা পূরণ হয় না মনে করছে ৩৩.৭০% শিক্ষার্থী। ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর ব্যবসার বিষয়বস্তুর চাহিদা পূরণ হয় না মনে করে ৩৩.৭০% শিক্ষার্থী। তাদের মতামত হলো ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো যদি সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণ করতো তাহলে দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেত না। আবার ৬৬.৩০ শিক্ষার্থী মনে করছে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করছে। এই সকল শিক্ষার্থীদরে মতামত হলো:- তারা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান, নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, ব্যবসায়িক পরিবেশ, ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন এবং দৈনন্দিন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কর্মকান্ডের হিসাব রাখা ও পারিবারিক জীবনে বাজেট তৈরির মাধ্যমে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে দেশে ছোট-বড় অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে, ব্যবসার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। মাধ্যমিক স্তর শেষ করে অনেকেই ব্যবসা করছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া যায় যে, ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর ব্যবসার বিষয়বস্তুর চাহিদা পূরণ করে।

সারণি: ৪.১.১২: শিক্ষার্থীরা বাংলা পরিভাষাগুলো ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪৭৮	৮৮.৫২
না	৬২	১১.৪৮
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি:৪.১.১২

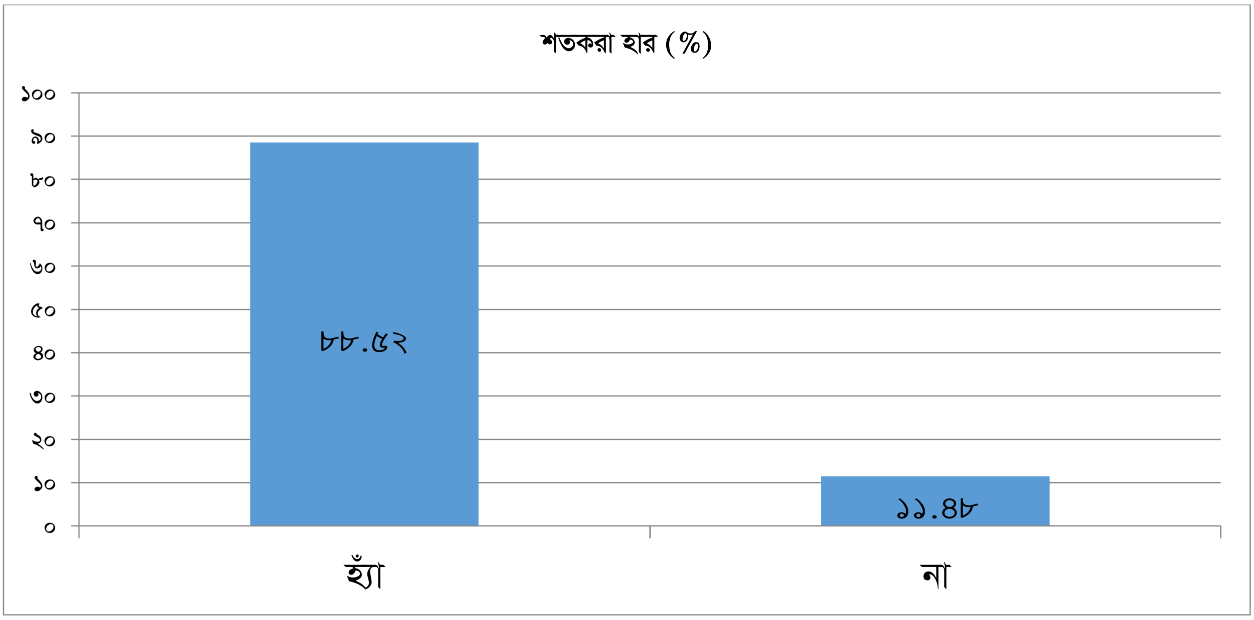

চিত্র-১২: শিক্ষার্থীরা বাংলা পরিভাষাগুলো ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ৮৮.৫২% শিক্ষার্থী মনে করছে তারা ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে এবং ১১.৪৮% শিক্ষার্থী মনে করছে তারা ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ভবিষ্যতে প্রয়োগ করতে পারবে না। ১১.৪৮% শিক্ষার্থী যারা মনে করছে ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ভবিষ্যতে প্রয়োগ পারবে না। তারা এখানে কোনো মতামত ও দেয় নি। এদের অধিকাংশই মেয়ে শিক্ষার্থী। ৮৮.৫২% শিক্ষার্থীর মতামত হচ্ছে-তারা ছোট হলেও ব্যবসায় করতে পারবে এবং উদ্যোক্তা হতে পারবে। তথ্য বিশ্লেষণে প্রমাণিত হচ্ছে, ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ভবিষ্যতে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারবে।

সারণি: ৪.১.১৩: পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো প্রাসঙ্গিক:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার %
অনেক প্রাসঙ্গিক	২২৬	৪১.৮৫
প্রাসঙ্গিক	১৫৭	২৯.০৮
মোটামুটি প্রাসঙ্গিক	৮৯	১৬.৪৮
কিছুটা প্রাসঙ্গিক	৫৮	১০.৭৪
প্রাসঙ্গিক নয়	১০	১.৮৫
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০

সারণি: ৪.১.১৩

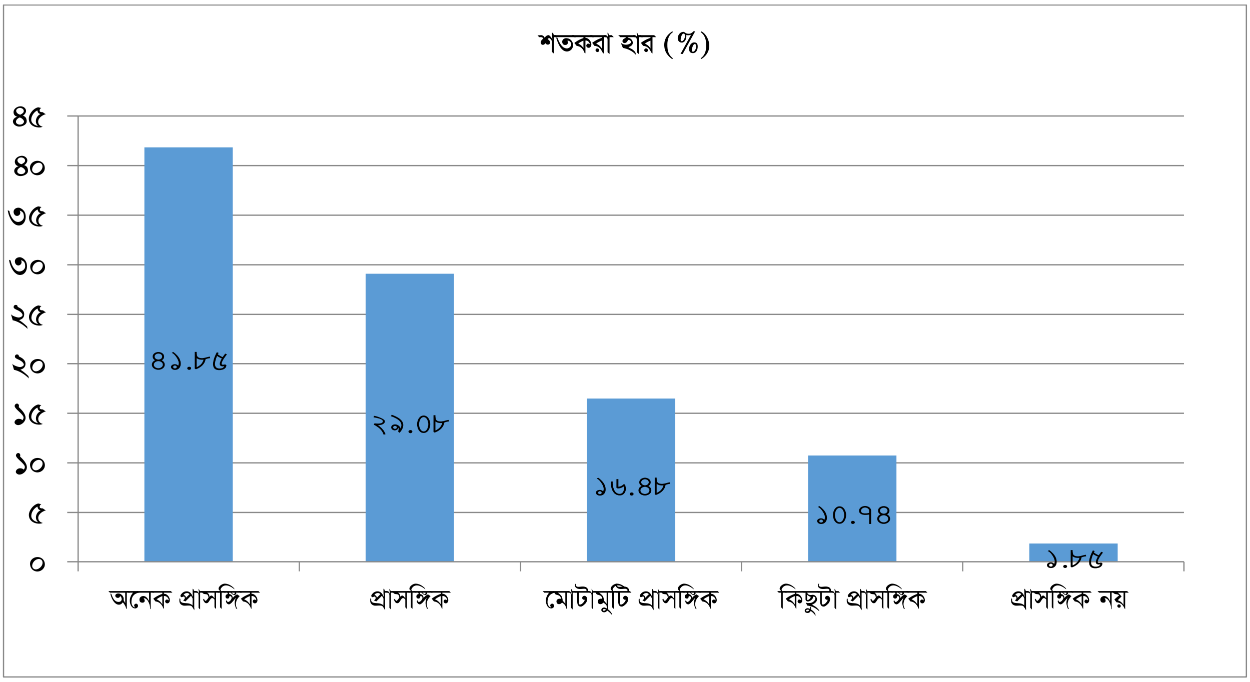

চিত্র-১৩: পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো প্রাসঙ্গিক

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা বাংলা পরিভাষা মাতৃভাষার আদলে পাচ্ছে। ৪১.৮৫% শিক্ষার্থী নে করেন- প্রাসঙ্গিক বাংলা পরিভাষার জন্য ব্যবসার বিষয়বস্তু সহজ করে তলে ধরা যায়। এজন্য তারা ব্যবসার শাখার বিষয়বস্তুগুলো সহজে বুঝতে পারছে।পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো অনেক প্রাসঙ্গিক মনে করে ৪১.৮৫% শিক্ষার্থী। ২৯.০৮% শিক্ষার্থী মনে করে প্রাসঙ্গিক। মোটামুটি প্রাসঙ্গিক মনে করে ১৬.৪৮% শিক্ষার্থী। কিছুটা প্রাসঙ্গিক মনে করে ১০.৭৪% শিক্ষার্থী। ১.৮৫% শিক্ষার্থী মনে করে প্রাসঙ্গিক নয়।

সুতরাং তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো অনেক প্রাসঙ্গিক।

সারণি: ৪.১.১৪: বাংলা পরিভাষা কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৮৪	৭১.১১
না	১৫৬	২৮.৮৯
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.১৪

পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষার বিকল্প বা সহজবোধ্যতার জন্য ব্যবহার হয়। ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে। ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য সহজবোধ্যতা তৈরি করে এই মতামত দিয়েছে ৭১.১১% শিক্ষার্থী। ২৮.৮৯% শিক্ষার্থী মতামত দিয়েছে বাংলা পরিভাষা কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়। এদের বেশির ভাগ নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। কিছু দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আছে। এই শিক্ষার্থীরা প্রথম ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবই ও ব্যবসার বাংলা পরিভাষার সাথে পরিচিত হয়। তাই তাদের কাছে কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়।

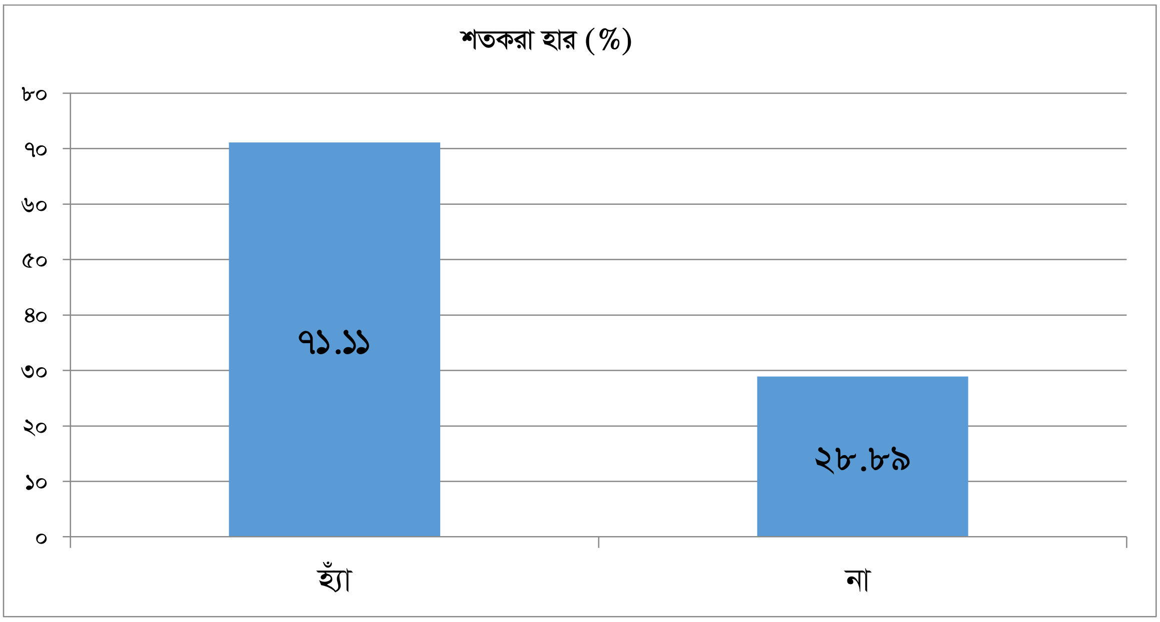

চিত্র-১৪: বাংলা পরিভাষা কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়

চিত্রে দেখা যাচ্ছে, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী বলেছে ৭১.১১% এবং উপযোগী নয় বলেছে ২৮.৮৯% শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের বড় অংশ মনে করছে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর কাছে সহজ মনে হলেও নতুন শিক্ষার্থীদের কাছে কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়।

সারণি: ৪.১.১৫: শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা:

সারণি: ৪.১.১৫: (ক) গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীদের বোঝানো:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার%
ক) খুবই সন্তোষজনক	২৫০	৪৬.৩০
খ) সন্তোষজনক	১৩৩	২৪.৬৩
গ) মোটামুটি সন্তোষজনক	৮৭	১৬.১১
ঘ) সন্তোষজনক নয়	৭০	১২.৯৬
ঙ) মোটেই সন্তোষজনক নয়	০০	০০
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.১৫: (ক)

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ৪৬.৩০% শিক্ষার্থীরা বলেছেন শিক্ষক গ্রহণযোগ্য উপায়ে তাদের কাছে ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষা তুলে ধরেন খুবই সন্তোষজনকভাবে। ২৪.৬৩% শিক্ষার্থী সন্তোষজনক বলেছে। ১৬.১১% শিক্ষার্থীমোটামুটি সন্তোষজনক বলেছে। ১২.৯৬% শিক্ষার্থী সন্তোষজনক নয় বলেছে। মোটেই সন্তোষজনক নয় প্রকাশ করেছে ০০% শিক্ষার্থী।

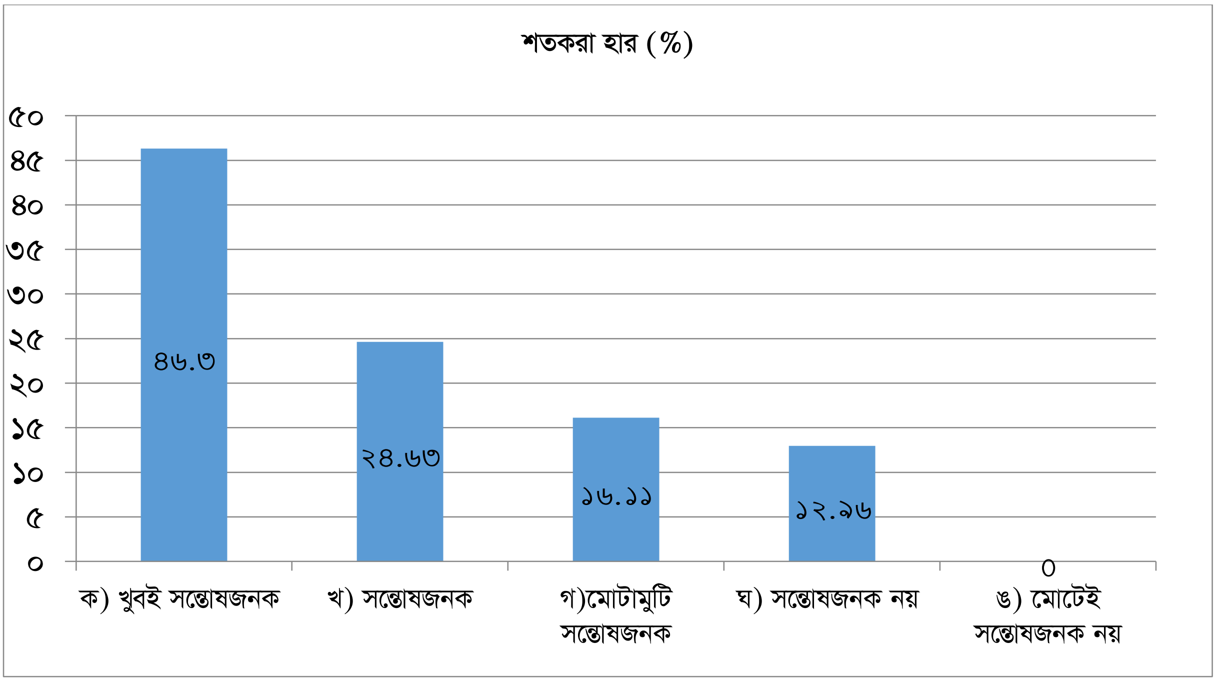

চিত্র-১৫: শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা

৪৬.৩০% শিক্ষার্থী বলেছেন, শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে দেন। ব্যবসার ভাববস্তুকে সঠিক ভাবে তুলে ধরেন।

সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে থাকেন।

সারণি: ৪.১.১৫ (খ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্নে যোগাযোগ গড়ে তোলা:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার%
ক) খুবই সন্তোষজনক	২১৬	৪০.০০
খ) সন্তোষজনক	১৭০	৩১.৪৮
গ) মোটামুটি সন্তোষজনক	৯৬	১৭.৭৮
ঘ) সন্তোষজনক নয়	৫৮	১০.৭৪
ঙ) মোটেই সন্তোষজনক নয়	০০	০০
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.১৫ (খ)

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযথ আচরণকে নির্বিঘ্নে যোগাযোগ বোঝানো হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্নে যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রসঙ্গে খুবই সন্তোষজনক প্রকাশ করেছে ৪০% শিক্ষার্থী। সন্তোষজনক প্রকাশ করেছে ৩১.৪৮% শিক্ষাথী। ১৭.৭৮% শিক্ষার্থীমোটামুটি সন্তোষজনক প্রকাশ করেছে। সন্তোষজনক নয় বলেছে ১০.৭৪% শিক্ষার্থী। মোটেই সন্তোষজনক নয় প্রকাশ করেছে ০০% শিক্ষার্থী।

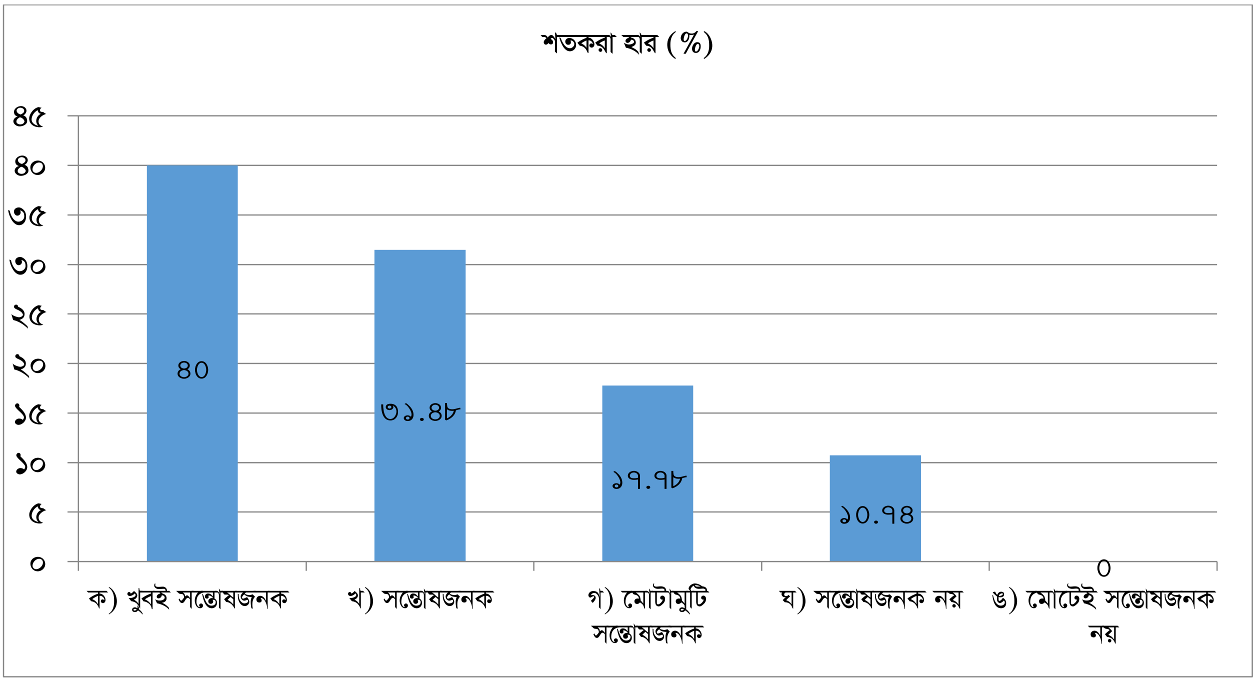

চিত্র-১৬: শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্নে যোগাযোগ গড়ে তোলা

যেহেতু ৪০% ও ৩১.৪৮% শিক্ষার্থী খুবই সন্তোষজনক ও সন্তোষজনক বলেছে বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ গড়ে উঠছে।

সারণি: ৪.১.১৫ (গ): ব্যবসার ভাববস্তু তুলে ধরা:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার%
ক) খুবই সন্তোষজনক	৩৬৯	৬৮.৩৪
খ) সন্তোষজনক	৯১	১৬.৮৫
গ)মোটামুটি সন্তোষজনক	৮০	১৪.৮১
ঘ) সন্তোষজনক নয়	০০	০০
ঙ) মোটেই সন্তোষজনক নয়	০০	০০
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.১৫ (গ)

শিক্ষকগণ ব্যবসার ভাববস্তু সঠিকভাবে শ্রেণিতে তুলে ধরেন বলে খুবই সন্তোষজনক প্রকাশ করে ৬৮.৩৪% শিক্ষার্থী। সন্তোষজনক প্রকাশ করেছে ১৬.৮৫% শিক্ষার্থী।মোটামুটি সন্তোষজনক বলেছে ১৪.৮১% শিক্ষার্থী। সন্তোষজনক নয় এবং মোটেই সন্তোষজনক নয় কেউ বলেনি।

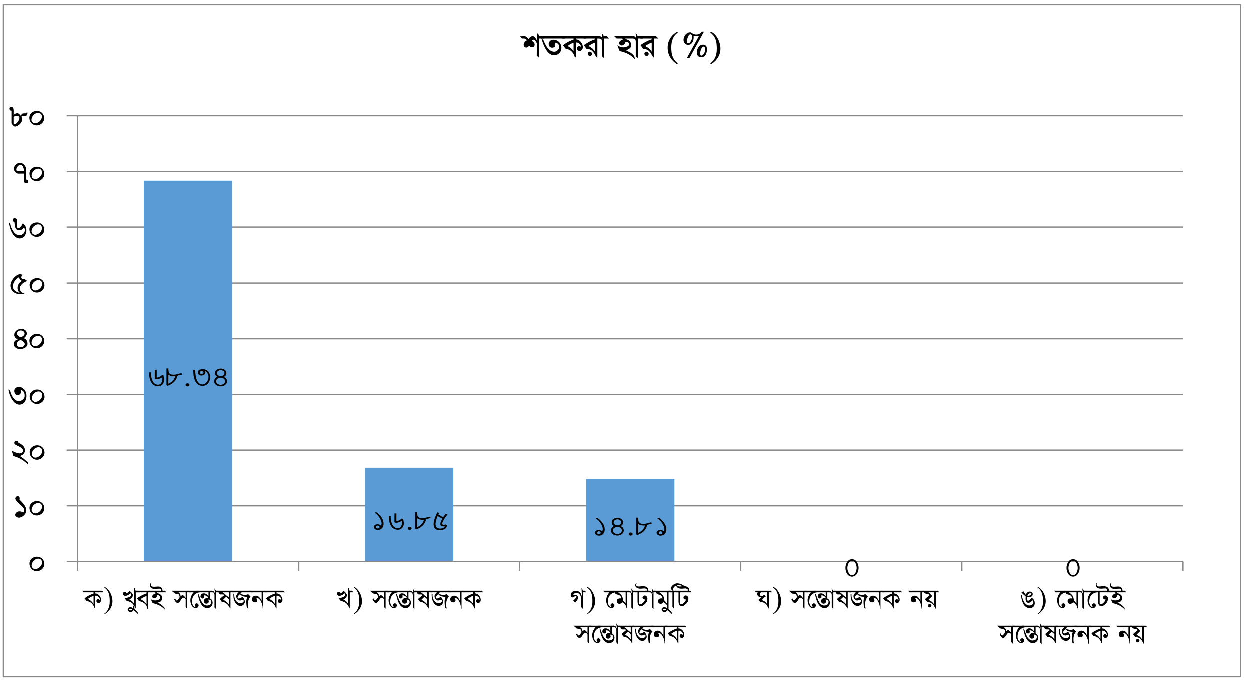

চিত্র-১৭: ব্যবসার ভাববস্তু তুলে ধরা

প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ ব্যবসার ভাববস্তু সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরেন।

সারণি: ৪.১.১৫ (ঘ): পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয় করা:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার%
ক) খুবই সন্তোষজনক	৮৭	১৬.১১
খ) সন্তোষজনক	১৩৩	২৪.৬৩
গ)মোটামুটি সন্তোষজনক	২৫০	৪৬.৩০
ঘ) সন্তোষজনক নয়	৭০	১২.৯৬
ঙ) মোটেই সন্তোষজনক নয়	০০	০০
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.১৫ (ঘ)

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকগণ পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেন। ১৬.১১% শিক্ষার্থী খুবই সন্তোষজনক বলেছে। ২৪.৩৩% শিক্ষার্থী সন্তোষজনক বলেছে।মোটামুটি সন্তোষজনক বলেছে ৪৬.৩০% শিক্ষার্থী। তারা বলেছে ক্লাসে উপকরণ ব্যবহার হয় না। সন্তোষজনক নয় বলেছে ১২.৯৬% শিক্ষার্থী। মোটেই সন্তোষজনক নয় বলেছে ০০% শিক্ষার্থী।

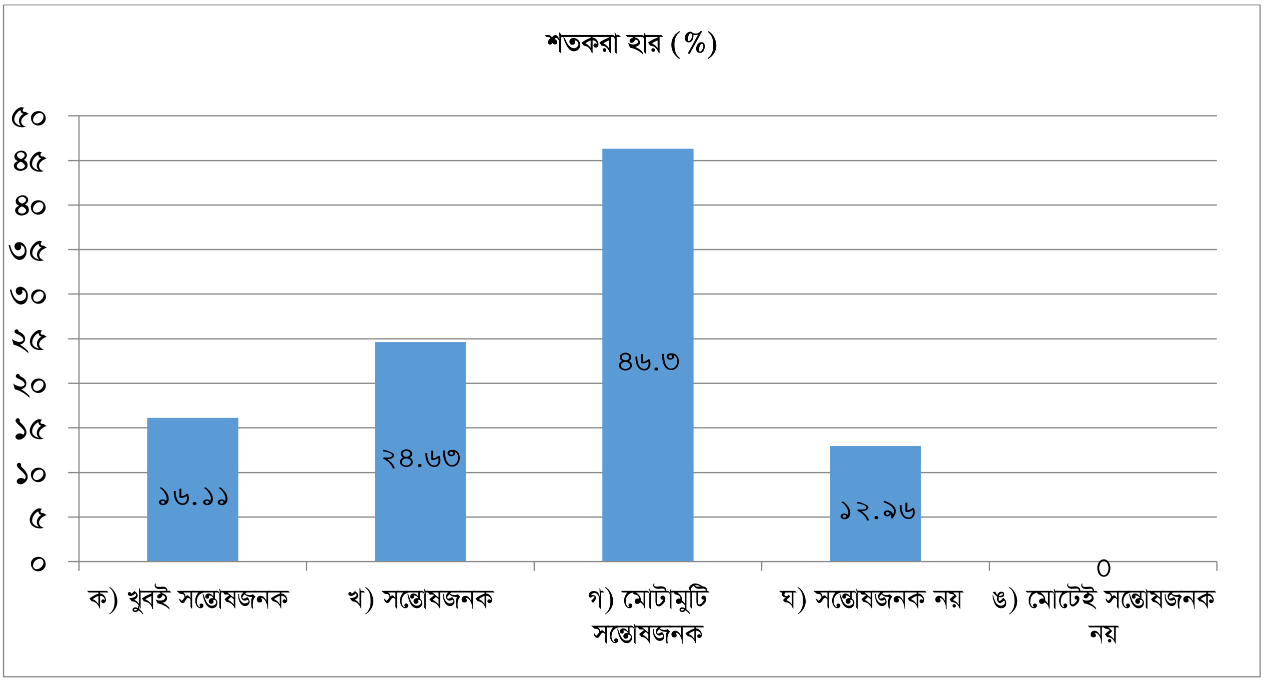

চিত্র-১৮: পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয় করা

প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

সারণি: ৪.১.১৫ (ঙ) নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করে:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার%
ক) খুবই সন্তোষজনক	২২৬	৪১.৮৫
খ) সন্তোষজনক	১৫৭	২৯.০৮
গ) মোটামুটি সন্তোষজনক	৮৯	১৬.৪৮
ঘ) সন্তোষজনক নয়	৫৮	১০.৭৪
ঙ) মোটেই সন্তোষজনক নয়	১০	১.৮৫
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.১৫ (ঙ)

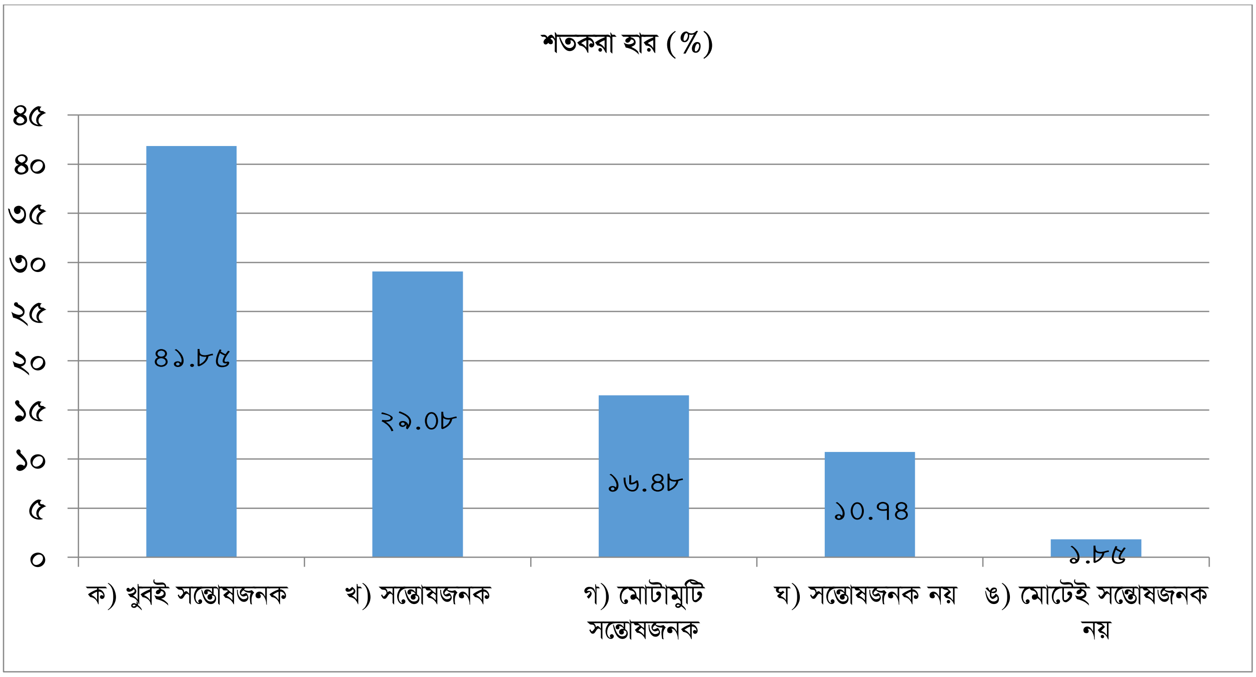

চিত্র-১৯: নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করে

শিক্ষক ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝে ভবিষ্যতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করে বলে খুবই সন্তোষজনক বলেছে ৪১.৮৫%। তারা বলেছেন পূর্বের শিক্ষার্থীরা অনেকেই নতুন উদোক্তা হয়েছেন। সন্তোষজনক বলেছে ২৯.০৮% শিক্ষার্থী।মোটামুটি সন্তোষজনক বলেছে ১৬.৪৮% শিক্ষার্থী। ১০.৭৪% শিক্ষার্থী বলেছে সন্তোষজনক নয়। মোটেই সন্তোষজনক নয় বলেছে ১.৮৫% শিক্ষার্থী। ৪১.৮৫% শিক্ষার্থী ও ২৯.০৮% শিক্ষার্থী মনে করে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পারিভাষিক শব্দ সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেন। এতে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝতে সহজ হয়। শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রভাব পড়ে। সুতরাং ভবিষ্যতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করে। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য থেকে পাওয়া, মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করে।

সারণি: ৪.১.১৫ (চ) ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ:

শিক্ষার্থীদের উত্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার%
ক) খুবই সন্তোষজনক	৫০	৯.২৬
খ) সন্তোষজনক	৪৬০	৮৫.১৮
গ)মোটামুটি সন্তোষজনক	৩০	৫.৫৬
ঘ) সন্তোষজনক নয়	০০	০০
ঙ) মোটেই সন্তোষজনক নয়	০০	০০
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৪০	১০০.০০

সারণি: ৪.১.১৫ (চ)

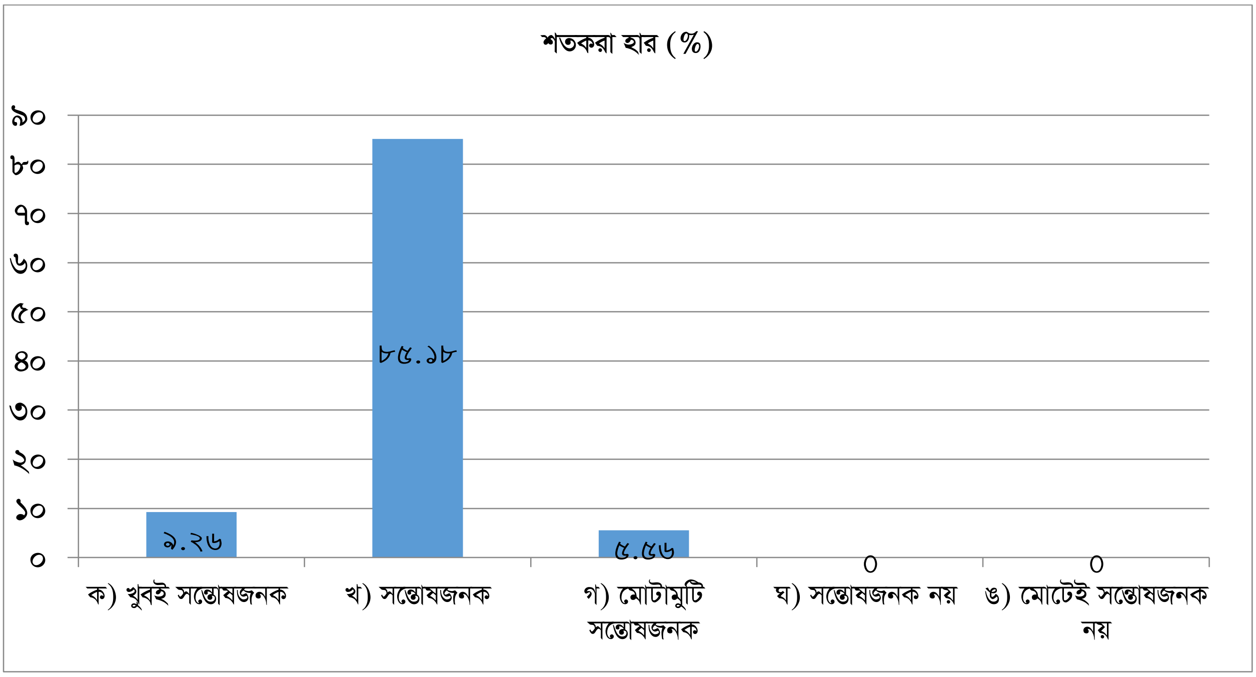

চিত্র-২০: ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে খুবই সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছে ৯.২৬% শিক্ষার্থী। সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছে ৮৫.১৮% শিক্ষার্থী। ৫.৫৬% শিক্ষার্থী মোটোমুটি সন্তোষজনক বলে উত্তর দিয়েছে। সন্তোষজনক নয় উত্তর দিয়েছে ০০% শিক্ষার্থী। এবং মোটেই সন্তোষজনক নয় উত্তর দিয়েছে ০০% শিক্ষার্থী। প্রায় সকল শিক্ষার্থী বলেছে শ্রেণিতে ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শিক্ষকের নিকট প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে। সারণি: ৪.১.১৬ (চ) থেকে প্রাপ্ত, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেণিতে ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে।

৪.২: শিক্ষকগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ:

সারণি: ৪.২.১: বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য:

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার %
ক) ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করা।	৫	১০.৪২
খ) ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করা	২০	৪১.৬৭
গ) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ যোগ্যতা অর্জন	৪	৮.৩৩
ঘ) বৈশ্বিক চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান	৪	৮.৩৩
ঙ) আধুনিক কর্মক্ষেত্র উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে যোগ্য হয়ে গড়ে উঠা	১৫	৩১.২৫
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০.০০

সারণি: ৪.২.১

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করা বলেছেন ১০.৪২% শিক্ষক। ৪১.৬৭% শিক্ষক বলেছেন ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। ৮.৩৩% শিক্ষক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ যোগ্যতা অর্জন। ৮.৩৩% শিক্ষার্থী বৈশ্বিক চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদানে টিক দিয়েছে। ৩১.২৫% শিক্ষার্থী মনে করেন আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে যোগ্য হয়ে উঠা।

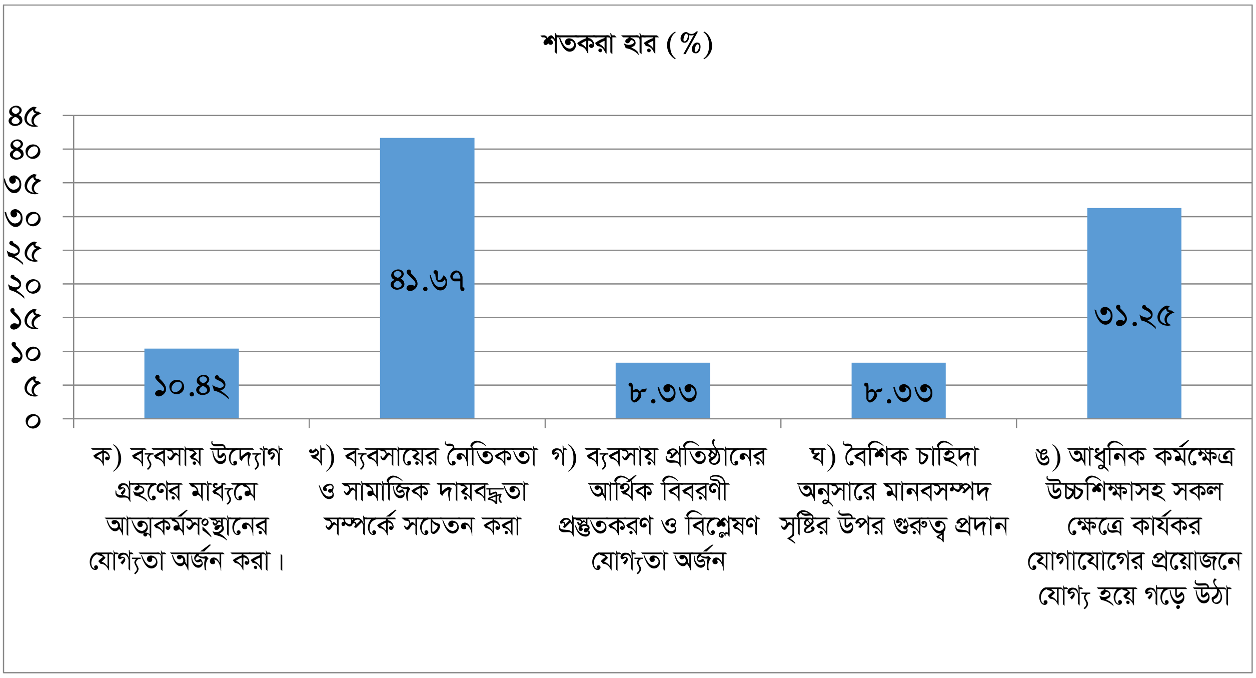

চিত্র-২১: ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য

প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বেশির ভাগ ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক অর্থাৎ ৪১.৬৭% শিক্ষক মনে করেন বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। ৩১.২৫% শিক্ষক বলেছেন বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য আধুনিক কর্মক্ষেত্র উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে যোগ্য হয়ে গড়ে উঠা। মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ মনে করছেন বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো- ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া, আধুনিক কর্মক্ষেত্র উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে যোগ্য হয়ে গড়ে উঠা। তবে শিক্ষকগণ মনে করেন, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষার সবগুলো উদ্দেশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী মূল উদ্দেশ্য সফল করতে হলে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবহৃত পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বুঝতে হবে।

পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝতে হলে পাঠ্যবইয়ের পরিভাষাগুলো সঠিকভাবে বুঝতে হবে। অন্যথায় ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সফল হবে না। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সফল করার জন্য পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা জানা আবশ্যক।

সারণি: ৪.২.২ পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার উদ্দেশ্যর সাথে সম্পর্কযুক্ত:

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার%
হ্যাঁ	৪৮	১০০.০০
না	০০	০০
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০.০০

ঢাকা শহরের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০% শিক্ষক হ্যাঁ উত্তর দিয়েছেন।

সারণি: ৪.২.২

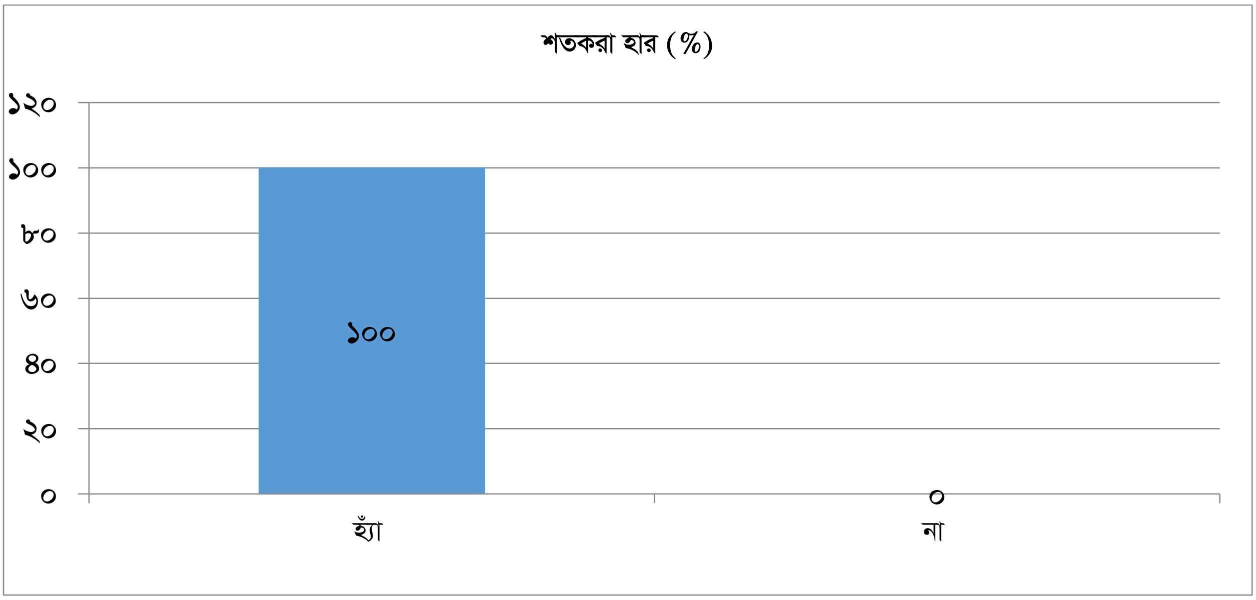

চিত্র-২২: পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার উদ্দেশ্যর সাথে সম্পর্কযুক্ত

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, শতকরা ১০০ জন অর্থাৎ সকল শিক্ষক মনে করেন পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সকল শিক্ষক বলেছেন পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ শিক্ষার্থীরা ব্যবসার বিষয়বস্তু সঠিক ভাবে বুঝতে পারছে। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

সারণি: ৪.২.৩: বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই:

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার%
ক) অনেক মানানসই	২৯	৬০.৪২
খ) মানানসই	১৫	৩১.২৫
গ) কিছুটা মানানসই	৪	৮.৩৩
ঘ) মানানসই নয়	০০	০০
ঙ) মোটেই মানানসই নয়	০০	০০
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০.০০

সারণি: ৪.২.৩

বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই কিনা, মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশ্ন করা হলে তারা ৬০.৪২% শিক্ষক উত্তর দেন অনেক মানানসই। ৩১.২৫% শিক্ষক উত্তর দেন মানানসই। ৮.৩৩% শিক্ষক উত্তর দেন কিছুটা মানানসই। মানানসই নয় ও মোটেই মানানসই নয় উত্তর দেন ০০% শিক্ষক।

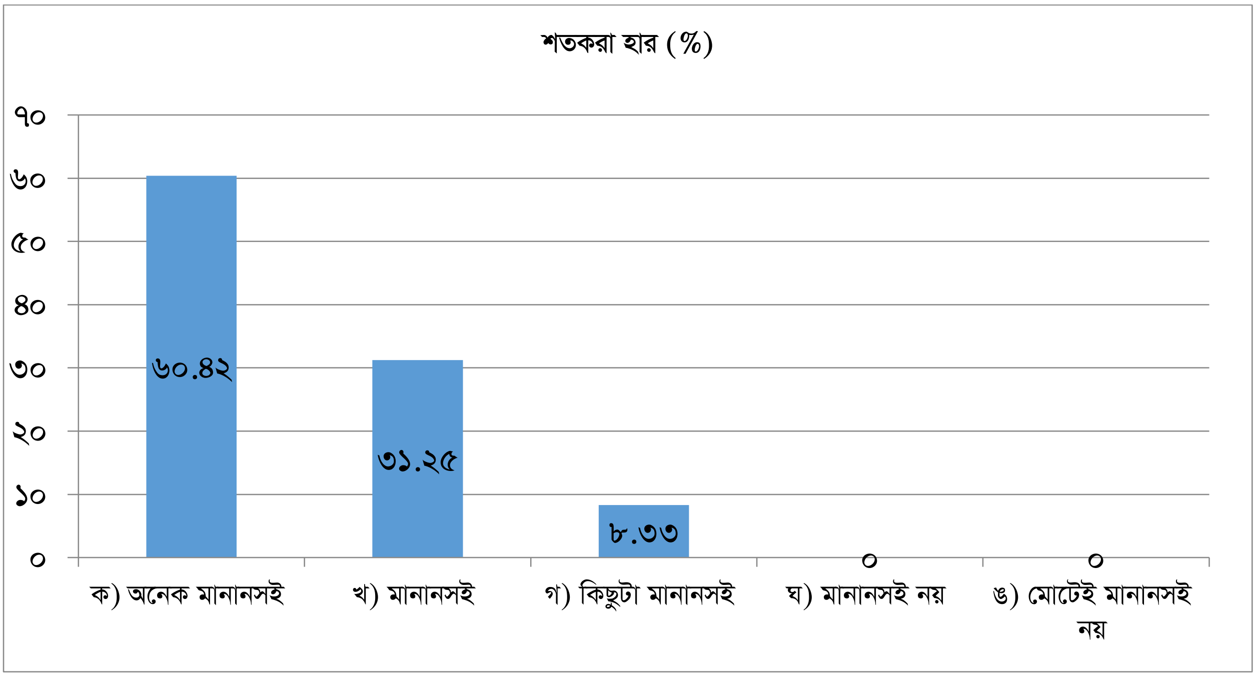

চিত্র-২৩: বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অল্প কয়েকজন শিক্ষক মনে করেন বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে কিছু মানানসই। কারণ কিছু বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের কাছে কঠিন ও জটিল মনে হয়। যার ফলে পাঠে সমস্যা তৈরি করে। এই মতামত দিয়েছেন ৮.৩৩% ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ। বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে অনেক মানানসই ও মানানসই বলেছেন যথাক্রমে ৬০.৪২% ও ৩১.২৫% শিক্ষকগণ। তাঁদের মতামত হচ্ছে-ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে। ব্যবসা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠ সহজ করে দেয়। ফলে মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে অনেক মানানসই।

সারণি: ৪.২.৪: পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে:

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার%
হ্যাঁ	৩৬	৭৫.০০
না	১২	২৫.০০
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০.০০

সারণি: ৪.২.৪

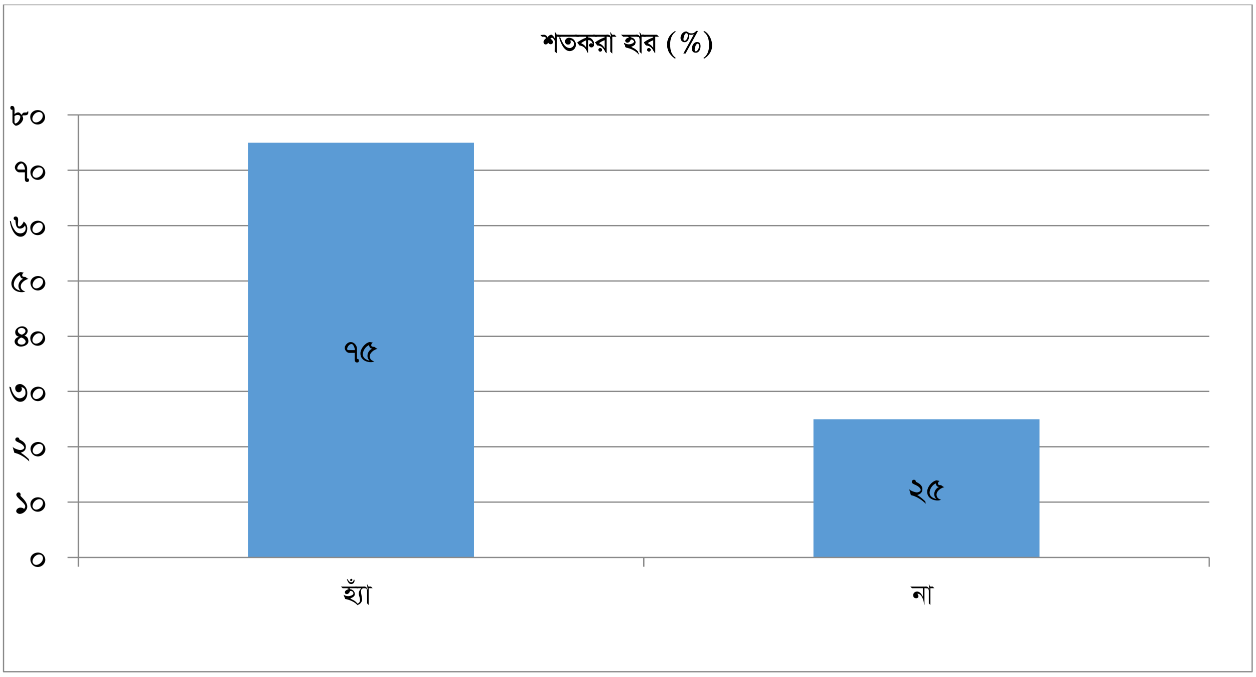

চিত্র-২৪: পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে মনে করেন ৭৫% শিক্ষক। তাঁরা বলেছেন, যেহেতু শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলো অনেকটাই পূরণ করতে পারছে তাহলে বলা যায়, তারা ব্যবসার বিষয়বস্তু বুঝতে পারছে। পাঠ্যবইয়ে বাংলা পরিভাষার যথাযথ ব্যবহার হয়েছে তাই তারা বিষয়বস্তু শিখতে পারছে। ২৫% শিক্ষক বলছেন, নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বছরের শুরুতে ব্যবসার পরিভাষা ও ব্যবসার বিষয়বস্তু বোঝাতে হয়। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যবসার বিষয়বস্তু নতুন থাকে। পরবর্তীতে তাদের সমস্যাগুলো দূর হতে থাকে। সুতরাং তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায়, পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে।

সারণি: ৪.২.৫: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো জানার আগ্রহ:

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার%
খুব আগ্রহবোধ করে	৯	১৮.৭৫
আগ্রহবোধ করে	৩৭	৭৭.০৮
কম আগ্রহবোধ করে	২	৪.১৭
আগ্রহবোধ করে না	০০	০০
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০.০০

সারণি: ৪.২.৫

শিক্ষকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে, শিক্ষার্থীদের বাংলা পরিভাষার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আগ্রহবোধ করে: খুব আগ্রহবোধ করে ৯% শিক্ষক বলেছেন, আগ্রহবোধ করে ৭৭.০৮% শিক্ষকের মতে, কম আগ্রহবোধ করে ৪.১৭% শিক্ষকের মতে, আগ্রহবোধ করে না ০০% শিক্ষক বলেছেন।

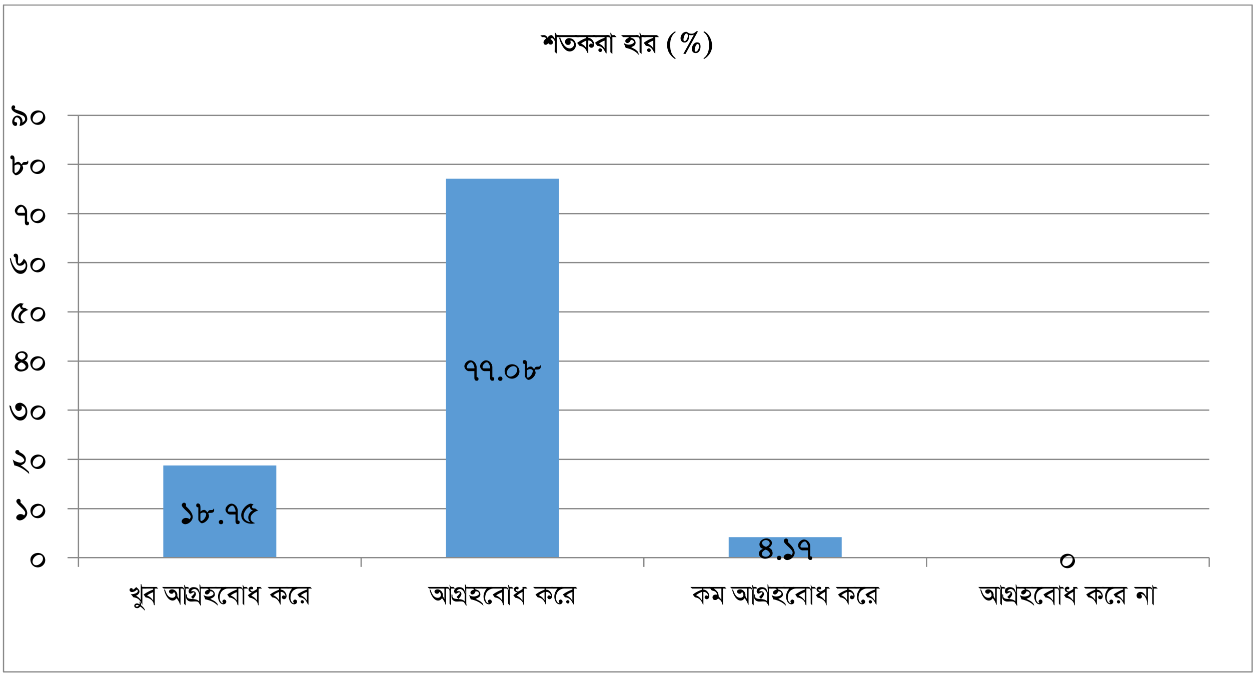

চিত্র-২৫: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো জানার আগ্রহ

শিক্ষকগণের দেয়া তথ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বাংলা পরিভাষার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আগ্রহবোধ করে ৭৭.০৮% শিক্ষার্থী, কম আগ্রহবোধ করে ১৮.৭৫% এবং আগ্রহবোধ করে না ৪.১৭% শিক্ষার্থী। তাঁদের ধারনা ব্যবসায় শিক্ষার কিছু শিক্ষার্থীরা ব্যবসার বাংলা পারিভাষিক শব্দের সাথে অপরিচিত থাকে। বাংলা পরিভাষা শেখার চেয়ে ব্যবসার বিষয়বস্তু শেখা বেশি প্রাধান্য পায়। বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর কাছে ব্যবসার পারিভাষিক শব্দ ব্যবসার বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তোলেন তাই ৭৭.০৮% শিক্ষার্থীরা ব্যবসার বাংলা পরিভাষা জানা সম্পর্কে আগ্রহবোধ করে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাই প্রমানিত হয় মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষর্থীরা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে আগ্রহবোধ করে।

সারণি: ৪.২.৬: ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী:

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার %
ক) অনেক উপযোগী	২০	৪১.৬৭
খ) উপযোগী	১৩	২৭.০৮
গ) মোটামুটি উপযোগী	৮	১৬.৬৭
ঘ) কম উপযোগী	৬	১২.৫০
ঙ) উপযোগী নয়	১	২.০৮
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০.০০

সারণি: ৪.২.৬

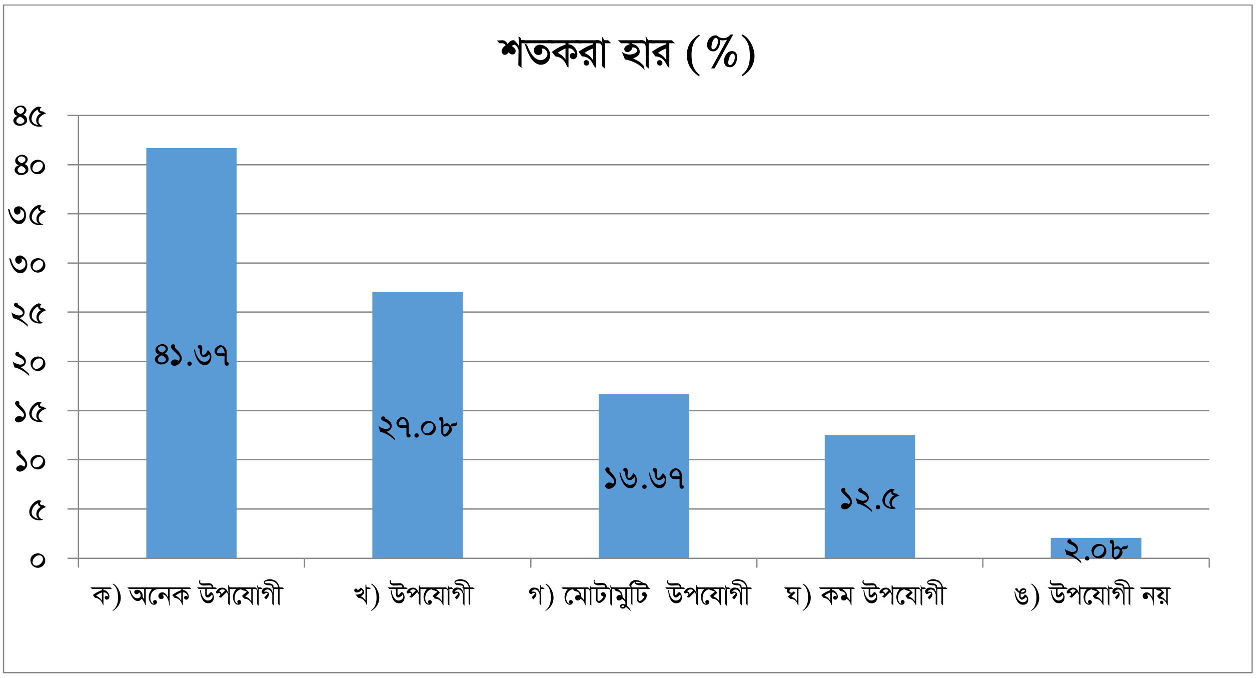

চিত্র-২৬: ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য কতটা উপযোগী ৪১.৬৭% শিক্ষক উত্তর দিয়েছেন অনেক উপযোগী। ২৭.০৮% শিক্ষক উত্তর দিয়েছেন উপযোগী। তাঁরা মনে করেন, পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষার বিকল্প বা সহজবোধ্যতার জন্য ব্যবহার হয়। ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্যতা তৈরি করে। ভবিষ্যতে ব্যবসা করার জন্য এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী।মোটামুটি উপযোগী ও কম উপযোগী বলেছে যথাক্রমে ১৬.৬৭% ও ১২.৫০% শিক্ষক। তাঁরা মনে করেন, ইংরেজী অনেক শব্দ সরাসরি ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার হয়েছে যা দিয়ে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা সহজেই পাঠের বিষয়বস্তু রপ্ত করতে পারছে। তাই বাংলা পরিভাষা তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব একটা সহায়ক ভূমিকা রাখছে না। উপযোগী নয় বলেছেন ২.০৮% শিক্ষক। শিক্ষকগণের বড় অংশ মনে করছেন ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক উপযোগী। গবেষণার তথ্য থেকে পাওয়া যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী।

সারণি: ৪.২.৭: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে:

সারণি: ৪.২.৭: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ: প্রাপ্ত তথ্যে পাওয়া যায়, ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে। সকল শিক্ষক 'হ্যাঁ' উত্তর দিয়েছেন। ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে পাঠ্যবইগুলোতে কোনো তথ্য না থাকায় ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে জানার একমাত্র মাধ্যম হলো শিক্ষক। শিক্ষকগণই ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা সহজবোধ্য ভাবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে পারেন। সুতরাং বলা যায়, ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে জানার জন্য শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে তাই সহজেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

সারণি: ৪.২.৮: ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে:

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার(%)
হ্যাঁ	৪৮	১০০.০০
না	০	০
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০.০০

সারণি: ৪.২.১১

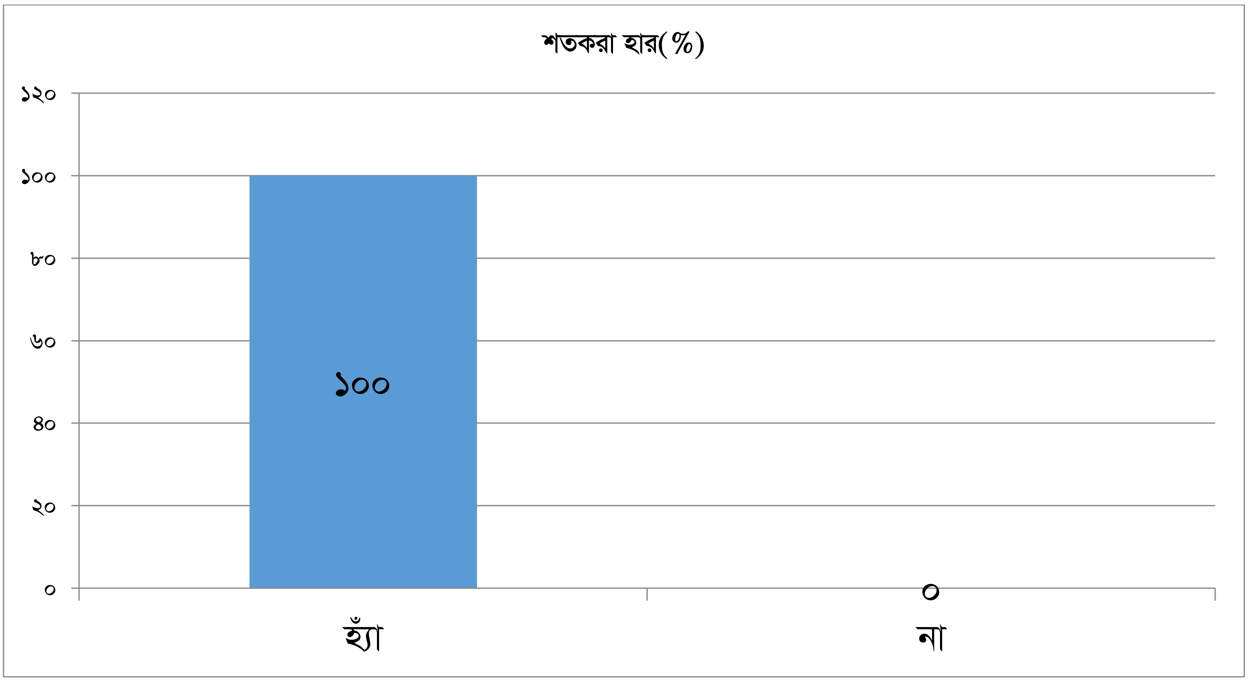

চিত্র ২৭: ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকগণ মনে করছেন শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় বাংলা পরিভাষা ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে।

তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা বলছেন শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন পরিস্থিতিতে তাদের কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছে। তারা যথাযথভাবে ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করতে পারছে বলেই নতুন নতুন ব্যবসার পরিবেশ তৈরি করছে।

সুতরাং বলা যায় যে, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় বাংলা পরিভাষা ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারবে।

সারণি: ৪.২.৯: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয়:

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার %
ক) অনেক আকষর্ণীয়	২৩	৪৭.৯২
খ) আকষর্ণীয়	১৭	৩৫.৪১
গ) কম আকষর্ণীয়	৮	১৬.৬৭
ঘ) আকষর্ণীয় নয়	০	০০.০০
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০.০০

সারণি: ৪.২.৯

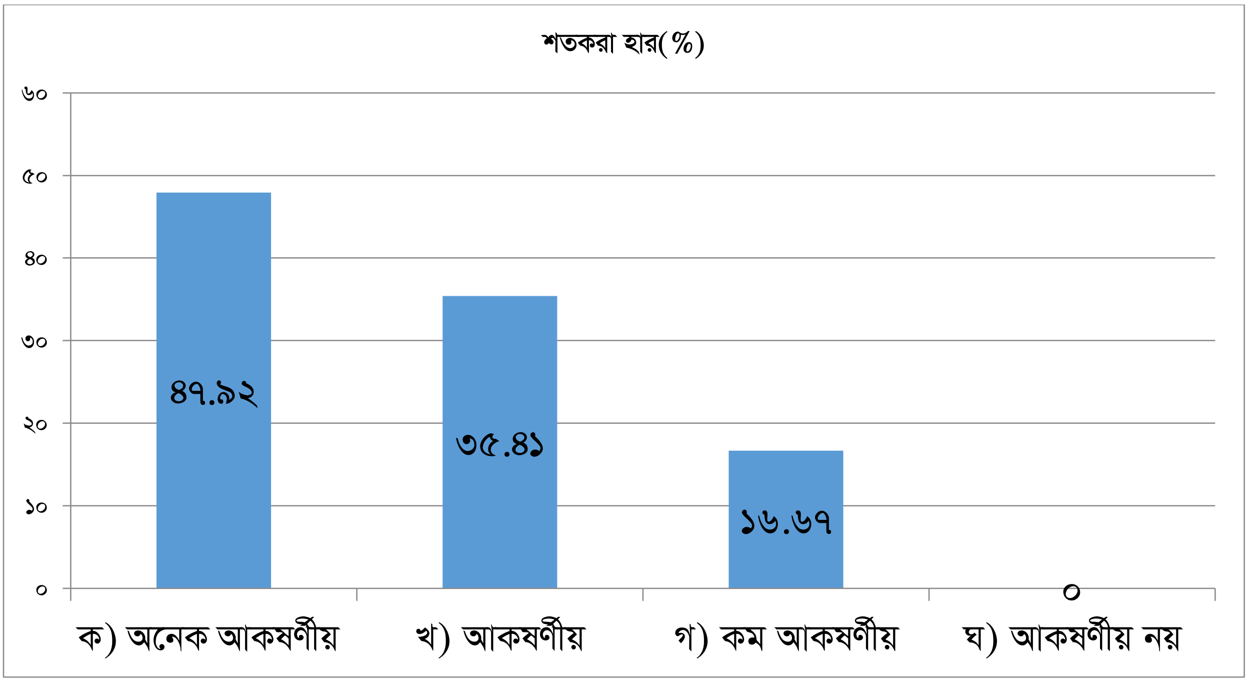

চিত্র-২৮: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে

ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ৪৭.৯২% শিক্ষক মনে করেন শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক আকষর্ণীয়। ৩৫.৪১% শিক্ষক বলেছেন শিক্ষার্থীদের কাছে আকষর্ণীয়। ১৬.৬৭% শিক্ষক মনে করেন শিক্ষার্থীদের কাছে কম আকর্ষণীয়। কোন শিক্ষকই মনে করেন না শিক্ষার্থীদের কাছে আকষর্ণীয় নয়। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকগণ বলেছেন ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়বস্তু বুঝতে সাহায্য করছে, নতুন উদ্দোক্তা তৈরিতে সহায়তা করছে, কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে জানতে পারছে, উচ্চশিক্ষার জন্য সহায়তা করছে। এজন্য শিক্ষার্থীরা ব্যবসার পরিভাষার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার শিক্ষার্থীদের কাছে আকষর্ণীয়।

সারণি: ৪.২.১০: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ববহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কেযুক্ত:

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪৮	১০০.০০
না	০	০.০০
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০.০০

সারণি: ৪.২.৯

সকল শিক্ষকের মতামত হলো:- শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান, নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, ব্যবসায়িক পরিবেশ ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ, আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন এবং দৈনন্দিন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কর্মকান্ডের হিসাব রাখা ও পারিবারিক জীবনে বাজেট তৈরির মাধ্যমে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে। শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের ফলে দেশে ছোট- বড় অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে, ব্যবসার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

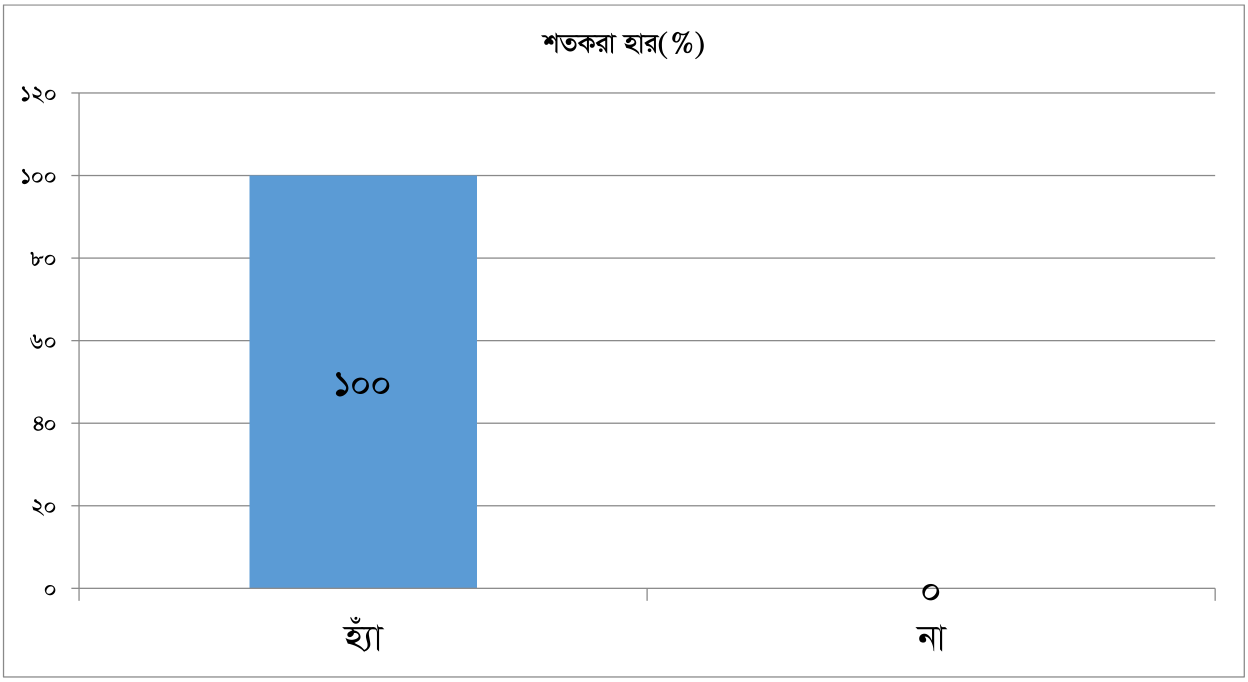

চিত্র-২৯: ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ববহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কেযুক্ত

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সারণিঃ ৪.২.১১: ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষার ব্যবহারঃ

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পর্যাপ্ত	৪৬	৯৫.৮৩
মোটামুটি পর্যাপ্ত	২	৪.১৭
পর্যাপ্ত নয়	০	০
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০.০০

সারণিঃ ৪.২.৮

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে মোটামুটি পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে ৪.১৭% শিক্ষক মনে করছেন। শিক্ষকগণের ৯৫.৮৩% মনে করছেন ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে বয়স অনুযায়ী পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এই শিক্ষকগণ বলেছেন পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসার বিষয়বস্তু সহজে তুলে ধরা যাচ্ছে।

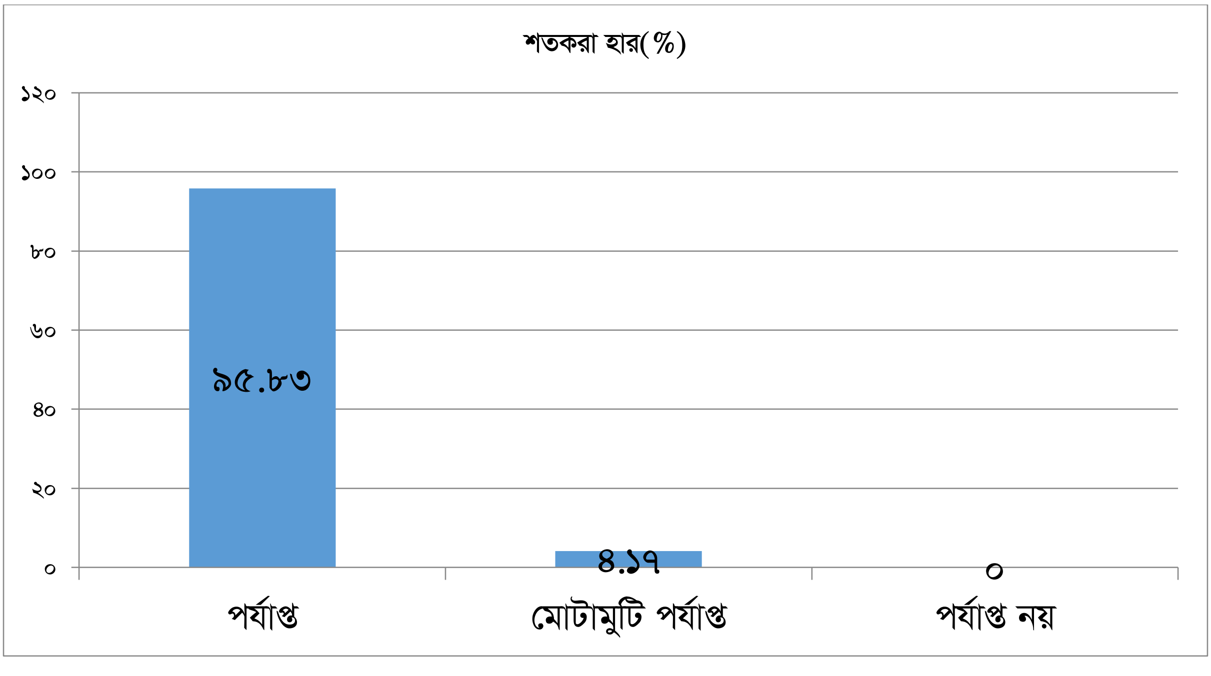

চিত্র-৩০: ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষার ব্যবহার

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণিত মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে বয়স অনুযায়ীমোটামুটি পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণি: ৪.২.১২: পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভুক্ত বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত:

শিক্ষকগনের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪৩	৮৯.৫৮
না	৫	১০.৪২
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০

সারণি:৪.২.৭

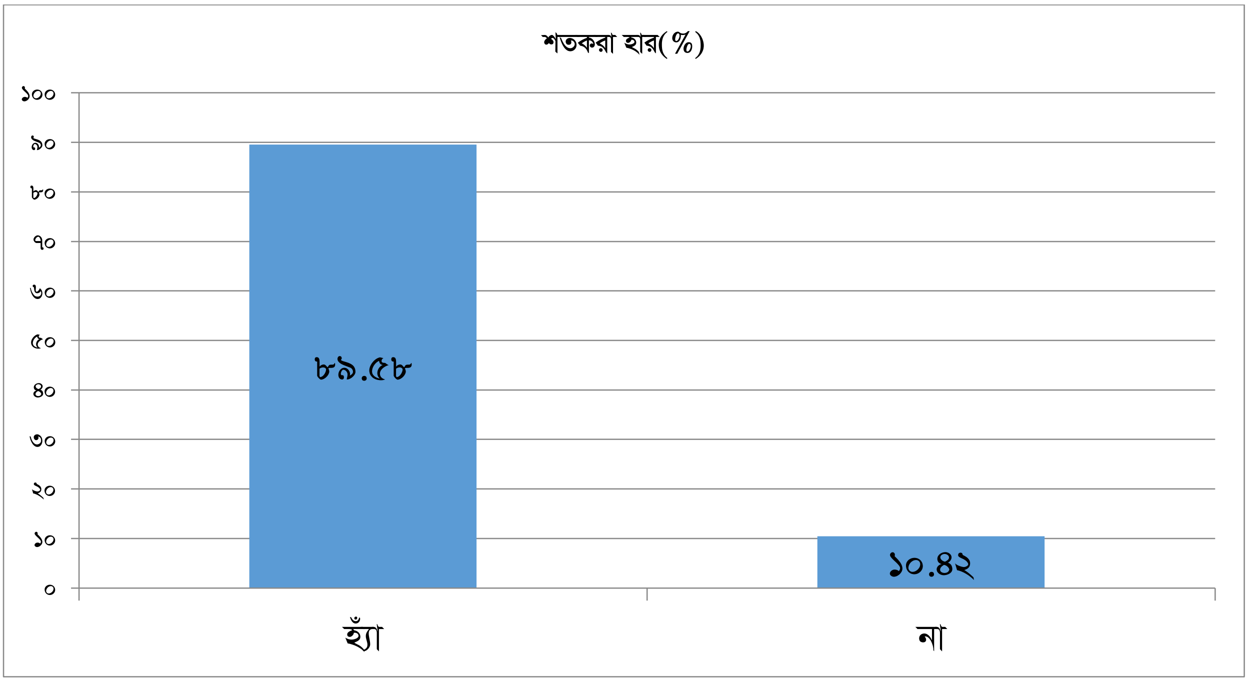

চিত্র-৩১: পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভুক্ত বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

গবেষণার তথ্য থেকে পাওয়া যায় যে, শিক্ষকগণের অনেক বড় অংশ অর্থাৎ ৮৯.৫৮% শিক্ষক মনে করে ব্যাসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত ভাববস্তুগত দিক শিক্ষক, শিক্ষার্থীর যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উত্তরদাতা শিক্ষকগণের ধারনা যেহেতু বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে ব্যবসায় শিক্ষার কোনো শ্রেণির পাঠ্যবইতে কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে একমাত্র শিক্ষকের মাধ্যমেই ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে জানতে হয়। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকগণের সাহায্যে বাংলা পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়িক বিষয়বস্তুকে গ্রহনযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে। ব্যবসায় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছে যা ভবিষ্যতে ব্যবসা করার জন্য প্রয়োজন। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ গড়ে উঠছে। অল্প সংখ্যক শিক্ষক অর্থাৎ ১০.৪২% মনে করেন কিছু বাংলা পারিভাষিক শব্দ ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ মনে হচ্ছে না।

সারণি: ৪.২.১৩: পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করে:

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার(%)
হ্যাঁ	৪২	৮৭.৫০
না	৬	১২.৫০
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০

সারণি:৪.২.৫

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর বর্তমান শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ১২.৫০% শিক্ষক "না" উত্তর দিয়েছেন এবং ৮৭.৫০% শিক্ষক "হ্যাঁ" উত্তর দিয়েছেন। পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর বর্তমান শিখন-শিখানো কার্যক্রমে কিভাবে প্রভাব ফেলছে না সে সম্পর্কে ১২.৫০% শিক্ষকগণ এর মতামত হলো: কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দের দুর্বদ্ধতার জন্য পাঠগুলোকে কঠিন মনে করছে কিছু শিক্ষার্থী। পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর বর্তমান শিখন-শেখানো কার্যক্রমে কেমন করে প্রভাব ফেলছে এই ব্যাপারে ৮৭.৫০% শিক্ষকগণ বলেছেন- বাংলা পারিভাষিক শব্দ ভাষার গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। ফলে ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা বিষয়বস্তুগত সৌন্দর্য ও শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহনযোগ্য করে তুলতে পারছে।

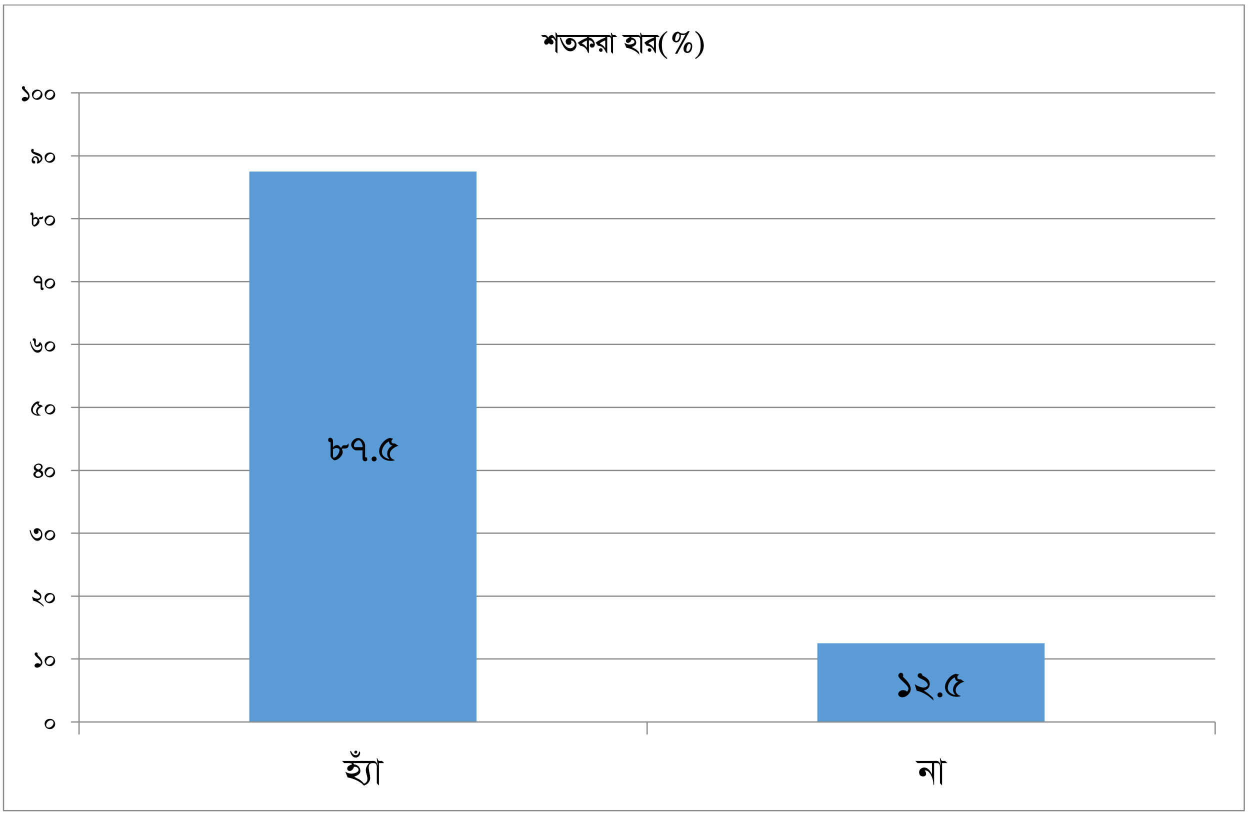

চিত্র-৩২: পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করে

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষর্থীর বর্তমান শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে।

সারণি: ৪.২.১৪: বাংলা পরিভাষা কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়:

শিক্ষকগণের উত্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার %
হ্যাঁ	৪০	৮৩.৩৩
না	৮	১৬.৬৭
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	৪৮	১০০.০০

সারণি: ৪.২.১৪

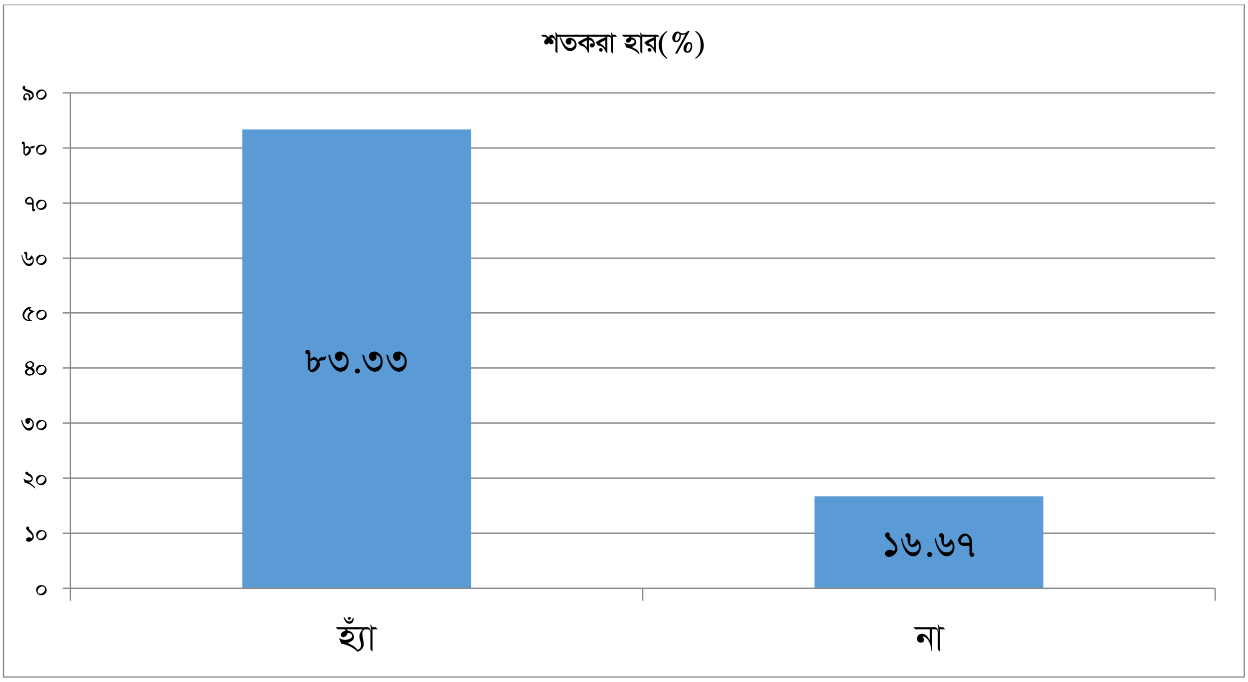

চিত্র-৩৩: বাংলা পরিভাষা কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে পাওয়া যায় যে, শিক্ষকগণের অনেক বড় অংশ মনে করেন ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ও বিষয়বস্তু বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকগণের সাহায্যে বাংলা পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়িক বিষয়বস্তুকে গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে। পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষার বিকল্প বা সহজবোধ্যতার জন্য ব্যবহার হয়। ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করছে মনে করেন ৮৩.৩৩% শিক্ষক। ১৬.৬৭% শিক্ষক মনে করেন নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কাছে বাংলা পরিভাষা কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়। এই শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যবসার বাংলা পরিভাষাগুলো নতুন। তারা পূর্বে ব্যবসার বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত ছিল না। তাই তাদের কাছে ব্যবসার বাংলা পরিভাষা কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়।

৪.৩: শ্রেণি পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ: ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২ জন শিক্ষকগণ এবং ১২ টি ক্লাস পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এখানে গবেষক শ্রেণিতে উপস্থিত থেকে শ্রেণি পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রতিটি শ্রেণির জন্য ৩ টি করে শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যেমন: নবম শ্রেণি ৩ টি, দশম শ্রেণি ৩ টি, একাদশ শ্রেণি ৩ টি, দ্বাদশ শ্রেণি ৩ টি মোট ১২ টি শ্রেণি কক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সারণি: ৪.৩.১: ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শিখনো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষার ব্যবহার শ্রেণি পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য:

অংশগ্রহণকারী (ক): "ব্যবসায় শিক্ষার সকল শিক্ষক ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেন।"

শ্রেণি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, শ্রেণিতে শিক্ষকগণ বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করে ব্যবসার বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরছেন।

অংশগ্রহণকারী (খ): "ব্যবসার পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা ব্যবসার বিষয়বস্তু বুঝতে পারছে।"

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা ব্যবসার বিষয়বস্তু বুঝতে পারছে তাই খুবই সন্তোষজনক প্রকাশ করেছে।

অংশগ্রহণকারী (গ): "ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হচ্ছে।"

মুনাফা, পণ্য, আর্থিক, ঝুঁকি, মূলধন, রেওয়ামিল ইত্যাদি বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহার হচ্ছে।

সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়, ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষার ব্যবহার হচ্ছে।

সারণি: ৪.৩.২: শিক্ষক নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করেন:

অংশগ্রহণকারী (ক): "ব্যবসার পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসায় শাখার শিক্ষার্থীরা ব্যবসা সম্পর্কে জানতে পারছে।"

অংশগ্রহণকারী (খ): "পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা ব্যবসার লেনদেন ও বিনিয়োগ সম্পর্কে জানতে পারছে।"

শিক্ষক বাংলা পরিভাষার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের ব্যবসার লেনদেন ও বিনিয়োগ সম্পর্কে জানাতে পারছেন। এভাবে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সকল শিক্ষক বলেছেন নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করেন।

সারণি: ৪.৩.৩: "পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাবিত করছে:

অংশগ্রহণকারী (ক): ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করছে।" শিক্ষকগণ বলেছেন মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসার বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাবিত করছে। ব্যবসার বিষয়বস্তু সঠিকভাবে না বুঝলে আত্মকর্মসংস্থান সহ কোন যোগ্যতাই অর্জন করতে পারতো না।

অংশগ্রহণকারী (খ): "ব্যবসার পরিভাষা জানার মাধ্যমে ব্যবসা সম্পর্কে জানতে পারছে।"

শিক্ষার্থীরা বলছে তারা ব্যবসার পরিভাষাগুলো পূর্বে জানতো না। ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পড়ে তারা ব্যবসার পরিভাষাগুলো এবং ব্যবসা সম্পর্কে জানতে পারছে। সুতরাং ব্যবসার বিষয়বস্তু শিখনে ব্যবসার বাংলা পরিভাষাগুলো প্রভাবিত করছে।

অংশগ্রহণকারী (গ): "শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।"

শিক্ষকগণ বলেছেন মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এতে বোঝা যায় ব্যবসার বিষয়বস্তু সঠিকভাবে শিখতে পারছে। ব্যবসার বিষয়বস্তু শিখনের জন্য ব্যবসার বাংলা পরিভাষা জানা প্রয়োজন।

সুতরাং পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসার বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাবিত করছে।

সারণি: ৪.৩.৪: ব্যবসায় শিক্ষা পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী:

অংশগ্রহণকারী (ক): "ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে।"

অংশগ্রহণকারী (খ): "ব্যবসায়িক বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে।"

শিক্ষকগণ বলেছেন ব্যবসার বাংলা পরিভাষাগুলো মাতৃভাষার আদলে পাচ্ছে। এজন্য তাদের ব্যবসায়িক বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য উপায়ে বুঝতে পারছে। সুতরাং বলা যায়, ব্যবসায় শিক্ষা পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী।

সারণি: ৪.৩.৪: শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ গড়ে তোলা:

অংশগ্রহণকারী (ক): "শিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত ভাববস্তু শ্রেণিতে উপস্থাপন করছেন।" শিক্ষকগণ শ্রেণিতে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক, ব্যবসার বাংলা পরিভাষা, ব্যবসার বিষয়বস্তু শ্রেণিতে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেন।

অংশগ্রহণকারী (খ): "শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন শিক্ষকগণ।"

শিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভুক্ত ভাববস্তু শ্রেণিতে উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থীরা তাদের কিছু প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করছে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা ব্যবসার সব কিছু শিক্ষকদের কাছ থেকে জানতে পারছে।

এভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগ গড়ে উঠে। শ্রেণি পর্যবেক্ষণ দেখা যায়, শিক্ষকগণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ গড়ে তুলছেন।

সারণি: ৪.৩.৬: ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সুবিধা:

অংশগ্রহণকারী (ক): "ব্যবসায় বাংলা পরিভাষাগুলো মাতৃভাষার আদলে পাওয়া যায়।"

শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় সহজে বুঝতে পারে। তারা ব্যবসার বাংলা পরিভাষাকে মাতৃভাষার মতোই মনে করে। এজন্য তাদের ব্যবসার বিষয়বস্তু বুঝতে সহজ হয়।

অংশগ্রহণকারী (খ): "ব্যবসার বাংলা পরিভাষাগুলোর সাহায্যে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বোঝা যায়।"

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষাগুলো পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝতে সাহায্য করে।

অংশগ্রহণকারী (গ): "ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষার প্রভাব দেখা যায়।"

ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করছে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণের যোগ্যতা অর্জন করছে। শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য পূরণ করতে পারছে। তাই বলা যায়, ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষার প্রভাব দেখা যায়।

সারণি: ৪.৩.৭: বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতা:

অংশগ্রহণকারী (ক): "বয়স অনুযায়ী বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই হয়েছে।"

নবম-দশম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকগুলোতে দেখা যায়, বাংলা পারিভাষিক শব্দগুলো বাংলা ভাষার বিকল্প বা সহজভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনায় ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকগুলোতে দেখা যায়, ব্যবসার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি: ৪.৩.৮: ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে:

অংশগ্রহণকারী (ক): "শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে।"

শিক্ষাথীরা ব্যবসার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্য শব্দ, বাক্য ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেণিতে প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

অংশগ্রহণকারী (খ): "শিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়সমূহ শ্রেণিতে সহজভাবে উপস্থাপন করেন।"

ব্যবসার পরিভাষা সহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষকগণ প্রশ্ন করার সুযোগ দেন।

সারণি: ৪.৩.৯: পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করে:

অংশগ্রহণকারী (ক): "তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান অনুধাবন করতে পারছে।"

অংশগ্রহণকারী (খ): "ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা শিখছে।"

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান অনুধাবন করতে পারছে। তারা ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বুঝতে শিখছে। যা পরবর্তীতে প্রয়োগ করতে পারবে।

অংশগ্রহণকারী (গ): "আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে সক্ষম হচ্ছে।"

অংশগ্রহণকারী (ঘ): "পারিবারিক জীবনে বাজেট তৈরির মাধ্যমে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে।" পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে ও পারিবারিক জীবনে বাজেট তৈরির মাধ্যমে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনকে সাহায্য করছে।

তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায়, পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করে।

সারণি: ৪.৩.১০: শ্রেণিকক্ষে বাংলা পারিভাষিক এর স্থলে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার:

অংশগ্রহণকারী (ক): "বাংলা পারিভাষিক এর জায়গায় কিছু ইংরেজি শব্দ সরাসরি ব্যবহার হচ্ছে।" শ্রেণি পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকগণ অনেক ক্ষেত্রে বাংলা পারিভাষিক এর জায়গায় কিছু ইংরেজি শব্দ সরাসরি ব্যবহার করছেন। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইতে কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: র‍্যাকজবারস, ড্রপপারস, ওয়ারেন্টি, ট্রেডমার্ক, অ্যাক্ট, প্যাটেন্ট, কমিশন, অফিস, চেইন, মেশিন, ক্রেডিট, ওয়ারেন্টি ইত্যাদি। এভাবেও শিক্ষার্থীরা পাঠ উদ্ধার বিষয়বস্তু বুঝতে পারছে। শ্রেণি পর্যবেক্ষণ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, শ্রেণিকক্ষে বাংলা পারিভাষিক এর স্থলে কিছু ইংরেজি শব্দের ব্যবহার হচ্ছে।

সারণি: ৪.৩.১১: বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসার ভাববস্তু তুলে ধরা:

অংশগ্রহণকারী (ক): "পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে।" শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান, ব্যবসায়িক পরিবেশ, ব্যবসায়ের নৈতিকতা, নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কর্মকাণ্ডের হিসাব রাখা ও পারিবারিক জীবনে বাজেট তৈরির

মাধ্যমে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে সক্ষমতা অর্জন, নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, উচ্চশিক্ষার জন্য সহায়তা সহ সকল ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। সুতরাং বলা যায়, তারা ব্যবসার বিষয়বস্তু ভালভাবে বুঝতে পারছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত যে, পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে।

৪.৪.১: পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ:

"মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ" গবেষণার শিরোনামের ভিত্তিতে দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমেই শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তককেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ব্যবসার বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকেই উল্লেখ থাকে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ের সাহায্যেই হয়ে থাকে। ব্যবসার বিষয়বস্তু বোঝার জন্য বাংলা পরিভাষা পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য পাঠ্যবইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। যা শিক্ষার্থীরা আয়ত্ব করে পরবর্তীতে উপযুক্ত জায়গায় প্রয়োগ করছে। গবেষণার শিরোনামের ভিত্তিতে গবেষক পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করছেন। পাঠ্যপুস্তক এমন একটি দিকনির্দেশনা যা পাঠ্যক্রম এর সাথে পরিচিত করে নেয়।

নবম, দশম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে বহুল ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণিতে পূরণাবৃত্তি করা পরিভাষাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে নতুন সংযোজন করা ব্যবসার বাংলা পরিভাষাগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা মাধ্যমে গবেষক দেখতে চান ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যবসার বাংলা পরিভাষা কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কাছে কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়। কোন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে।

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে অনেক বাংলা পরিভাষা। বাংলা পারিভাষিক শব্দ ভাষার গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। ফলে ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা বিষয়বস্তুগত সৌন্দর্য এবং শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নবম, দশম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে দেয়া হলো:	নবম, দশম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি বাংলা পরিভাষাগুলো একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণিতে পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছে যা নিম্নে দেয়া হলো:
ব্যবসায়	বিনিয়োগ
লেনদেন	উৎপাদন
ব্যবসায়িক	চাহিদা
বাণিজ্য	বিনিময়
বিনিময়	মুনাফা
মুনাফা	ব্যবসায়িক
বিনিয়োগ	বাণিজ্য
উৎপাদন	ব্যবসায়
চাহিদা	লেনদেন

মূলধন	রেওয়ামিল
যোগান	জাবেদা
প্রক্রিয়াজাত	হিসাববিজ্ঞান
বিপণন	দেনাদার
পাইকারি	পাওনাদার
বাজারজাতকরণ	চালান
অবচয়	লগ্নি
আমদানি	গারনিশি
রপ্তানি	সঞ্চিতি
কারবার	বাট্টা
দেনাদার	প্রমিতকরণ
পাওনাদার	পর্যায়িতকরণ
চালান	খতিয়ান
প্রমিতকরণ	আমদানি
পর্যায়িতকরণ	রপ্তানি
খতিয়ান	কারবার
প্রারম্ভিক জের	মূলধন
তারল্যনীতি	যোগান
সুযোগব্যয়	প্রক্রিয়াজাত
লগ্নি	প্রারম্ভিক জের
গারনিশি	তারল্যনীতি
সঞ্চিতি	সুযোগব্যয়
বাট্টা	বিপণন
রেওয়ামিল	পাইকারি
জাবেদা	বাজারজাতকরণ
হিসাববিজ্ঞান ইত্যাদি	অবচয় ইত্যাদি

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে নতুন সংযোজন করা ব্যবসার কিছু বাংলা পরিভাষাগুলো নিম্নে দেয়া হয়ে:

উপযোগ
অযাচিত পণ্য
শপিং পণ্য
লোভনীয় পণ্য
জরুরি পণ্য
আড়তদার
বেপারি
ধলতা
বণিক ইত্যাদি

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে অব্যস্থ হয়ে যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

	পৃষ্ঠা
৫.১ সূচনা	১১৯
৫.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ	১১৯
৫.৩ গবেষণালব্ধ ফলাফল	১২২
৫.৪ সুপারিশ	১২৩
৫.৫ উপসংহার	১২৩

৫.১ সূচনা:

এই গবেষণার শিরোনাম "মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ।" পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে উপাত্তসমূহের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গবেষণার সারসংক্ষেপ, গবেষণালব্দ ফলাফল, ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৫.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ:

"মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ" গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার সারসংক্ষেপ সমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত: বর্তমান গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য (সারণি: ৪.১.১, ৪.১.২, ৪.২.১, ৪.২.২, ৪.২.১০, ৪.৩.৩, ৪.৪.১) থেকে পাওয়া যায় যে, ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সারণি: ৪.১.১, ৪.২.১, তে দেখা যায়, ৩৬.১১% শিক্ষার্থী ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করা মূল উদ্দেশ্য। সারণি: ৪.১.২, ৪.২.২ ও ৪.২.১০ বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, ৮৫.১৯% শিক্ষার্থীও ১০০% শিক্ষক মনে করে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো তাদের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শ্রেণি পর্যবেক্ষণ ও পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাবিত করছে। সুতরাং, গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই; গবেষণাটিতে (সারণি: ৪.১.৩, ৪.২.৩, ৪.৩.৭, ৪.৪.১) থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই। শ্রেণি পর্যবেক্ষণ ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বয়স অনুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যবইয়ে বাংলা পরিভাষাগুলো সাজানো হয়েছে। সারণি: ৪.১.৩, ও ৪.২.৩ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত, ৬০.৪২% শিক্ষক মনে করেন বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে অনেক মানানসই এবং ৪৬.৩০% শিক্ষার্থী মনে করেন বাংলা পরিভাষা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই।

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সুবিধা রয়েছে: সারণি: ৪.১.৪, ৪.১.১, ৪.৩.৬, ৪.৪.১, থেকে পাওয়া যায়, ৮৩.১৫% শিক্ষার্থী মনে করেন ব্যবসার এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে তারা ব্যবসার বিষয়বস্তু বুঝতে পারছে। শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করছেন, ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণের যোগ্যতা অর্জন করছে, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে যোগ্য হয়ে গড়ে উঠছে। শ্রেণি পর্যবেক্ষণ দেখা যায়, ব্যবসার বাংলা পরিভাষাগুলো মাতৃভাষার আদলে পাওয়া যায়। এজন্য তাদের ব্যবসার বিষয়বস্তু বুঝতে সহজ হয়। ব্যবসার বাংলা পরিভাষাগুলোর সাহায্যে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বোঝা যায়। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষার প্রভাব দেখা যায়। পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সুবিধা দেখা যায়।

ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে: গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যে (সারণি: ৪.১.৫, ৪.২.৪, ৪.৩.৩, ৪.৩.৪, ৪.৪.১) পাওয়া যায়, ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন ৮২.৪০% শিক্ষার্থী এবং ৭৫% শিক্ষক। শ্রেণি পর্যবেক্ষণে ও দেখা যায়, পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাবিত করছে। ফলে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করছে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণেও দেখা যায়, ব্যবসার পরিভাষা জানার মাধ্যমে ব্যবসা সম্পর্কে শিখতে পারছে।

ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী: সারণি: ৪.১.৭, ৪.২.৬, ৪.৩.৪, ৪.৩.৯, ৪.৩.১১, ৪.৪.১, থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভবিষ্যতে ব্যবসা করার জন্য ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত এই বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক উপযোগী এই মতামত দিয়েছে ৪০% শিক্ষার্থী এবং ৪১.৬৭% শিক্ষক। শ্রেণি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে। শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী বলেই ব্যবসায়িক বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে। শ্রেণি পর্যবেক্ষণে পাওয়া যায়, ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী বিধায় শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করে। পাঠ্যবই বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী।

ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে আকষর্ণীয় করে উপস্থাপন করা হয়েছে: সারণি- ৪.১.৮, ৪.২.৯, ৪.৩.৪, ৪.৪.১ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক আকষর্ণীয় করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কারণে ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে এবং ব্যবসায়িক বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে। পাঠ্যবইয়ে বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে আকষর্ণীয় করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে: সারণি-৪.১.৯, ৪.১.১৫(খ), ৪.২.৭, ৪.২.১২, ৪.৩.৪, ৪.৩.৮, ৪.৪.১, থেকে পাওয়া যায়, ৮৬.৪৮% শিক্ষার্থী মনে করে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (সারণি: ৪.২.১২, ৪.১.৯)। সকল শিক্ষক বলেছেন, ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে (সারণি-৪.২.৭, ৪.৩.৮)। শিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়সমূহ শ্রেণিতে সহজভাবে উপস্থাপন করেন (সারণি-৪.৩.৮)। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্নে যোগাযোগ গড়ে উঠছে (সারণি-৪.১.১৬ (খ)। প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগে সেতু হিসাবে কাজ করছে।

ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে: সারণি- ৪.১.১০, ৪.১.১১, ৪.১.১৩, ৪.২.১১, ৪.২.১৩, ৪.৩.৬, ৪.৩.১১, ৪.৪.১ থেকে এটা স্পষ্ট যে, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে তাই পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করছে (সারণি-৪.১.১১)। এ জন্য শিক্ষার্থীরা বাংলা পরিভাষাগুলো ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে মনে করছে ৮৮.৫২% (সারণি-৪.১.১২) শিক্ষার্থী ও ৮৭.৫০% শিক্ষক (সারণি-৪.২.১৩)। সারণি- ৪.৩.৬, ৪.৩.১১, ও ৪.৪.১ তে পাওয়া যায়, ব্যবসার বাংলা পরিভাষাগুলোর সাহায্যে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বোঝা যায়, শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষার প্রভাব দেখা যায়, ব্যবসার ভাববস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা বাংলা পরিভাষাগুলো ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে: সারণি- ৪.১.১২, ৪.২.৮, ৪.৩.৯, ৪.৪.১, থেকে পাওয়া যায় যে, ৮৮.৫২% শিক্ষার্থী ও ১০০% শিক্ষক মনে করছেন শিক্ষার্থীরা বাংলা পরিভাষাগুলো ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে। সারণি- ৪.৩.৯ তে পাওয়া যায়, শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান

অনুধাবন করতে পারছে। ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা শিখছে। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে সক্ষম হচ্ছে। পারিবারিক জীবনে বাজেট তৈরির মাধ্যমে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। এভাবে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিজীবনে ও পারিবারিক জীবনকে সাহায্য করছে। সুতরাং, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষার্থীরা বাংলা পরিভাষাগুলো ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে।

ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে: সারণি- ৪.৩.৪, ৪.২.৬, ৪.২.৮, ৪.৪.১ পর্যালোচনা করে পাওয়া যায়, মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে। ৪১.৬৭% শিক্ষার্থী অনেক উপযোগী ও ২৭.০৮% শিক্ষক উপযোগী মনে করছেন। শিক্ষকগণ আরো মনে করেন, ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ব্যবসার বাংলা পরিভাষা ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে। সারণি- ৪.৪.১ থেকে প্রাপ্ত, পাঠ্যবই পর্যালোচনায় দেখা যায়, বয়স অনুযায়ী বাংলা পরিভাষা পাঠ্যবইগুলোতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয়, ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে।

কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়: সারণি- ৪.১.১৫, ৪.২.১৪ থেকে পাওয়া যায়, ২৮.৮৯% শিক্ষার্থী এবং ১৬.৬৭% শিক্ষক এর মতে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়। এদের মধ্যে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী বেশি। কিছু দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীও আছে। এই শিক্ষার্থীরা প্রথম ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবই ও ব্যবসায় বাংলা পরিভাষার সাথে পরিচিত হয়। তাই তাদের কাছে কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়।

ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেণিকক্ষে বাংলা পারিভাষিক এর স্থলে ইংরেজি শব্দের সরাসরি ব্যবহার হচ্ছে: গবেষণার সারণি- ৪.৩.১০, ৪.৪.১ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলা পারিভাষিক এর জায়গায় ইংরেজি শব্দ সরাসরি ব্যবহার হচ্ছে। শ্রেণি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনায় মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইতে অনেক ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: র‌্যাকজবারস, ড্রপপারস, ওয়ারেন্টি, ট্রেডমার্ক, অ্যাক্ট, প্যাটেন্ট, কমিশন, অফিস, চেইন, মেশিন,ক্রেডিট, ওয়ারেন্টি, ইত্যাদি। এভাবেও শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় শিক্ষার পাঠউদ্ধার করতে পারছে। ফলে বাংলা পারিভাষিক এর স্থলে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার হচ্ছে।

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেন: সারণি-৪.১.১৫ (ক), ৪.৩.১, ৪.৩.২, ৪.৩.৪, ৪.৩.৬, ৪.৩.১১, ৪.৪.১ থেকে পাওয়া যায়, শিক্ষক গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীদের ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। খুবই সন্তোষজনক প্রকাশ করেছে ৪৬.৩০% শিক্ষার্থী। ২৪.৬৩% শিক্ষার্থী সন্তোষজনক বলেছে। ১৬.১১% শিক্ষার্থীমোটামুটি সন্তোষজনক বলেছে। শিক্ষকগণ ব্যবসার বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেন। শিক্ষকগণ ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করছেন।

পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ ব্যবসার ভাববস্তু সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরেন: সারণি-৪.১.১৫ (গ), ৪.৩.৩, ৪.৪.১ থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষকগণ ব্যবসার ভাববস্তু সঠিকভাবে শ্রেণিতে তুলে ধরেন ৬৮.৩৪% শিক্ষার্থী খুবই সন্তোষজনক ও ১৬.৮৫% শিক্ষার্থী সন্তোষজনক প্রকাশ করেছে। ব্যবসার পরিভাষা জানার মাধ্যমে ব্যবসা সম্পর্কে জনতে পারছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা বলছে তারা ব্যবসার পরিভাষাগুলো পূর্বে জানতো না। ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পড়ে তারা ব্যবসার পরিভাষাগুলো এবং ব্যবসা সম্পর্কে জানতে পারছে। সুতরাং পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ ব্যবসার ভাববস্তু সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরেন।

ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরেন: সারণি-৪.১.১৫ (ঘ), ৪.৩.১, ৪.৪.১ তে দেখা যায়, ব্যবসায় শিক্ষার সকল শিক্ষক ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেন। শিক্ষকগণ ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে

বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করছেন। এভাবেই ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরেন।

মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করেন: সারণি-৪.১.১৫ (ঙ), ৪.৩.২, ৪.৪.১ এর তথ্য বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, শিক্ষক ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে ভবিষ্যতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করে। ব্যবসার পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসায় শাখার শিক্ষার্থীরা ব্যবসা সম্পর্কে জানতে পারছে। ব্যবসার লেনদেন ও বিনিয়োগ সম্পর্কে জানতে পারছে। এভাবে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষক নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করেন।

শিক্ষকগণ মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেণিতে ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শিক্ষার্থীদের পরিবেশ তৈরি করে দেন: গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে পাওয়া সারণি-৪.১.১৫ (চ), ৪.২.৫, ৪.২.৭, ৪.৩.৪, ৪.৩.৮, ৪.৪.১ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে। যার উত্তর শিক্ষকগণ দিয়ে থাকেন। শিক্ষকগণের দেয়া তথ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বাংলা পরিভাষার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আগ্রহবোধ করে ৭৭.০৮% শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীরা বলেন শিক্ষকগণই ব্যবসার বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তুলেন। শিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়সমূহ শ্রেণিতে সহজভাবে উপস্থাপন করেন। সুতরাং, বলা যায়, শিক্ষকগণ মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেণিতে ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শিক্ষার্থীদের পরিবেশ তৈরি করে দেন।

৫.৩ গবেষণালব্দ ফলাফল:

বর্তমান গবেষণায় শিক্ষার্থীদের মতামত, শিক্ষকগণ এর মতামত, শ্রেণি পর্যবেক্ষণ করে এবং পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে গবেষক মনে করেন নিম্নলিখিত ধারণা লাভ করা যায়:

সুবিধা:

১) মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

২) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই।

৩) মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সুবিধা রয়েছে।

৪) ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব রয়েছে।

৫) ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী।

৬) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে আকষর্ণীয় করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগ সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে।

৮) ব্যবসায় শিক্ষার ভাববস্তু বোঝার জন্য পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে।

৯) শিক্ষার্থীরা বাংলা পরিভাষাগুলো ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে।

১০) ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা তৈরি করে।

অসুবিধা:

এই গবেষণার শিরোনাম "মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ।"-এই গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে কোন অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে প্রতিটি বইয়ের শেষে বিষয়ভিত্তিক পরিভাষা ও ইংরেজি শব্দ দেয়া থাকলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পেতো।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা:

১) মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেন।

২) পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ ব্যবসার ভাববস্তু সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরেন।

৩) ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরেন।

৪) মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষকগণ নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করেন।

৫) মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেণিতে ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শিক্ষার্থীদের পরিবেশ তৈরি করে দেয়।

৫.৪ সুপারিশ:

১) "মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ" শীর্ষক গবেষণাকার্যটি ঢাকা শহরের ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণাটি করা হয়েছে। সারাদেশ থেকে আরও ব্যপকভিত্তিক নমুনা নিয়ে ব্যপক আকারে গবেষণাটি করা যেতে পারে।

২) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের কাছে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করে ব্যবসার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা কতটুকু তৈরি হচ্ছে তা গবেষণার মাধ্যমে দেখা যেতে পারে।

৩) প্রতিটি বইয়ের শেষে বিষয়ভিত্তিক পরিভাষা দেয়া থাকলে শিক্ষার্থীদের শিখনে আরও প্রভাব থাকতো।

৪) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই-এটা বৃহৎ আকারে গবেষণা করা যেতে পারে।

৫) ঢাকা শহরের ন্যায় সারা দেশে একই রকম ফলাফল দেখা যায় কিনা ব্যাপকভিত্তিক নমুনা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

৬) উদ্যোক্তা তৈরিতে শিক্ষক কতটা ভূমিকা রাখছে নতুন উদ্যোক্তদের কাছে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করা যেতে পারে।

৭) উদ্যোক্তা তৈরিতে মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা কতটা অবদান রাখছে নতুন উদ্যোক্তদের কাছে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করা যেতে পারে।

৫.৫: উপসংহার:

মাধ্যমিক স্তরটি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার কার্যকরি স্তর। এই সময়টুকু প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনে অতি মূল্যবান এবং ভবিষ্যত জীবনের জন্য বীজ বপনের সময় তাই মাধ্যমিক স্তর শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর। এই স্তরের শিক্ষার্থীরা সঠিক

প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশ-জাতি গঠন করা সম্ভব। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর সংখ্যা তেমন একটা ছিল না। ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করাতে পেরেছে,যার ফলে বাংলাদেশে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে তাদের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে তারা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান , নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন , ব্যবসায়িক পরিবেশ, ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ, আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন এবং দৈনন্দিন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কর্মকান্ডের হিসাব রাখা ও পারিবারিক জীবনে বাজেট তৈরির মাধ্যমে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। ফলে দেশে ছোট-বড় অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হবে, ব্যবসায় অভিনব ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে, উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। দেশের বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাবে। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের উপরোক্ত সকল উদ্দেশ্য সফল করতে হলে তাদের মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জানতে হবে। পরিভাষা যেভাবে একটি ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, সেভাবে পরিভাষা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বুঝতেও সাহায্য করে। গবেষক মনে করেন, তার ছোট গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. বসু, রাজশেখর (১৩৪০), *চলন্তিকা অভিধান*, পৃ. ৭৭।

২. বড়ুয়া, সুব্রত (ফেব্রুয়ারি, ২০০৮) *ব্যবহারিক পরিভাষা*, ঢাকা: প্রকাশক অনুপম প্রকাশনী, পৃ.৮।

৩. মামুদ, হায়াৎ (জানু, ২০১২), *ভাষা শিক্ষা*, *বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও রচনানীতি*, পৃ. ২০৫।

৪. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১২৮, ১২৯, ১৩২।

৫. মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল (জানু, ২০০১), *রসায়নের পরিভাষা*, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা), পৃ. vi

৬. মোমেন, মনিরুল (মে, ২০০৬) মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মুর্শিদুল আহসান, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড, পৃ. ১৪৫।

৭. মোমেন, মনিরুল (মে, ২০০৬), মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মুর্শিদুল আহসান, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড, পৃ. ১৪৬।

৮. মামুদ, হায়াৎ (জুন, ২০১৭) প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ.২০৯।

৯. শহীদুল্লাহ-রচনাবলী (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪), *পাণ্ডুলিপি: সংকলন উপবিভাগ*, প্রথম খণ্ড, প্রকাশক-শামসুজ্জামান খান, পরিচালক-গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১৯৩।

১০. *বাংলাপিডিয়া* (মার্চ, ২০০৩), খণ্ড ৫, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২৫৮।

১১. *প্রাগুক্ত।*

১২. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৮০, ৮৯, ৯১, ১১১।

১৩. W.M.Ryburn (1951), *The Teaching of Mother tongue*, Oxford, p. 9.

১৪. শিক্ষার সাঙ্গীকরণ, *রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী (১১ শ খণ্ড): জন্ম শতবার্ষিকী সং*, পৃ. ৭০৫।

১৫. Pianta, Rpbert. C. (1999), *Enhancing Relationship Between Childrens and Teachers,* Washington D.C.: American Psychological Assossiation.

১৬. কাদের, এম.এ (ডিসেম্বর, ১৯৯৫), *শিক্ষাক্রম-তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক*, (দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা, পৃ.৯৪।

১৭. শহীদুল্লাহ রচনাবলী (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪), (প্রথম খণ্ড), *পাণ্ডুলিপী: সংকলন উপবিভাগ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৫।

১৮. মিশ্র, সত্যগোপাল, *বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি*, সপ্তম সংস্করণ, কলিকাতা: সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা, পৃ. ৩০।

১৯. শাকুর, মুহাম্মদ আবদুশ (জুন, ১৯৯৪), *মাতৃভাষা পুস্তকের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন কৌশল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১০।

২০. *প্রতিবেদন*, *জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০*, *উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা*, বাংলাদেশ: শিক্ষা মন্ত্রনালয়, পৃ. ৩৪।

২১. মিয়া, এম.এ.ওহাব (নভেম্বর, ২০০৪-২০০৫), *শিক্ষক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৮২, ১৮৩।

২২. মিয়া, এম.এ.ওহাব (নভেম্বর, ২০০৪-২০০৫), *শিক্ষক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৯২।

২৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (ডিসেম্বর, ২০১২), *জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২*, *ব্যবসায় উদ্যোগ*, *হিসাববিজ্ঞান*, *ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং*, *নবম-দশম শ্রেণি*, ঢাকা: নাহিদ এড, এন্ড প্রিন্টিং, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, পৃ. ১৬।

২৪. Allan C. Ornstein (2018), Francis P. Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, seventh edition, Edinburgh: Pearson Education Limited, p. 37, 38.

২৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (ডিসেম্বর, ২০১২), *জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২*, *ব্যবসায় উদ্যোগ*, *হিসাববিজ্ঞান*, *ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং*, *নবম-দশম শ্রেণি*, ঢাকা: নাহিদ এড, এন্ড প্রিন্টিং, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, পৃ. ২৫।

২৬. ভৌমিক, নৃপেন (জানুয়ারি, ২০০১), *চিকিৎসা-পরিভাষা অভিধান*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৩।

২৭. সরকার, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (জুলাই, ২০১৮), *ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, প্রথম সংস্করন, ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, পৃ. ৪৫৮।
২৮. প্রাগুক্ত।
২৯. মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল (জানু, ২০০১), *রসায়নের পরিভাষা*, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা), পৃ. vi, ix।
৩০. রায়, সুপ্রকাশ (জানুয়ারি, ২০১০), *পরিভাষা কোষ, ইতিহাস অর্থনীতি রাজনীতি সমাজতত্ত্ব দর্শন*, কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, পৃ. ৫।
৩১. দাশগুপ্ত, ধীমান (ফেব্রুয়ারি, ২০১৩), *পরিভাষাকোষ, সিনেমা ও অন্যান্য দৃশ্যশিল্পমাধ্যম*, কলকাতা: সুজন প্রকাশনী, পৃ. ১, ২।
৩২. মামুদ, হায়াৎ (মে, ২০১৫) প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ. ১৬৭।
৩৩. মামুদ, হায়াৎ (২০১৯) ড. মোহাম্মদ আমীন, *প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: পুথিনিলয়, পৃ. ১৫৫।
৩৪. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৩৮।
৩৫. (https://bn.m.wikpedia.org) visited page on 2/17/2020
৩৬. ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, (https:// bn.m.wikipedia.org) 2/17/2020।
৩৭. ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, (https://bn.m.wikipedia.org) visited page on 2/17/2020।
৩৮. ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, (bn.m.wikipedia.org) 4/8/2020, 2/17/2020।
৩৯. ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, (bn.m.wikipedia.org) 2/17/2020।
৪০. ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, (bn.m.wikipedia.org) visited page on 2/17/2020।
৪১. ভৌমিক, নৃপেন (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), *বিজ্ঞানচর্চায় বাংলা পরিভাষা: ইতিহাস সমস্যা ও সমাধান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, পৃ. ১৭. (bn.m.wikipedia.org) visited page on 2/17/2020।
৪২. আকবর, শ্যামলী (ফেব্রুয়ারি ২০০৯), এ. কে. এম বদরুল আলম, জহির মল্লিক *শিক্ষায় যোগাযোগ: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা: প্রকাশক-৫০, পৃ. ২৩, ২৪।
৪৩. আকবর, শ্যামলী (ফেব্রুয়ারি ২০০৯), এ. কে. এম বদরুল আলম, জহির মল্লিক *শিক্ষায় যোগাযোগ: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা: প্রকাশক-৫০, পৃ. ১৫৯।
৪৪. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৮, ৯, ১১, ২৪, ২৬, ২৭, ৩৮, ৮৪, ৯৩।
৪৫. রহমান, এ এইচ এম হাবিবুর, (২০১৯), শেখ শাহবাজ রিয়াদ, *ব্যবসায় উদ্যোগ*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।
৪৬. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১-১৩২।
৪৭. ইসলাম, শিবলী রুবাইয়াতুল, (২০১৮), মোহাম্মদ সালাউদ্দীন চৌধুরী, নাজমুন নাহার, *ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।
৪৮. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১-১৩২।
৪৯. রহমান, মো: মিজানুর রহমান, (২০১৯), মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়া, *হিসাববিজ্ঞান*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।
৫০. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি,পৃ: ১-১৩২।
৫১. করিম, মো: রেজাউল (২০১৯), *উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৫২. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১-১৩২।

৫৩.রহমান, আ.ফ.ম. শফিকুর (২০১৯), মোহম্মদ আব্দুল হামিদ, মোহ: আশরাফুল আলম,- *ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা* ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৫৪. অদিতি, আফরোজা (জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১-১৩২।

৫৫.জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (ডিসেম্বর, ২০১২), *জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, ব্যবসায় উদ্যোগ, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, নবম-দশম শ্রেণি*, ঢাকা: নাহিদ এড, এন্ড প্রিন্টিং, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, পৃ. ৮, ৯।

৫৬.অদিতি, আফরোজা (১৪২৭/জুন, ২০২০), *ব্যাংকিং শব্দকোষ ও ব্যাংকিং পরিভাষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৯, ৩০, ৯৬, ১২৮।

৫৭. রহমান, এস.এম. মাহফুজুর (মাঘ, ১৪২১/জানুয়ারি, ২০১৫), *ব্যবসায় পরিভাষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. iii।

৫৮.মামুদ, হায়াৎ (জুন, ২০১৭), প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, *বাংলা ব্যাকরণ* ও নির্মিতি, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ.২০৬

৫৯.মামুদ, হায়াৎ (জুন, ২০১৭), প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৪।

৬০.*বাংলাপিডিয়া*, ২০০৩, খণ্ড: ৬, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২৪।

৬১. মামুদ, হায়াৎ (জুন, ২০১৭), প্রাকৃতজ শামিমরুমি টিটন, *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ. ২০৬।

৬২.*বাংলাপিডিয়া* (মার্চ, ২০০৩), খণ্ড: ৫, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২৫৮।

৬৩.রহমান, এস.এস. মাহফুজুর (জানুয়ারি, ২০১৫), *ব্যবসায় পরিভাষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১।

৬৪. মামুদ, হায়াৎ (জানু, ২০১২), *ভাষা শিক্ষা, বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও রচনানীতি*, পৃ. ২০৫, ২০৬।

৬৫.অধিকারী, নিরঞ্জন (এপ্রিল, ২০১৪), অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা*, ঢাকা: মিজান লাইব্রেরী, পৃ. ৪৩০।

৬৬.অধিকারী, নিরঞ্জন (এপ্রিল, ২০১৪), অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা*, ঢাকা: মিজান লাইব্রেরী, পৃ. ৪৩২।

৬৭. সুত্র: *(http://wwww.moedu.gov.bd)* সর্বশেষ হাল-নাগাদ: ১০ মে, ২০১৫।

৬৮. মামুদ, হায়াৎ (মে, ২০১৯), ফেরদৌসী মাহমুদা, শারমীন রহমান, খালেদা হক, নাজমা বেগম, *ভাষা-শিক্ষা, বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ঢাকা: দি অ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৬০৭, ৬০৯, ৬১৫, ৬১৬, ৬২০।

পরিশিষ্ট-১:

তারিখ: ২৭/০৯/২০১৯

বরাবর
অধ্যক্ষ/ প্রধান শিক্ষক
....
....

বিষয়: মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ: শীর্ষক গবেষণা কাজে আপনার সহযোগিতা প্রসঙ্গে।

জনাব,

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার অব ফিলসফি (এম.ফিল) এর শিক্ষার্থী আক্তার জাহান রুবী তার এম.ফিল ডিগ্রীর আংশিক শর্তপূরণের জন্য উপরোক্ত বিষয়ের একটি গবেষণা কাজে নিয়োজিত আছে। এই গবেষণার জন্য সে আপনার নিকট থেকে প্রশ্নোত্তরিকার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে আপনি সহযোগিতা করলে সে বিশেষ উপকৃত হবে।

আপনার প্রদত্ত মতামত বা তথ্য শুধু গবেষণার কাজের জন্যই ব্যবহার করা হবে। তাকে সহযোগিতা করলে খুশি হবো।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্যামলী আকবর
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিশিষ্ট-২:

তারিখ: ২৭/০৯/২০১৯

বরাবর
পরিচালক
বাংলা একাডেমি
ঢাকা

বিষয়: মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ: শীর্ষক গবেষণা কাজে আপনার সহযোগিতা প্রসঙ্গে।

জনাব,

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার অব ফিলসফি (এম.ফিল) এর শিক্ষার্থী আক্তার জাহান রুবী তার এম.ফিল ডিগ্রীর আংশিক শর্তপূরণের জন্য উপরোক্ত বিষয়ের একটি গবেষণা কাজে নিয়োজিত আছে। এই গবেষণার জন্য সে আপনার নিকট থেকে প্রশ্নোত্তরিকার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে আপনি সহযোগিতা করলে সে বিশেষ উপকৃত হবে।

আপনার প্রদত্ত মতামত বা তথ্য শুধু গবেষণার কাজের জন্যই ব্যবহার করা হবে। তাকে সহযোগিতা করলে খুশি হবো।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্যামলী আকবর
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিশিষ্ট-৩: শিক্ষকদের জন্য প্রশ্নমালা

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ।

শিক্ষকদের জন্য প্রশ্নমালা

অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন। আপনার প্রদত্ত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে এবং এর গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম:...

শিক্ষকের নাম ও পদবী: ....

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ....

ক) এস.এস.সি/সমতুল্য ☐

খ) এইচ.এস.সি/সমতুল্য ☐

গ) স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান/সমতুল্য ☐

ঘ) স্নাতকোত্তর/সমতুল্য ☐

ঙ) অন্যান্য ☐

পেশাগত যোগ্যতা:

ক) বি.এড ☐

খ) ডিপ.ইন.এড ☐

গ) এম.এড ☐

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা:

শিক্ষকতায় আপনি কত দিন যাবত আছেন:

………………………………………………………………………………………………

শিক্ষকতার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ:

………………………………………………………………………………………………

শিক্ষক

নিম্নের প্রশ্নোত্তরিকার ক্ষেত্রে অনুগ্রহ পূর্বক আপনার সুচিন্তিত মতামত/উত্তর প্রদান করুন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক ✓ চিহ্ন দিন। প্রয়োজনে আলাদা কাগজে আপনার মতামত/সুপারিশ লিপিবদ্ধ করুন:

১) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য কি?

ক) ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করা।

খ) ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

গ) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণের যোগ্যতা অর্জন।

ঘ) বৈশ্বিক চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান।

ঙ) আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।

পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত কিছু বাংলা পরিভাষা: ব্যবসায়, অর্থনৈতিক, লেনদেন, বাণিজ্য, মুনাফা বিনিয়োগ, মুদ্রা, সংগঠন, উদ্যোক্তা, মূলধন, লাভ, সুদ, যোগান, বিপণন, সংরক্ষণ, , চাহিদা, আত্মকর্মসংস্থান, হিসাব, মজুরি, পাইকারি, বাজারজাত, মেয়াদ, আমদানি, শতাংশ, গবেষণা, দেনাদার, পাওনাদার, দাতা, গ্রহীতা, ভোক্তা, আয়কর, রপ্তানি, অবন্টিত ইত্যাদি।

২) পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো কি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কেন?

……

না কেন?

……

৩) বাংলা পরিভাষা কি শিক্ষার্থীদের ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই?

ক) অনেক মানানসই

খ) মানানসই

গ) কিছুটা মানানসই

ঘ) মানানসই নয়

ঙ) মোটেই মানানসই নয়

৪) নবম, দশম শ্রেণির ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে মুনাফা, পণ্য, আর্থিক, ঝুঁকি, মূলধন, দ্রব্যাদি, লাভ ইত্যাদি বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে। এই পরিভাষাগুলোর মাধ্যমে কোন বিষয়টি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য অনুশীলনীতে রয়েছে? (নবম, দশম শ্রেণি)

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫) একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (১ম পত্র) বইয়ের ৫ম অধ্যায়ে উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, রূপখো, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়, পণ্য, কার্যভিত্তিক, ব্যবসায়িক চিত্র ইত্যাদি বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে, এর মাধ্যমে কোন বিষয়টি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য অনুশীলনতে রয়েছে ? (একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণি)

হ্যাঁ ☐ না ☐

৬) পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো কি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব ফেলছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কিভাবে

....

না কিভাবে

....

৭) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে যে বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবহার হয়েছে তা জানার জন্য শিক্ষার্থীরা কি আগ্রহবোধ করো?

ক) খুব আগ্রহবোধ করো

খ) আগ্রহবোধ করো

গ) কম আগ্রহবোধ করো

ঘ) আগ্রহবোধ করো না

৮) ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী কতটুকু?

ক) অনেক উপযোগী

খ) উপযোগী

গ)মোটামুটি উপযোগী

ঘ) কম উপযোগী

ঙ) উপযোগী নয়

৯) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে কতটুকু আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারছে?

ক) অনেক আকর্ষণীয়

খ) আকর্ষণীয়

গ) কম আকর্ষণীয়

ঘ) আকর্ষণীয় নয়

১০) পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কেন

....

না কেন

....

১১) পাঠ্যপুস্তকের ভাববস্তু বোঝার জন্য কি পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা অন্তভুক্ত করা হয়েছে? আপনার মতামত প্রদান করুন। (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি)

....
....
....
....

১২) পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণে কি পুরোপুরি সমর্থ্য?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কিভাবে

....

না কিভাবে

....

১৩) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কিভাবে

....

না কিভাবে

....

১৪) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য কতটুকু প্রাসঙ্গিক আপনি মনে করেন?

পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক	৫
প্রাসঙ্গিক	৪
মোটামুটি প্রাসঙ্গিক	৩
কিছুটা প্রাসঙ্গিক	২
প্রাসঙ্গিক নয়	১

১৫) উদ্বৃত্তপত্র, বিবরণী, প্রকল্প, প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপক, প্রমিতকরণ, পর্যায়িতকরণ, মোড়কিকরণ এই বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কিভাবে

....

না কিভাবে

....

১৬। ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো কি শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কিভাবে

....

না কিভাবে

....

পরিশিষ্ট-৪: শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্নমালা

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ।

অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন। আপনার প্রদত্ত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে এবং এর গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্নমালা

নামঃ ....

রোলঃ ....

শ্রেণিঃ ....

প্রতিষ্ঠানের নামঃ

....

শিক্ষার্থী

নিম্নের প্রশ্নোত্তরিকার ক্ষেত্রে অনুগ্রহ পূর্বক আপনার সুচিন্তিত মতামত/উত্তর প্রদান করুন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক ✓ চিহ্ন দিন। প্রয়োজনে আলাদা কাগজে আপনার মতামত/সুপারিশ লিপিবদ্ধ করুন:

১) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য কি?

ক) ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করা।

খ) ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

গ) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণের যোগ্যতা অর্জন।

ঘ) বৈশ্বিক চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান।

ঙ) আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে যোগ্য হয়ে গড়ে উঠা।

পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত কিছু বাংলা পরিভাষা: ব্যবসায়, অর্থনৈতিক, লেনদেন, বাণিজ্য, মুনাফা বিনিয়োগ, মুদ্রা, সংগঠন, উদ্যোক্তা, মূলধন, লাভ, সুদ, যোগান, বিপণন, সংরক্ষণ, , চাহিদা, আত্মকর্মসংস্থান, হিসাব, মজুরি, পাইকারি, বাজারজাত, মেয়াদ, আমদানি, শতাংশ, গবেষণা, দেনাদার, পাওনাদার, দাতা, গ্রহীতা, ভোক্তা, আয়কর, রপ্তানি, অবন্টিত ইত্যাদি।

২) পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা বাংলা পরিভাষাগুলো কি তোমার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কেন?

....

না কেন?

....

৩) বাংলা পরিভাষা কি তোমাদের ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে মানানসই?

ক) অনেক মানানসই

খ) মানানসই

গ) কিছুটা মানানসই

ঘ) মানানসই নয়

ঙ) মোটেই মানানসই নয়

৪) নবম, দশম শ্রেণির ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে মুনাফা, পণ্য, আর্থিক, ঝুঁকি, মূলধন, দ্রব্যাদি, লাভ ইত্যাদি বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে। এই পরিভাষাগুলোর মাধ্যমে কোন বিষয়টি বুঝতে পারছো এ সম্পর্কে কোনো তথ্য অনুশীলনীতে রয়েছে? (নবম, দশম শ্রেণি)

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫) একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (১ম পত্র) বইয়ের ৫ম অধ্যায়ে উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, রূপখো, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়, পণ্য, কার্যভিত্তিক, ব্যবসায়িক চিত্র ইত্যাদি বাংলা পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে, এর মাধ্যমে কোন বিষয়টি বুঝতে পারছো এ সম্পর্কে কোনো তথ্য অনুশীলনতে রয়েছে ? (একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণি)

হ্যাঁ ☐ না ☐

৬) পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো কি তোমাদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব ফেলছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কিভাবে

....

না কিভাবে

....

Dhaka University Institutional Repository

৭) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে যে বাংলা পরিভাষাগুলো ব্যবহার হয়েছে তা জানার জন্য তুমি কি আগ্রহবোধ করো?

ক) খুব আগ্রহবোধ করো

খ) আগ্রহবোধ করো

গ) কম আগ্রহবোধ করো

ঘ) আগ্রহবোধ করো না

৮) ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা তোমাদের জন্য উপযোগী কতটুকু?

ক) অনেক উপযোগী

খ) উপযোগী

গ)মোটামুটি উপযোগী

ঘ) কম উপযোগী

ঙ) উপযোগী নয়

৯) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো তোমাদের কাছে কতটুকু আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারছে?

ক) অনেক আকর্ষণীয়

খ) আকর্ষণীয়

গ) কম আকর্ষণীয়

ঘ) আকর্ষণীয় নয়

১০) পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা বাংলা পরিভাষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কেন

....

না কেন

....

১১) পাঠ্যপুস্তকের ভাববস্তু বোঝার জন্য কি পর্যাপ্ত বাংলা পরিভাষা অন্তভুক্ত করা হয়েছে? তোমার মতামত দাও। (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি)

....
....
....
....

Dhaka University Institutional Repository

১২) পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণে কি পুরোপুরি সমর্থ্য?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কিভাবে

....

না কিভাবে

....

১৩) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রয়োগ করতে পারবে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কিভাবে

....

না কিভাবে

....

১৪) ব্যবসায় শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য কতটুকু প্রাসঙ্গিক তুমি মনে করো?

পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক	৫
প্রাসঙ্গিক	৪
মোটামুটি প্রাসঙ্গিক	৩
কিছুটা প্রাসঙ্গিক	২
প্রাসঙ্গিক নয়	১

১৫) উদ্বৃত্তপত্র, বিবরণী, প্রকল্প, প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপক, প্রমিতকরণ, পর্যায়িতকরণ, মোড়কিকরণ এই বাংলা পরিভাষাগুলো তোমাদের কাছে কঠিন/দুর্বোদ্ধ মনে হয়?

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ কিভাবে

....

না কিভাবে

....

Dhaka University Institutional Repository

১৬) ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের কি ভূমিকা প্রয়োগ করেন?

ক্রমিক নং	প্রশ্নোত্তরিকা	মতামত				
		খুবই সন্তোষজনক ৫	সন্তোষজনক ৪	মোটামুটি সন্তোষজনক ৩	সন্তোষজনক নয় ২	মোটেই সন্তোষজনক নয় ১
ক)	গ্রহণযোগ্য উপায়ে শিক্ষার্থীদের বোঝানো					
খ)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ গড়ে তোলা					
গ)	ব্যবসার ভাববস্তু তুলে ধরা					
ঘ)	পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয় করা					
ঙ)	নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করা					
চ)	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার					

পরিশিষ্ট-৫: শ্রেণি পর্যবেক্ষণ তালিকা

মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা নিরূপণ।

অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন। আপনার প্রদত্ত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে এবং এর গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।

শ্রেণি পর্যবেক্ষণ তালিকা:

শ্রেণিপর্যবেক্ষণ

ক্রমিক নং	প্রশ্নোত্তরিকা	মতামত				
		খুবই সন্তোষজনক ৫	সন্তোষজনক ৪	মোটামুটি সন্তোষজনক ৩	সন্তোষজনক নয় ২	মোটেই সন্তোষজনক নয় ১
১	ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাংলা পরিভাষার ব্যবহার					
২	শিক্ষক নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সাহায্য করে					
৩	পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো বিষয়বস্তু শিখনে প্রভাব					
৪	ব্যবসায় শিক্ষা পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী					
৫	শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ গড়ে তোলা					
৬	ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষার সুবিধা					
৭	ব্যবসায় শিক্ষার বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতা					
৮	ব্যবসার পরিভাষা জানার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ					
৯	পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষাগুলো শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ					
১০	শ্রেণিকক্ষে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার					
১১	বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে ব্যবসার ভাববস্তু তুলে ধরা					
১২	ব্যবসায় শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীতে তথ্য					

পরিশিষ্ট-৬: নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ

আপনার প্রদত্ত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে এবং এর গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।

ঢাকা শহরের তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ:

১) ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, নিউ বেইলী রোড ১/এ, বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০।

২) ইনজিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল এন্ড কলেজ, বুয়েট ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০।

৩) শের-ই-বাংলা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ ৩৯৪/৪, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

৪) রুপনগর সরকারী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, আ/এ, মিরপুর, ঢাকা।

৫) হযরত শাহ আলী গালর্স স্কুল এন্ড কলেজ, সেকশন-১, মিরপুর, ঢাকা।

৬) আই.ই.এস স্কুল এন্ড কলেজ, সেক্টর ৫ রোড ৬, উওরা পশ্চিম ঢাকা।

৭) নিউ পল্টন লাইন স্কুল এন্ড কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা।

৮) কামার পাড়া স্কুল এন্ড কলেজ, তুরাগ, ঢাকা।

৯) উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, সেক্টর-৭, রোড-১, উত্তরা।

১০) কাকলী স্কুল এন্ড কলেজ, ধানমন্ডি।

১১) নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-১৪, উত্তরা মডেল টাউন।

১২) সালেহা স্কুল এন্ড কলেজ, নবাবগঞ্জ রোড।